প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

Livestock and Dairy Development Project (LDDP)

(1st Revised)

অগ্রগতি প্রতিবেদন

(জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩)

Progress Report

(January 2019 - December 2023)

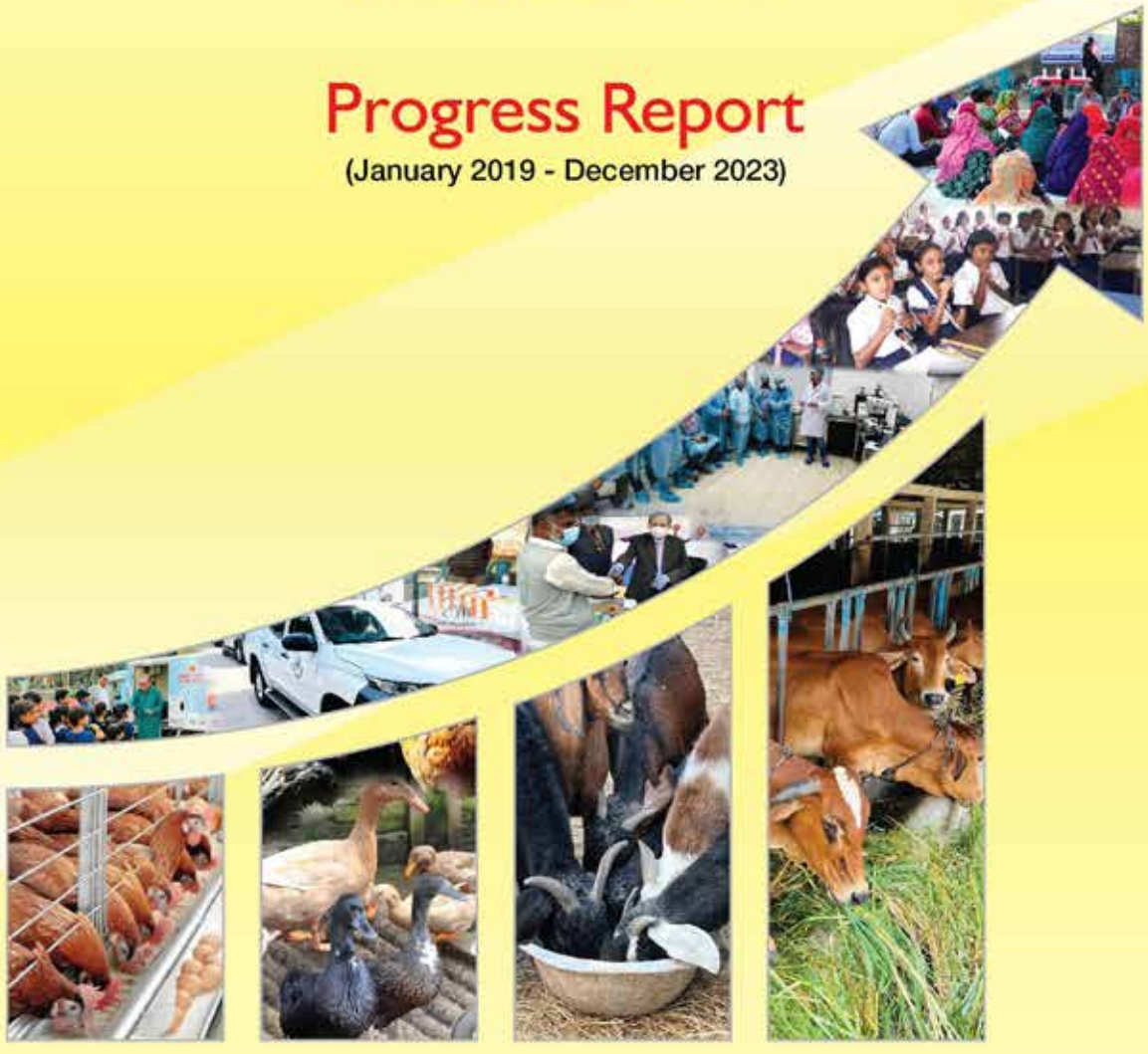

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

WORLD BANK GROUP

অগ্রগতি প্রতিবেদন

(জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩)

LDDP

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

অগ্রগতি প্রতিবেদন

পৃষ্ঠপোষকতায়

মোঃ আব্দুর রহিম

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কারিগরি দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সমন্বয়ে

ড. মো. গোলাম রব্বানী

চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী

মোহাম্মদ শাহ আলম বিশ্বাস, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

ড. হিরন্ময় বিশ্বাস, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

ইঞ্জি: পার্থ প্রদীপ সরকার, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

ড. মোহাম্মদ শাকিফ-উল-আযম, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি

পুলকেশ মন্ডল, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ, এলডিডিপি

কল্যাণ কুমার ফৌজদার, ট্রেনিং এন্ড এক্সটেনশন এক্সপার্ট, এলডিডিপি

প্রকাশ কাল

জানুয়ারি ২০২৪

প্রকাশনায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

"বাণী"

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন উন্নয়নবান্ধব বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য অর্ন্তভুক্তিমূলক উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। দেশের এ অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ খাত অন্যতম অংশীদার। দেশের আপমর জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান, বেকারত্ব হ্রাস, উদ্যোক্তা তৈরী, গ্রামীন অর্থনীতি সচল রাখাসহ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে সরকার দেশের দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং এ খাতকে রপ্তানিমুখী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনার** ঐকান্তিক ইচ্ছায় দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ এবং প্রাণিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়ে ২০২৫ এর অক্টোবর সময়কালে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত এ প্রকল্পটি দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সার্বিক কর্মকান্ড এবং ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ও চিত্র নিয়ে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। প্রকাশনাটি এ খাতে উদ্যোক্তা, খামারি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল হবে বলে আমি আশা করি।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুর রহমান এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

"বাণী"

বাংলাদেশের জনগণের প্রাণিজ পুষ্টির যোগান, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অপরিসীম। এ খাতের অবদান মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) ১.৪৭%, কৃষিজ জিডিপিতে ১৩.৬%, কর্মসংস্থানে সার্বক্ষণিক ২০%, খন্ডকালীন ৫০% এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে মোট বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ২.৪২% (সূত্র: বিবিএস-২০১৮)।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান এবং অপরিসীম সম্ভাবনা বিবেচনা করে সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, সময়োপযোগী পরিকল্পনা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বর্ধিত বাজেট বরাদ্দের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' জানুয়ারি ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২৫ মেয়াদে দেশের ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

বর্ণিত প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত (জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩) সময়ের মধ্যে অর্জিত অগ্রগতির একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। আমি মনে করি, প্রতিবেদনটি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে সহায়ক হবে।

এ অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাং সেলিম উদ্দিন
সচিব

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"বাণী"

বাংলাদেশের পুষ্টি নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অসামান্য। টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের প্রাণিসম্পদ খাত বর্তমানে অগ্রগণ্য খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানে এ খাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দেশ আজ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে। মাথাপিছু দৈনিক ২৫০ মি.লি. দুধের চাহিদার বিপরীতে বর্তমানে সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১৭৬ মি.লি.।

আপামর জনগণের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের যোগান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি মেধাবী জাতি গঠনে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ভিশনকে সামনে রেখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাস্তবায়ন করছে 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)' সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। এলডিডিপি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প যা দেশের দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি প্রাণিজাত পণ্যের বাজার সংযোগ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করছে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের জানুয়ারি ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২৫ সময়কালের এ প্রতিবেদনটিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং অগ্রগতির চিত্র উঠে এসেছে। আমি আশা করি, প্রতিবেদনটি মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

আমি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য কামনা করছি এবং এ প্রতিবেদন তৈরিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ এমদাদুল হক তালুকদার

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"মুখবন্ধ"

প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)'। প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ও উপজেলা ব্যতীত) ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

প্রকল্পের কার্যক্রম পহেলা জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ থেকে আরম্ভের জন্য নির্ধারিত থাকলেও জনবল নিয়োগসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) স্থাপন, কোনটাসা হিসাব চালু, ঋণ কার্যকারিতার শর্ত পূরণ ইত্যাদি কাজে অতিরিক্ত সময় ব্যয়িত হওয়ায় প্রকল্পের প্রকৃত কার্যক্রম আরম্ভে কিছুটা বিলম্ব হয়। এছাড়া ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে কয়েক দফা লকডাউন অতিক্রম করায় যথাসময়ে ক্রয় কাজ সম্পাদন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।

এ সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইউনিট নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে প্রায় ৫৫০০টি খামারি গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং প্রায় ৭ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি)-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকল্পের অধীনে ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্লান কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৫.৯৭ লক্ষ খামারিকে ৬৯৮.৯৫ কোটি টাকা আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ এর রমজান মাসে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দুধ, মাংস ও ডিম সরবরাহ এবং খামারিদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেন্টাল ভেইকেল ব্যবস্থায় দেশে প্রথমবারের মত সুলভমূল্যে ভ্রাম্যমান দুধ, মাংস ও ডিম বিক্রয় করা হয়। এ বছরেও উক্ত কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক দুগ্ধ দিবস ও জাতীয় দুগ্ধ সপ্তাহ পালন এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC) ক্রয় করা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে বেইজ লাইন সার্ভেসহ খামারি গ্রুপ গঠন, খামারিদের প্রশিক্ষণসহ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালাসহ বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা ও গাইডলাইন তৈরি, প্রাণিজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ইত্যাদি কাজে সহায়তার জন্য জাতিসংঘের এফএও, সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় আধুনিক জবাইখানাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজে সহায়তার জন্য ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম এবং এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স ও প্রাণিজাত খাদ্যের ঝুঁকি নির্ণয়সহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরনের জন্য বিভিন্ন ধরনের আইনগত ও বাস্তবভিত্তিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের ইউনিডো-কে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের নিজস্ব প্রকৌশলীদের সহায়তায় ইতোমধ্যে ২৩৮টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ এবং ৬টি সরকারি খামারের সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.৮৫%। সম্প্রতি ম্যাচিং গ্রান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ের আধুনিক জবাইখানা ও উপজেলা পর্যায়ে মাংসের কাঁচা বাজার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম দৃশ্যমান হবে।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)-এর অগ্রগতি প্রতিবেদনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমি আশা করি, প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারসহ মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদন তৈরিতে সম্পৃক্ত প্রকল্পের সিটিসি, সকল ডিপিডি এবং সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুর রহিম

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

অগ্রগতি প্রতিবেদন

(জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১০
২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১০
৩	প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ	১১
৪	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১২
৫	প্রকল্পের অভীষ্ট ফলাফল	১৬
৬	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি	১৮
৭	প্রোডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন	১৮
৮	প্রডিউসার গ্রুপ মোবিলাইজেশন	১৯
৯	প্রোডিউসার গ্রুপের দক্ষতা উন্নয়ন	২০
১০	প্রাণিসম্পদ কৃষক মাঠ স্কুল	২০
১১	এলএসপি নির্বাচন	২০
১২	প্রাণিসম্পদ জরিপ	২০
১৩	খামারের ঝুঁকি নিরুপণ ও বিশ্লেষণ	২১
১৪	গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রোগ্রেসিভ রোগ নিয়ন্ত্রণ	২১
১৫	কৃমিদমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২১
১৬	ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	২৩
১৭	হেল্‌থ কার্ড প্রদান	২৩
১৮	উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম	২৪
১৯	ইনোভেটিভ খামারিদের বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান	২৪
২০	প্রদর্শনী খামার স্থাপন	২৫
২১	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম	২৫
২২	প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপ গঠন	২৬
২৩	ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (VMCC) স্থাপন	২৬
২৪	ডেইরি হাব স্থাপন	২৬
২৫	দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম	২৭
২৬	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ	২৭
২৭	বৃহৎ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দুগ্ধপণ্য বহুমুখীকরণ	২৭
২৮	পরিবহনযোগ্য দুগ্ধ দোহন যন্ত্র সরবরাহ	২৮
২৯	সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পর্যায়ে আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ	২৮
৩০	উপজেলা পর্যায়ে মাংসের কাঁচা বাজার উন্নয়ন/স্লটার স্লাব নির্মাণ	২৮
৩১	উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	২৯
৩২	বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি'র উন্নয়ন ও সংস্কার	২৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৩	স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম	৩০
৩৪	বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং দুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন	৩০
৩৫	প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১	৩১
৩৬	প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২২	৩২
৩৭	প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৩	৩৩
৩৮	মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এমভিসি) চালু করা	৩৪
৩৯	ডেইরি খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন	৩৫
৪০	উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন, ফুড সেফটি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩৬
৪১	যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সরবরাহ	৩৬
৪২	প্রাণিসম্পদ বীমা চালুর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ	৩৭
৪৩	এনভায়রনমেন্ট ও স্যোশাল সেফগার্ড কার্যক্রম	৩৮
৪৪	স্যোশাল ও জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম	৩৯
৪৫	এক নজরে এলডিডিপিতে নারীর সম্পৃক্ততা	৪০
৪৬	বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া	৪১
৪৭	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	৪১
৪৮	আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অগ্রগতি	৪১
৪৯	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৪২
৫০	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মডিউল, ম্যানুয়াল ও সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়ন	৪৫
৫১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৪৬
৫২	উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম	৪৬
৫৩	ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্লান **(EAP)** বাস্তবায়ন	৪৭
৫৪	**CERC** পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহ	৪৭
৫৫	**CERC**-এর কার্যক্রমভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৮
৫৬	**EAP**-এর আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রণোদনা প্রদান	৪৮
৫৭	উপজেলা সুফলভোগী নির্বাচন ও বাস্তবায়ন কমিটি (ইউবিএসআইসি)	৪৯
৫৮	সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিডিসিসি)	৪৯
৫৯	সুফলভোগী যাচাই প্রক্রিয়া	৪৯
৬০	অর্থ বিতরণের লক্ষ্যে ত্রিপাক্ষীয় চুক্তি	৫০
৬১	ইএপি বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির (জেমস্ কোবো টুলবক্স) ব্যবহার	৫০
৬২	প্রণোদনা প্রদানে খামারির ক্যাটাগরি নির্বাচন	৫১
৬৩	খামারিদের নিকট নগদ অর্থ প্রেরণ	৫১
৬৪	প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	৫১
৬৫	**EAP**-এর আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরণের চিত্র	৫২
৬৬	খামারভিত্তিক এবং জেন্ডারভিত্তিক প্রণোদনার তথ্য	৫৩
৬৭	করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের মাঝে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন সরবরাহ	৫৩
৬৮	প্রণোদনাপ্রাপ্ত খামারির ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প	৫৪
৬৯	করোনাকালীন সময়ে ভ্রাম্যমান বিপণনের বিশেষ উদ্যোগ	৫৫
৭০	রমজানে সুলভমূল্যে ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়	৫৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭১	প্রকল্পের ইএপি'র আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার কার্যক্রম	৫৭
৭২	করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি)	৫৮
৭৩	করোনা প্রতিরোধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর ভিডিও বার্তা	৫৯
৭৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন	৬০
৭৫	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট **(PMU)**	৬০
৭৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট **(PIU)**	৬০
৭৭	প্রোজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটি **(PSC)**	৬০
৭৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি **(PIC)**	৬০
৭৯	প্রকল্পে জনবল নিয়োগ	৬১
৮০	ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ	৬২
৮১	ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম	৬৪
৮২	এগ্রিবিজনেস ফার্ম	৬৫
৮৩	**FAO** নিয়োজিতকরণ	৬৬
৮৪	**UNIDO** নিয়োজিতকরণ	৬৬
৮৫	**ESIA Firm** নিয়োগ	৬৬
৮৬	আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগ	৬৭
৮৯	প্রকল্পের পিএমইউ-এর অবকাঠামো নির্মাণ	৬৭
৯২	প্রকল্প বাস্তবায়নে যানবাহন সংগ্রহ	৬৮
৯৩	কর্মকর্তা -কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, **Grant Manual** প্রণয়ন, সাব গ্রান্ট, ম্যাচিং গ্রান্ট	৬৯
৯৪	প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম	৭০
৯৫	ম্যানুয়াল এবং গাইডলাইন	৭১
৯৬	কম্পিউটারাইজড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিপিএমআইএস) ও একাউন্টিং সফটওয়ার তৈরি	৭২
৯৭	প্রকল্পের ওয়েব সাইট তৈরি	৭২
৯৮	প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম পর্যালোচনা	৭৩
৯৯	লজিস্টিকস্ সরবরাহ	৭৩
১০০	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম	৭৫
১০১	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	৭৫
১০২	প্রকল্প বাস্তবায়ন র‍্যাঙ্কিংয়ে অগ্রগতি	৭৭
১০৩	প্রকল্প রিস্ট্রাকচারিং ও মেয়াদ বৃদ্ধি	৭৯
১০৪	রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক: প্রকল্পের ফলাফল নির্ধারণে কম্পোনেন্ট ভিত্তিক সূচকসমূহ	৮০
১০৫	প্রবন্ধ: দুধ উৎপাদনে আমাদের অভিযাত্রা ও একজন ভার্গিস	৮৪
১০৬	কর্মকর্তা, পরামর্শক ও কর্মচারীদের তালিকা	৮৮
১০৭	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অদ্যাক্ষর সমষ্টি **(Acronyms)**	৮৯
১০৮	মানচিত্রে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা	৯০

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভূমিকা: খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, মেধাবী জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় উন্নত ও মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অসামান্য। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তাই সরকার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানুয়ারি ২০১৯ হতে অক্টোবর ২০২৫ মেয়াদে "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সর্ববৃহৎ এ উন্নয়ন প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৫৩৮৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এ প্রকল্পটি দেশের ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ও উপজেলা ব্যতীত) বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালু চেইন সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজত ও বিপণন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১) উন্নত ও পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদানের মাধ্যমে খামারি/পারিবারিক পর্যায়ে পশু-পাখির উৎপাদনশীলতা কমপক্ষে ২০% বৃদ্ধি করা;

২) খামারিদের নিয়ে ৬৫০০টি প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদনকারী সংগঠন তৈরি এবং তাদেরকে পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা উন্নত করা;

৩) নীতিমালা প্রণয়ন, দক্ষতা অর্জন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪) নিরাপদ প্রাণী, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করা;

৫) প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জ্ঞান সম্প্রসারণ ও প্রাণিবীমা চালুর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ছবি: জলবায়ু সহিষ্ণু সেড।

ছবি: ইআরডি'র অতিঃ সচিব, ডেইরি আইকন খামার, সোনারগাঁও পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ:

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মপরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ও বহুমূখী। চারটি কম্পোনেন্টের আওতায় এ সকল কাজকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কম্পোনেন্ট ও সাব-কম্পোনেন্টগুলো নিম্নরূপ:

ক্রম	কম্পোনেন্ট	সাব-কম্পোনেন্ট
১.	কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	ক-১: প্রোডিউসার গ্রুপ/অর্গানাইজেশনগুলোকে সহায়তা প্রদান
		ক-২: প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
২.	কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা উন্নয়ন	খ-১: প্রোডাক্টিভ পার্টনারশীপের মাধ্যমে বাজার সংযোগ স্থাপন
		খ-২: মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ
		খ-৩: পুষ্টি বিষয়ে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি
৩.	কম্পোনেন্ট-গ: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন	গ-১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নলেজ প্লাটফর্ম স্থাপন
		গ-২: খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ
		গ-৩.১: প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমন
		গ-৩.২: আকস্মিক দুর্যোগে জরুরি প্রতিক্রিয়া
৪.	কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	ঘ-১: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

ছবি: জলবায়ু সহিষ্ণু মুরগির ঘর।

ছবি: বিশ্বব্যাংকের টিটিএল Mr. Amadou Ba এলডিডিপি কর্তৃক প্রদত্ত ভেড়ার ঘর পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ও সাব-কম্পোনেন্টগুলোর আওতায় দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের গুণগত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে। কম্পোনেন্ট ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল উল্লেখযোগ্য কাজ

- প্রকল্প এলাকায় ২৬০০০০ জন খামারি চিহ্নিতকরণ এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- খামারিদের নিয়ে নানা প্রকার ভেল্যু চেইন ভিত্তিক ৬৫০০টি প্রোডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন;
- গঠিত প্রোডিউসার গ্রুপগুলোকে ভিত্তি করে ৬৫০০টি প্রাণিসম্পদ কৃষক মাঠ স্কুল (এলএফএসএস) গঠন;
- এলএফএসএস কোর্স কারিকুলাম, সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি ও বিতরণ;
- প্রাণিসম্পদ সেবা নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪,২০০ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) নিযুক্তকরণ;
- পিজি গঠন ও মোবিলাইজেশন, ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি, কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার তৈরি এবং কর্মকর্তা, কর্মচারী ও এলএসপিদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ ব্যবসায় পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সৃজনশীল খামারিদের অন্তর্ভূক্ত করে ৪৬৬টি উপজেলায় একটি করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ (এফএমডি) নিয়ন্ত্রণ;
- ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি) নিয়ন্ত্রণ;
- গবাদিপশুর ওলানফোলা, প্রজনন ও বিপাকীয় রোগ নিরাময় কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- গাভীর কৌলিক মান উন্নয়নের জন্য ৫০টি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জাতের ডেইরি বকনা সংগ্রহ;
- ৬টি সরকারি দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামারে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- গর্ভকালীন সময়ে ও দুগ্ধদানকালে গাভী/বাছুরের পরিপূরক খাদ্যাভাস অনুশীলন;
- ৪৬৬টি উপজেলায় উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন নার্সারী স্থাপন;
- গোবর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদনে ৪৬টি খামারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ;
- উপকূলীয় এলাকায় গবাদিপশুর জন্য ২০টি স্থানে নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ; এবং
- প্রকল্প এলাকার সকল ফার্ম হাউজ হোল্ডের ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন।

উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের ফলে খামারিরা সুসংগঠিত ও দক্ষ হবে, প্রাণিসম্পদের সামগ্রিক উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, সৃজনশীল ও উন্নত পদ্ধতিতে খামার ব্যবস্থাপনার অনুশীলন হবে এবং নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। গ্রামে গ্রামে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, পশুপাখির রোগবালাই হ্রাস পাবে এবং নিরাপদ দুধ, ডিম, মাংস ও প্রাণিজাত খাদ্যপণ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এসব অর্জনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত ৬৫০০টি পিজি বা প্রোডিউসার গ্রুপ।

কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কাজ

- সুষম পশুখাদ্য তৈরির লক্ষ্যে ১০০টি ছোট আকারের কারখানায় ফিড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি স্থাপনে ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান;
- ৩৮০ জন পশুখাদ্য উৎপাদন উদ্যোক্তাকে টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) তৈরির যন্ত্রপাতি স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (ভিএমসিসি) স্থাপন;
- বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ২৩২টি ছোট আকারের দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন;
- মানসম্পন্ন ইয়োগার্ট ও মজেরেলা পনির তৈরির আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনে ১০টি বৃহৎ দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান;
- খামারিদের মাঝে ভাড়ায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ৪৩৯১ টি দুগ্ধ দোহন যন্ত্র দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারীদের মাঝে সরবরাহ;
- খামার বর্জ্য এবং গোবর থেকে বায়োগ্যাস ও জৈবসার উৎপাদন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে ১৫ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- গবাদিপশুর খাদ্য ও ফডার সংরক্ষণের জন্য ১৬টি প্লান্ট স্থাপনে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- বাজার চাহিদাভিত্তিক পশুখাদ্য ও ফডার উৎপাদনে নির্বাচিত ৩২ জন উদ্যোক্তাকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ;
- উপজেলা পর্যায়ে ১৪০টি মাংসের কাঁচা বাজার উন্নয়ন/স্লটার স্ল্যাব নির্মাণ;
- জেলা পর্যায়ে ১৮টি মানসম্মত পশু জবাইখানা নির্মাণ;
- স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ৩টি মহানগর/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ;
- অধিক দুগ্ধ উৎপাদন এলাকায় ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টারে দুগ্ধ শীতলীকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট স্থাপন;
- ২৩৮টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপজেলা প্রাণিসম্পদ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিসিএস লাইভস্টক একাডেমী (পূর্বতন অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট) এর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নতকরণ;
- সচেতনতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৩০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে দুধ খাওয়ানো কার্যক্রম পরিচালনা;
- প্রতি বছর আন্তর্জাতিক বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং জাতীয় দুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন;
- প্রকল্প এলাকায় বাৎসরিক ডেইরি আইকন নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান;
- পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গণমাধ্যমে ক্যাম্পেইন পরিচালনা;
- প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪৬৬টি উপজেলায় প্রতি বছর প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস উদযাপন; এবং
- ঢাকাস্থ সাভারে বাংলাদেশ ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর জন্য প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।

এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে, পশুখাদ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সেবা-সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, খামারিরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবেন এবং ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

কম্পোনেন্ট-গ: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়নের আওতায় উল্লেখযোগ্য কাজ

- জেলা ভেটেরিনারি হসপিটাল (ডিভিএইচ) এবং কেন্দ্রিয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (এফডিআইএল) সমূহের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ভেটেরিনারি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ১৫০টি উপজেলায় মিনি-ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন;
- ল্যাবরেটরির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১৫টি ওয়েস্ট ডিসপোজাল পিট স্থাপন;
- পশুপাখির রোগবালাই সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সফটওয়্যার তৈরি, ম্যানুয়াল প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার-প্রচারণা;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরুরি প্রাণিচিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণে ৪৬৬টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এমভিসি) কার্যক্রম চালু করা;
- লাইভস্টক ফিড সার্টিফিকেশন এবং ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি;
- ১,৭৫,৬৪০জন ডেইরি খামারিকে ডেইরি সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং তাদের লজিস্টিক ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি;
- জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নেকর্মকর্তা/পেশাজীবী/খামারি ও প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রকল্প এলাকায় এন্টি-মাক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স, মাইক্রোবিয়াল ও কেমিক্যাল সার্ভিলেন্স এবং ফুড ইন্সপেকশন মডালিটি বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্ত মানবসম্পদের উন্নয়নে নিড এ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা ও দক্ষতা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ে ১১টি কৃত্রিম প্রজনন (এআই) কেন্দ্র নতুন নির্মাণ/সংস্কার;
- ৬টি সরকারি ডেইরি খামারের সংস্কার ও প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ;
- প্রজনন, রোগ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও যুগোপযোগীকরণ;
- নিরাপদ খাদ্য, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনা;
- প্রাণিসম্পদ, প্রাণিজাত খাদ্যসামগ্রী এবং ব্যবসা সংক্রান্ত গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- প্রাণিসম্পদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ইনফরমেশন সিস্টেম (BINLI) চালুকরণ;
- প্রাণিবর্জ্য থেকে গ্রীণহাউজ গ্যাস নি:সরণের পরিমান পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দেশি-বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে প্রণিসম্পদ ও ডেইরি খাতের জন্য নলেজ প্লাটফর্ম সেক্রেটারিয়েট স্থাপন;
- দেশে ও বিদেশে ৩০টি এমএস, ১৮টি পিএইচডি ও ৩৬০টি রেসিডেন্সি কোর্স এবং ২২ টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ফুড সেফটি লিগ্যাল এনফোর্সমেন্টের জন্য গ্যাপ এনালাইসিস, নীতিমালা সংশোধন এবং ১০টি 'মাল্টি স্টেকহোল্ডার ডিসেমিনেশন' ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- ঝুঁকি প্রশমন পরিদর্শন, মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিদ্যমান ল্যাবরেটরিগুলোর মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান ২১টি ফিড ল্যাবের উন্নয়ন;
- প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রদান;

- বিভিন্ন ফুড সেফটি মোডালিটির উপর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- পাইলট আকারে প্রাণিসম্পদ বীমা প্রবর্তন কার্যক্রমের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ; এবং
- জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় খামারিদের বিশেষ সহযোগিতা প্রদান।

এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ সেবা সহজিকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নীতিমালা, আইন ও বিধি প্রণয়ন ও সংস্কার, জ্ঞান সৃষ্টি ও নতুন নতুন উদ্ভাবন, খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আকস্মিক ও আপদকালীন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হবে। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়নের নতুন ধারা সূচিত হবে।

ছবি: জেলা কৃত্রিম প্রজনন অফিস, ঠাকুরগাঁও।

ছবি: ফডার শ্রেডার মেশিন।

কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য কাজ

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) স্থাপন;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা দপ্তরে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) গঠন;
- প্রকল্প দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী, সেবা প্রদানকারী, ব্যক্তি পরামর্শক ও পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ;
- প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন এবং পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ;
- সুষ্ঠু ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- বেজলাইন সার্ভে, ডাটাবেজ তৈরি, মধ্যবর্তী প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন তৈরি;
- প্রকল্পের ওয়েবসাইট তৈরি ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভবন-২ এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
- গভার্ন্যেন্স ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট ও স্যোসাল সেফগার্ড নিশ্চিতকরণ;
- স্যোসাল মার্কেটিং ও যোগাযোগ সম্প্রসারণ;
- প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়মিত পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন; এবং
- প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম যথাসময়ে সফলভাবে বাস্তবায়ন।

প্রকল্পের অভীষ্ট ফলাফল

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লিখিত কাজগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হবে এবং সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অভিষ্ট ফলাফলগুলো নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল কার্যক্রমের অভীষ্ট ফলাফল

ক) ৬,৫০০টি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশান গঠিত হবে এবং তাদের সম্মিলিত এবং স্বতন্ত্র দক্ষতা ৫০% বৃদ্ধি পাবে;

খ) বিভিন্ন ব্যবসায়ে নতুন প্রায় ৭৯৫ জন প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে;

গ) প্রাণিসম্পদের সামগ্রিক উৎপাদন প্রতি বছর ৫-৭% বৃদ্ধি পাবে;

ঘ) লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের দক্ষতা প্রতিবছর ৫-১০% বৃদ্ধি পাবে;

ঙ) সুবিধাভোগী পরিবার/খামারে পশু-পাখির রোগবালাই প্রতিবছর ৫-১০% হ্রাস পাবে; এবং

চ) নিরাপদ দুধ ও মাংসের উৎপাদন এবং এর থেকে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের প্রাপ্যতা ১০% বৃদ্ধি পাবে।

কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা উন্নয়নে অভীষ্ট ফলাফল

ক) নতুন নতুন দুধ ও মাংসজাত খাদ্যপণ্য বাজারে প্রবেশ করবে;

খ) নির্বাচিত অঞ্চলে নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা ৫০% বৃদ্ধি পাবে;

গ) ১০০ জন পশুখাদ্য এবং ১৫ জন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে; এবং

ঘ) খামারিদের নিকট মানসম্পন্ন পশুখাদ্যের প্রাপ্যতা সহজ হবে।

ছবি: Ed Mountfield, VP, OPCS, WB শরীয়তপুর পিজি কার্যক্রম পরিদর্শন।

ছবি: পিজি গ্রুপ সদস্যদের প্রশিক্ষণ।

কম্পোনেন্ট-গ: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদনের অভীষ্ট ফলাফল

ক) খামারিদের উন্নত ভেটেরিনারি পরিষেবা প্রাপ্তি প্রতি বছর ৫% হারে বৃদ্ধি পাবে;

খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা প্রতিবছর ১০% বৃদ্ধি পাবে;

গ) প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে;

ঘ) ভ্যালু চেইন ভিত্তিক খাদ্য সুরক্ষার পরীবিক্ষণ ক্ষমতা প্রতি বছর ৫% হারে বৃদ্ধি পাবে; এবং

ঙ) দেশের গবাদিপশুর জন্য প্রাণিবীমার চালুর ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের অভীষ্ট ফলাফল

ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে স্থাপিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)-গুলো সক্রিয় হবে;

খ) নিয়মিত প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;

গ) ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রকল্পের সমস্ত কার্যক্রম যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে; এবং

ঘ) ৬,০৩৭ জন নতুন জনবল নিয়োজিত করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে পরিষেবার মান ও গতি বৃদ্ধি পাবে।

ছবি: আধুনিক গবাদিপশুর খামার।

এক কথায় বলা যায়, উল্লিখিত কম্পোনেন্টভিত্তিক অভীষ্ট লক্ষ্যগুলো অর্জনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দুধ ও মাংসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের লিংকেজ বৃদ্ধি পাবে এবং দুধ ও মাংসের প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম কুল চেইন সিস্টেমের আওতায় আসবে। পশুপাখি থেকে নির্গত ক্ষতিকর কার্বন নি:সরণ প্রায় কমে আসবে। সার্বিকভাবে প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রাণিজাত পণ্যের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনকারী ও ভোক্তার বন্ধন দৃঢ় হবে এবং বিদেশ থেকে গুড়া দুধ ও অন্যান্য প্রাণিজাত খাদ্যের আমদানি হ্রাস পাবে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নানা রকম ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ছোট-বড় খামারি থেকে শুরু করে প্রোডিউসার গ্রুপ, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি'র কেন্দ্রিয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নীতিনির্ধারক, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করার পরপরই দেশ করোনা মহামারির কবলে পড়লেও সদাশয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি দ্রুত সে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। বরং করোনা প্রাদুর্ভাকালে সবাই যখন ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, তখনো খামারিদের মাঝে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, রেন্টাল ভেইকেল সার্ভিসের মাধ্যমে দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয়ে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারি ও দেশবাসীর পাশে ছিল এলডিডিপি তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

করোনা মহামারির কারণে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হলেও মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত পাঁচ বছরে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের প্রাণিসম্পদের অগ্রযাত্রায় লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। কম্পোনেন্ট আকারে এসব অগ্রগতির চিত্র সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো।

কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

প্রোডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন:

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো প্রকল্প এলাকার ২,৬০,০০০টি খামার বা কৃষক পরিবারকে সহায়তা প্রদান। এর মধ্যে ১,৭৯,৮৯৫টি খামার নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালুচেইন ভিত্তিক মোট ৬,৫০০টি প্রোডিউসার গ্রুপ বা উৎপাদনকারী দল গঠন ও মোবিলাইজ করা। এর মধ্যে ৩৩৯২টি ডেইরি ক্যাটল (গরু/মহিষ) গ্রুপ, ৪৮৩টি ছাগল/ভেড়া প্রোডিউসার গ্রুপ, ৬৫৮টি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ গ্রুপ এবং ৯৬৭টি পারিবারিক মুরগি ও বিশেষায়িত পাখি (টার্কি, কোয়েল, কবুতর, গিনি ফাউল) পালনকারী গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত। পিজি গঠনের উদ্দেশ্য হলো গ্রুপভিত্তিক খামারিদেরকে সুসংগঠিত করে ওষুধ, টিকা, যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান, ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং উৎপাদনকারী ও ভোক্তার সম্পর্ক জোরদার করা।

প্রকল্প থেকে পিজিগুলোর অর্ন্তভু খামারিদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে, যেমন- রেজিষ্টার বই সরবরাহ করা, খামারের তথ্য-ভান্ডার উন্নয়ন, নিয়মিতকরণ এবং সদস্যদের প্রোফাইল প্রস্তুত করা। নির্বাচিত সদস্যদের খামারের প্রাণির জন্য সম্ভব সংখ্যক কৃমিনাশক ঔষধ সরবরাহ, ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান এবং খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হবে। প্রত্যেক পিজি'র অনুকূলে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। দেয়া হবে প্রযুক্তিগত জ্ঞান, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ।

অগ্রগতি:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে খামারিদের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, সেবা প্রদান ও অন্যান্য কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য জাতিসংঘের এফএও-এর সহায়তায় ইতোমধ্যে একটি প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন ও মোবিলাইজেশন গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী মোট ৫,৫৫০টি প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩,৩৯২টি (১২৬টি মহিষসহ) ডেইরি (গরু/মহিষ) প্রোডিউসার গ্রুপ, ৪৮৩টি ছাগল/ভেড়া প্রোডিউসার গ্রুপ, ৬৫৮টি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রোডিউসার গ্রুপ এবং ৯৬৭টি পারিবারিক মুরগি, হাঁস ও বিশেষায়িত পাখি প্রোডিউসার গ্রুপ রয়েছে। এসব পিজির আওতায় ইতোমধ্যে ১,০৭৮১০ জন গাভী খামারি, ৩৭২৫ জন মহিষ খামারী, ২১৬১২ জন ফ্যাটেনিং খামারি, ১২,৯৪১ জন ছাগল খামারি, ২,৬৪০ জন ভেড়া খামারি, ২৪,৭৫৪ জন দেশি মুরগি খামারি, ৬০৪১ জন হাঁস খামারি, ৪৮ জন কোয়েল পাখি খামারি এবং ৩২৪ জন কবুতর খামারি, অর্থাৎ সর্বমোট ১৭৯৮৯৫ জন খামারি সংগঠিত হয়েছেন।

ছবি: পিজি গ্রুপ সদস্যদের মাঝে উপকরণ বিতরণ।

গঠিত প্রোডিউসার গ্রুপগুলোর সবকটির ক্যারেকটারাইজেশনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর অন্তর্গত সদস্যদের জন্য পিজিভিত্তিক রেজিষ্টার বই সরবরাহ, খামারের তথ্য-ভান্ডার উন্নয়ন, নিয়মিতকরণ এবং সদস্যদের প্রোফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দেয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ। নির্বাচিত সদস্যদের খামারের প্রাণির জন্য কৃমিনাশক ঔষধ সরবরাহ, ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান এবং খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক পিজি'র অনুকূলে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে।

প্রডিউসার গ্রুপ মোবিলাইজেশনঃ

প্রডিউসার গ্রুপের গাইডলাইন অনুযায়ী এফএও-এর সহযোগিতায় পিজি মোবিলাইজেশনের উদ্দেশ্যে প্রাণিসম্পদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দেশের ৮টি বিভাগে একটি করে ওয়ার্কশপ ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী ওয়ার্কশপটি ঢাকা বিভাগে ৪ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উক্ত ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করেন। সমাপনী ওয়ার্কশপটি চট্টগ্রাম বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় ২৮ নভেম্বর তারিখে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এ সকল ওয়ার্কশপে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, এলডিডিপি এবং মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশ নেন ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

ছবি: আইএমইডি'র মহাপরিচালক কর্তৃক এলডিডিপির কার্যক্রম মনিটরিং।

ছবি: গ্রুপ মবিলাইজেশ কার্যক্রমে সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয়।

প্রোডিউসার গ্রুপের দক্ষতা উন্নয়ন:

প্রোডিউসার গ্রুপকে সার্বক্ষণিক সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিতে ৪২০০ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) নিয়োজিত করা হয়। খামারিদের প্রাণিসম্পদ লালন-পালনে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এলএসপিদের ২১ দিন মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে সকল এলএসপি'র উক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে লাইভস্টক ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট বা এলএফওদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ পেশাকে ব্যবসায় রূপান্তরে প্রোডিউসার গ্রুপের সদস্যদের ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জন ও সঠিকভাবে তা পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহার বিষয়ে ৪১,২৫০ জন খামারিকে ৩ দিনের এবং ৪২০০ জন এলএসপিকে ৭ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯৩০ জন কর্মকর্তাকে টিওটি এবং ২৭৫০ জন লীড খামারিকে নিয়ে মাষ্টার ট্রেইনার তৈরি করা হবে। ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে ইতোমধ্যেই ৮টি ব্যাচে ২০০ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে এবং ৩৬০ জন ভেটেরিনারিয়ানকে ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ ও মেটাবোলিক রোগ নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ কৃষক মাঠ স্কুল:

প্রতিটি প্রোডিউসার গ্রুপভিত্তিক একটি করে প্রাণিসম্পদ কৃষক মাঠ স্কুল (এলএফএফএস) গঠন ও এর মাধ্যমে খামারিদের উন্নত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও বিপণনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ জন্যে যথাযথ কারিকুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষক তৈরি করার সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। কৃষক মাঠ স্কুলের শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষক গ্রুপগুলো নিজেদের খামারে উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তিগত জ্ঞান চর্চায় অভ্যস্ত হবেন, তাদের দক্ষতা বাড়বে, নিজেদের সমষ্টিগত উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সক্ষম হবেন, সঠিক মূল্য পাবেন এবং মার্কেট লিংকেজ শক্তিশালী হবে।

অগ্রগতি:

ইতোমধ্যে প্রোডিউসার গ্রুপভিত্তিক ৫৫০০ টি প্রাণিসম্পদ কৃষক মাঠ স্কুল (এলএফএফএস) গঠন করা হয়েছে। জাতিসংঘের এফএও-এর কারিগরি কোর্স-কারিকুলামের প্রণয়ন করা হয়েছে । প্রতিমাসে একটি করে আগামী ২ বছরে মোট ২৪টি কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এলএসপিদের প্রশিক্ষণ চলছে। খামারিদের জন্য এ পর্যন্ত মোট ১০ টি মাঠ স্কুলগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে ।

এলএসপি নির্বাচন:

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিতে ৪২০০ জন লাই-ভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) নির্বাচন করা এবং তাদের বিভিন্ন লজিস্টিকস যেমন- বাইসাইকেল, ট্যাব, সিম কার্ড, ব্যাগ, কিট বক্স, ছাতা, থার্মোফ্লাক্স ইত্যাদি সরবরাহের সংস্থান রয়েছে। ২০১৯ এর আগস্টে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ৪২০০ জন এলএসপি নির্বাচন করা হয়েছে এবং উল্লিখিত লজিস্টিক সরবরাহ করা হয়েছে। সকল এলএসপি মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করছেন।

প্রাণিসম্পদ জরিপ:

প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের বেইজ লাইন সার্ভে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত সুফলভোগীদের বেইজ লাইন সার্ভে রিপোর্টের তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সুফলভোগী নির্বাচন, প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন, খামারি নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সহায়তা, গ্রান্ট, সাব-গ্রান্ট, ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

ছবি: প্রদর্শণী অনুষ্ঠানে এলডিডিপি'র স্টল বগুড়া।

ছবি: প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রকল্পের শুরুতে যে সকল পরিবারে প্রাণিসম্পদ রয়েছে তাদের সকলের শুমারী করা হয়। এলএসপিগণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলার সকল প্রাণিসম্পদ খামারির বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্দিষ্ট ছকে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পিএমইউতে খামারিদের হালনাগাদ ডাটা বেইজ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, পিএমইউ এবং এফএও হতে যৌথভাবে ৫,৫০০ প্রোডিউসার গ্রুপের সদস্যদের বেইজ লাইন সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রোডিউসার গ্রুপের গঠন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

খামারের ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণ:

প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এফএও-এর সহযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা এবং মাঠ পর্যায়ে সার্ভের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি ৮টি বিভাগে ভার্চুয়াল কর্মশালা, Key Informant Interview (KII), Focus Group Discussion (FGD) ইত্যাদি করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দেশব্যাপী খামারের ঝুঁকি প্রশমন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রোগ্রেসিভ রোগ নিয়ন্ত্রণ:

প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশুর কৃমি দমন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১,০০০টি জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ধারাবাহিকভাবে (প্রোগ্রেসিভ) রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ৬.১৫ লক্ষ গবাদিপশুকে এফএমডি টিকা প্রদান এবং ৩৫০টি উপজেলায় গবাদিপশুর ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ ও মেটাবোলিক রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া ২৬,০০০টি পোল্ট্রি খামারে সাধারণ রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে আধুনিক রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ইতোমধ্যে ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ ও মেটাবোলিক ডিজিজ নিয়ন্ত্রণে ট্রেনিং মেনুয়াল, বুকলেট ও ফোল্ডার তৈরি করা হয়েছে। কর্মকর্তা, সাব-টেকনিক্যাল স্টাফ ও খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ও টিকা প্রদান কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে।

(ক) কৃমিদমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং তাদের অধীনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে খামারি পর্যায়ে ঘরে ঘরে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র নিম্নরূপ। বিতরণকৃত ঔষধ ও খামারের তথ্য (খামারির পূর্ণ ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নম্বর, বিবরণসহ প্রাণীর সংখ্যা, ঔষধের মাত্রা ইত্যাদি) ওপেন সোর্স সফটওয়্যার জেমস কোবো টুলবক্স (GEMS KoBo Toolbox) এর সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়।

ছবি: আলট্রাসনোগ্রাম সেবা প্রদান।

ছবি: লাইভস্টক এক্সটেনশন পলিসি বিষয়ক কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

দেশব্যাপী প্রথম পর্যায়ে সর্বমোট ২,৭৯,০৩১টি পরিবারের ২১,৫৮,১৩১টি গবাদিপশুর জন্য মোট ৩০,০৫,০০০টি বোলাস (রেনাডেক্স, ট্রিমাসিড ও ফেনাজল) বিতরণ ও খাওয়ানো কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ৬মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত লিফলেট/ফোল্ডার বিতরণ করা হয়েছে এবং ডিওয়ার্মিং ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃমিদমন কর্মসূচীর আওতায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ ও খাওয়ানো কার্যক্রমও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২,২৯,৯৭২টি পরিবারের ১৬,০৯,৮০৫ টি গবাদিপশুকে মোট ১২,৩৮,৩১২ টি বোলাস খাওয়ানো হয়েছে। সুবিধাভোগী খামারিদের মধ্যে ৪৯% মহিলা ও ৫১% পুরুষ খামারি রয়েছেন।

৩য় পর্যায়ে মোট ৯,৩৬,৩৯৭ টি বোলাস বোলাস ও প্যারাভেট পাউডার মোট ১,৩৩,৭৭১টি পরিবারের ১২,১৭,৩১৬ টি পশুপাখীকে কৃমি মুক্তকরণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

ছবি: প্রথম পর্যায়ে কৃমি দমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চিত্র (বামে), এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃমি দমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চিত্র (ডানে)।

(খ) ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম:

গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ বাংলাদেশে ডেইরি উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। এ রোগে পশুর উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, বাছুরের মৃত্যু হয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন লাইভস্টক রিসার্স ইনস্টিটিউট (এলআরআই), মহাখালী, ঢাকা হতে এফএমডি টিকা সংগ্রহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগী খামারিদের গবাদিপশুর টিকা প্রয়োগে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

এ কার্যক্রমের আওতায় এলআরআই, মহাখালী থেকে কুলভ্যানে জেলা পর্যায়ে টিকা সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০টি জেলার ১৪৫টি উপজেলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫০,১৬২ জন সুফলভোগী খামারির ৩,৬১,৬৮১টি গবাদিপশুর টিকা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৭টি জেলা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় পুনরায় ২০টি জেলায় ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে ১,৬২৬ টি সুফলভোগী খামারির ১৩,৯৭৫টি গবাদিপশুর টিকা প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে মোট ১৭,৯৩৬০১ মাত্রার ক্ষুরা রোগের টিকা মোট ২৩,৩১,৬৮১ টি গবাদি পশু ও ছাগল ভেড়াকে প্রদান করা হয়েছে । প্রকল্প মেয়াদে ৬ মাস অন্তর অন্তর এ কার্যক্রম চলমান থাকবে । বিস্তারিত তথ্য কোবো টুলবক্সের মাধ্যমে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া কৃমিদমন এবং ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে লিফলেট তৈরি করা হয়েছে এবং প্রকল্পভূক্ত উপজেলাসমূহে খামারিদের মাঝে বিতরণ ও ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে।

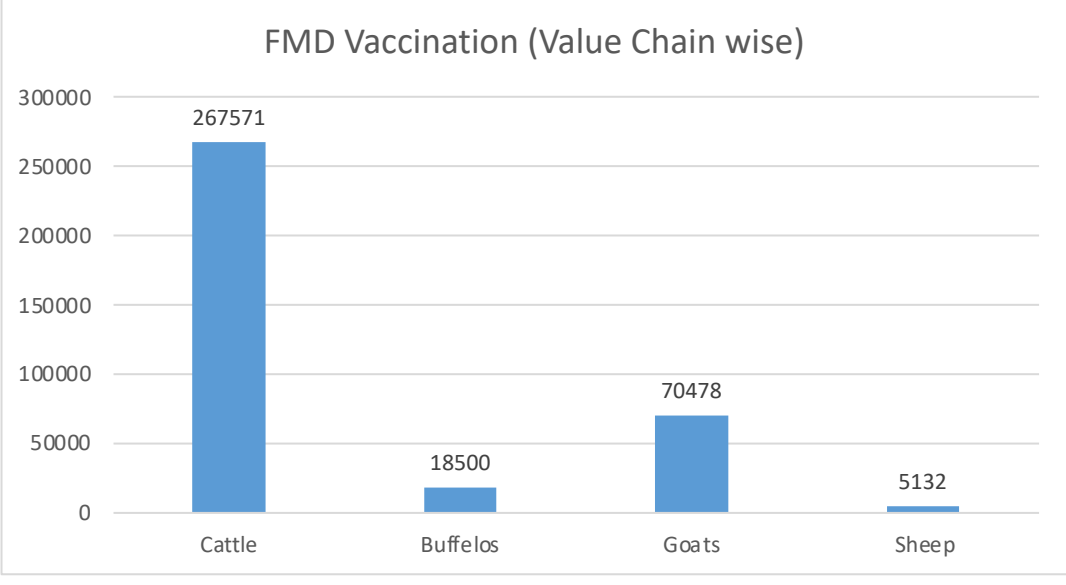

ছবি: ভেল্যু চেইনভিত্তিক রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতি।

(গ) খামারিদের হেলথ কার্ড প্রদান:

প্রকল্প হতে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণকল্পে সুফলভোগী কৃষকদের ১০,০০,০০০ গবাদিপশুর জন্য হেল্‌থ কার্ড তৈরি ও সরবরাহ করা হয়েছে। সুফলভোগীদের গবাদিপশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদানের তথ্যাদি উক্ত হেল্‌থ কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। কৃমিদমন এবং ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সভা আয়োজন এবং লিফলেট তৈরি ও খামারিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

(ঘ) পশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যানুয়াল, বুকলেট, ফেল্ডার:

খামারিদের সচেতনাতা বৃদ্ধির জন্য গবাদিপশুর কৃমিদমন বিষয়ে ৬,০০,০০০ ফোল্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিতরণ কার্যক্রম চলামান রয়েছে। ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ ও মেটাবোলিক রোগ নিয়ন্ত্রণে ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য ২,১২২টি ম্যানুয়াল, সাবটেকনিক্যাল স্টাফদের জন্য ১১,০০০টি বুকলেট এবং খামারিদের জন্য ১,০০,০০০টি ফোল্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও মোরগ-মুরগীর সাধারণ রোগ দমনের উপর খামারিদের জন্য ১,০০,০০০টি ফোল্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঙ) রোগ নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে খামারিদের প্রশিক্ষণ:

গবাদিপশুর রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কৃমি দমনের উপর ১১,৭৯০ জন, ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ ও মেটাবোলিক রোগ নিয়ন্ত্রণে ৪,৭৪০ জন এবং মোরগ-মুরগীর সাধারণ রোগ দমনের উপর ১,২২৭ জন খামারির উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

গো-খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের ঘাস চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত জাতের ঘাসের নার্সারী/প্রদর্শনী স্থাপনের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে উন্নত জাতের ঘাসের নার্সারী/প্রদর্শনী স্থাপন, কাটিং উৎপাদন, কৃষকদের মাঝে বিতরণ ও কৃষক/খামারিদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

ইতোমধ্যে ৪৬৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে উন্নত জাতের ঘাসের (নেপিয়ার, পাকচং, জাম্বু, পারা ইত্যাদি) নার্সারী/প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে এবং এসব নার্সারী হতে উৎপাদিত কাটিং আগ্রহী কৃষক ও খামারিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপজেলার খামারিদের এ ধরণের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রকল্প মেয়াদে এ কার্যক্রম চলবে।

ছবি: উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী প্লট।

ইনোভেটিভ খামারিদের বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান:

প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে ৪৪,০০০ জন ক্ষুদ্র খামারিকে গাভী, ছাগল ও ভেড়া পালন, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, বাণিজ্যিক ব্রয়লার, সোনালী মুরগি, টার্কী, কবুতর, গিনি ফাউল, কোয়েল ও হাঁস-মুরগি (মুক্ত/অর্ধমুক্ত) পালনের পরিবেশ সম্মত আদর্শ শেড এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি (যেমন - খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, ফ্লোর ম্যাট, পরিচ্ছন্নতা দ্রব্যাদি ইত্যাদি) বিনিয়োগ সহায়তা হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখির খামার তৈরির জন্য সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড, আদর্শ শেড তৈরি এবং আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি বিতরণের কৌশল সম্বলিত বিনিয়োগ সহায়তা সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা (Investment Support Guideline) প্রস্তুত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (অগ্রগতির কিছু পরিসংখ্যান প্রদান করা যেতে পারে)।

প্রদর্শনী খামার স্থাপন কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় ৪৬৬টি উপজেলায় ইনোভেটিভ খামারিদের জন্য ৪৬৬টি প্রযুক্তিনির্ভর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে। চলতি অর্থ বছরে স্থাপন করা হবে ৯০টি প্রদর্শনী খামার। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম:

গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন এবং সৃজনশীল খামারিদের মাঝে উন্নত জাতের বকনা বিতরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গো-প্রজনন খামারে ব্রিডিং ষাঁড় (Bull) ও বকনা (Heifer) উৎপাদন কর্মকান্ড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশ থেকে উন্নত (pure) জাতের ডেইরি গুনাগুণ সম্পন্ন ৪৮টি বকনা আমদানি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, ইতিমধ্যে ১২ টি বাছুর জন্ম নিয়েছে এবং ৩৬টি বকনা গর্ভবতী হয়েছে।

ছবি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারে অবস্থানরত শতভাগ উন্নত জাতের (Purebred) ৪৮টি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা।

কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা উন্নয়নে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপ গঠন:

দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত কোম্পানীর সাথে প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপ স্থাপন করে দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা এ কম্পোনেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রোডাকটিভ পার্টনার মূলত: ভ্যালুচেইনের অন্তর্ভূক্ত এ্যাক্টরগণ যাদেরকে সংযুক্ত করে পণ্যকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। এ ক্ষেত্রে ডেইরি হাব, ভিএমসিসি, মিল্ক প্রসেসিং, প্রাণিজ বর্জ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন, দুধ ও মাংসের কাঁচাবাজার উন্নয়ন, আধুনিক পশু জবাইখানা স্থাপন, দুগ্ধ শীতলীকরণ ইউনিট স্থাপন, প্রশিক্ষণ সেবা সহজিকরণ এবং পুষ্টি সম্পর্কে ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির সাথে প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপ গঠন করে প্রকল্পের এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে। এসব কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের সুবিধার্থে একটি আন্তর্জাতিক এগ্রিবিজনেস ফার্মসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ফার্মগুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কিছু অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে।

ডেইরি হাব স্থাপন:

ডেইরি হাবের ধারনাটা মূলত: দুধের একটি সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার আঙ্গিক বিবেচনা করা হয়েছে। যে সকল দুগ্ধ সমৃদ্ধ এলাকায় দুধের বাজার ব্যবস্থাপনা দুর্বল সেখানকার দুগ্ধ উৎপাদনকারীগণ যেন সঠিক মূল্যে তাদের উৎপাদিত দুধ বিক্রয় করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য ডেইরি হাব স্থাপন করা হবে। মূলত: ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে এলাকা নির্বাচন করে প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে চুক্তিভিত্তিতে ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় এসব হাব স্থাপিত হবে। প্রকল্পে মোট ২০টি ডেইরি হাব স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি হাবের সাথে গড়ে ২০টি করে ভিএমসিসি সংযুক্ত থাকবে। ম্যাচিং গ্রান্ট ম্যানুয়েল অনুসরণ করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১০ টি হাব স্থাপনে প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ হয়েছে।

ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (VMCC) স্থাপন:

ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার বা ভিএমসিসি দুধ উৎপাদনকারীদের জন্য দুধ বিক্রয়ের প্রবেশদ্বার, যেখানে তারা তাদের উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে পারবেন। সারাদেশে ৪০০টি ভিএমসিসি স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে ১৭৫টি ভিএমসিসিতে দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র বা মিল্ক কুলিং সেন্টার (MCC) চালু করা হবে। দুধ শীতলীকরণ ব্যবস্থা দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রের একটি অন্যতম স্থাপনা যার মাধ্যমে দুধ সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করে দুধকে সঠিক মানে ও নিরাপদে রাখা যাবে।

প্রতিটি ভিএমসিসির আওতায় ডেইরি খামারিরা তাদের উৎপাদিত দুধ বিক্রয় করতে পারবেন। ভিএমসিসিগুলো এমন স্থানে স্থাপিত হবে যাতে চারদিক থেকে নির্ধারিত খামারিগণ তাদের গাভীর দুধ সহজে সেখানে নিয়ে আসতে পারেন, বিশেষত: মহিলা খামারিগণ যেন সরাসরি ভিএমসিসিতে দুধ বিক্রয় করতে পারেন। ভিএমসিসিগুলো পরিচালনায় ২-৩ জন করে দক্ষ জনবল নিয়োজিত থাকবে এবং দুধের মান নির্ণয়ের জন্য দুধ পরীক্ষার যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা থাকবে, যাতে দুধ উৎপাদনকারীগণ দুধের মানের (চর্বি ও এসএনএফ-এর পরিমাণ) উপর ভিত্তি করে সঠিক মূল্য পান।

ভিএমসিসি'র মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে স্বল্প পরিশ্রমে উপযুক্ত মূল্যে দুধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে খামারিগণ তাদের ডেইরি উৎপাদন সম্প্রসারণে উদ্যোগী হবেন এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। হাবের অধিনে ভিএমসিসি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনসহ বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ হয়েছে।

ছবি: মিল্ক সেপারেটর মেশিন।

ছবি: মিল্ক অ্যানালাইজার মেশিন।

দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম:

প্রকল্পাধীন এলাকার মধ্যে যে সকল স্থানে দুগ্ধ বিক্রয়ের সুবিধা সীমিত এবং বাণিজ্যিকভাবে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না, সে সব জায়গায় বড় আকারের দুগ্ধ খামারে, ডেইরি হাবসমূহে এবং মিষ্টির দোকানে স্বল্প পরিসরে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য (স্বাদযুক্ত দুধ, ঘি, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি) তৈরি করে বাজারজাত করার সংস্থানও প্রকল্পে রয়েছে। এ ব্যবস্থায় তরল দুধে মূল্য সংযোজিত করে অধিক মূল্যে লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ:

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ/সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় পর্যায়ক্রমে ৪৬৫ জন ক্ষুদ্র খামারি/উদ্যোক্তাকে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ করে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা করা হবে। উক্ত ৪৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৩০০ জনকে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের আওতায় আনা হবে যাদের মাধ্যমে দুধ পাস্তুরিত করা এবং সুগন্ধি দুধ, ঘি, দধি ইত্যাদি তৈরি করে বাজারজাত করা হবে। অবশিষ্ট ১৬৫ জন উদ্যোক্তা দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত করে মিষ্টিজাত খাদ্যপণ্য তৈরি করার কাজে ম্যাচিং গ্রান্টের সহায়তা পাবেন। ম্যাচিং গ্রান্ট ম্যানুয়েল অনুসরণ করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯১ জন উদোক্তার সংগে সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ হয়েছে।

বৃহৎ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দুগ্ধপণ্য বহুমূখীকরণ:

একজন উদ্যোক্তার পক্ষে বৃহৎ পরিসরে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাতকরণ অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে, এমনকি এটা কারিগরি ও আর্থিকভাবে উপযোগীও হয় না। এ সকল প্রক্রিয়াজাতকারীদের বিদ্যমান সুবিধাবলী এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমে ১০টি বড় আকারের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে মানসম্পন্ন দধি (ইয়োগার্ট) ও মজেরেলা পনির ইউনিট স্থাপনে ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় সহায়তা প্রদান করা হবে। এ পর্যন্ত ১০ টি বড় আকারের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ হয়েছে।

পরিবহনযোগ্য দুগ্ধ দোহন যন্ত্র সরবরাহঃ

বর্তমানে দুগ্ধ খামারিগণ অধিক দুধ উৎপাদনশীল উন্নত জাতের গাভী পালন করছেন। তাদের পক্ষে হাত দিয়ে অধিক পরিমাণ দুগ্ধ দোহন কষ্টকর হয়ে যায়, এমনকি স্বল্প সময়ে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুগ্ধ দোহন করাও সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষাপটে স্থানীয় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারীদের মাধ্যমে খামারিদের জন্য ভাড়ায় দুগ্ধ দোহন মেশিন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির সংস্থান প্রকল্পে আছে। এ লক্ষ্যে ১,০০০টি (৬০০টি একক ইউনিটের এবং ৪০০টি দ্বৈত ইউনিটের) দুগ্ধ দোহন মেশিন ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারীদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।

অগ্রগতিঃ

ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে সরবরাহ পাওয়া যাবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিজি এর মধ্যে বিতরণ করা হবে।

ছবি: সনাতন পদ্ধতিতে দুগ্ধ দোহন (বামে), আধুনিক দুগ্ধ দোহন (ডানে)।

সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পর্যায়ে আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণঃ

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩টি এবং ২০টি জেলায় একটি করে আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ করা হবে। এসব কাজ আন্তর্জাতিক মানের ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার সংস্থান রয়েছে। এ কাজের জন্য একটি ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ৩টি মেট্রোপলিটন (খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম) এলাকায় পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। ১৮ টি জেলায় পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্বাচন, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ৯টি জেলাতে পূর্তকাজ চলমান রয়েছে। ১১টি জেলার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ০৭টি জেলার জন্য দরপত্র আহব্বান করা হয়েছে ।

উপজেলা পর্যায়ে মাংসের কাঁচা বাজার উন্নয়ন/স্লটার স্লাব নির্মাণঃ

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ১৪০টি মাংসের কাঁচা বাজার নির্মাণ বা উন্নয়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায় থেকে প্রস্তাব সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি আর্ন্তজাতিক ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় IEE Report পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাইট ভিজিট ও স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ১১০ টি মাংসের কাঁচা বাজার নির্মাণের লক্ষে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৮৫টি উপজেলাতে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১০টি উপজেলাতে কাঁচা বাজার নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তবে সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পশু জবাইখানাগুলো নির্মাণে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা যেমন- জমির প্রাপ্যতা, মালিকানা, সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থান, স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে মতপার্থক্য, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি লাভে প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রীতা এবং এক একটা জবাইখানার জন্য এক এক রকমের ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় অগ্রগতি কিছুটা শ্লথ ছিল। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে নতুন মাত্রায় দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে এ সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নির্মাণ কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে ।

উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ:

খামারিদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে ২৩৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৩৮টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

ছবি: রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের দোতালায় নবনির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বামে), নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে (ডানে)।

বিসিএস লাইভস্টক একাডেমী'র উন্নয়ন ও সংস্কার:

ঢাকার সাভারস্থ বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির অডিটোরিয়াম ও শ্রেণীকক্ষ উন্নয়ন, সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করার সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংস্কারকৃত অডিটোরিয়াম ও শ্রেণীকক্ষে প্রকল্পের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, আয়োজন করা হচ্ছে ওয়ার্কশপ ও সেমিনার।

ছবি: সাভারে অবস্থিত বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির সংস্কারকৃত অডিটোরিয়াম (বামে), ও আধুনিক শ্রেণীকক্ষ (ডানে)।

এছাড়া বিসিএস লাইভস্টক একাডেমিতে একটি বহুতল বিশিষ্ট ডরমিটরী ভবন নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ, ড্রয়িং ও ডিজাইন সম্পন্ন করে ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনান্তে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে ।

স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম:

প্রকল্প এলাকায় ভোক্তা সৃষ্টি ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাইলট আকারে ৩০০টি স্কুলে মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থান রয়েছে । স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠনে এবং দুধ চাহিদা সৃষ্টিতে এ স্কুল মিল্ক ফিডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মানসম্মতভাবে নিরাপদ দুগ্ধ সরবরাহ এবং স্কুলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ, মনিটরিং ও সমন্বয় সাধনের জন্য দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কোম্পানী, প্রাথমিক অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

অগ্রগতি: এ লক্ষ্যে উপযুক্ত দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র মাধ্যমে ৫টি দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও চুক্তি সাক্ষর করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে ৩০০ টি স্কুল নির্বাচন করা হয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ থেকে এ সকল স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রকে ২০০ মি:লি ইএইচটি মিল্ক পান করানো হচ্ছে। সাভারে অবস্থিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবের মাধ্যমে দুধের পুষ্টিগুণ ও মান নিয়মিতভাবে মনিটর ও নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে ।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং দুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন:

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী দেশের ৬১টি জেলায় প্রতি বছর ১লা জুন "বিশ্ব দুগ্ধ দিবস" এবং জুনের প্রথম সপ্তাহ "দুগ্ধ সপ্তাহ" হিসেবে উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকার ডেইরি ও ডেইরি সংশ্লিষ্ট ইনোভেটিভ খামারি ও উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে ৪০ জন 'ডেইরি আইকন' নির্বাচন করে প্রতিবছর পুরষ্কৃত করা হবে।

"বিশ্ব দুগ্ধ দিবস" এবং "দুগ্ধ সপ্তাহ" উদযাপন সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে ২০২১ সালের ১লা জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং ১লা জুন থেকে ৭ই জুন দুগ্ধ সপ্তাহ প্রকল্পাধীন ৬১টি জেলা ও ৪৬৬টি উপজেলায় একযোগে উদযাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রিয়ভাবে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাকজমকপূর্ণভাবে ১লা জুন 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২১' এবং 'দুগ্ধ সপ্তাহ-২০২১' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং হোটেল সোনারগাঁওয়ে ৭ই জুন দুগ্ধ সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে এবং সচিব মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: স্কুল মিল্ক কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

ছবি: বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২৩ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

অনুরুপভাবে ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের ১ জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং ১লা জুন থেকে ৭ই জুন দুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ইলেকট্রোনিক প্রচার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর উপস্থিতিতে বিশেষজ্ঞগণ দেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের সার্বিক অবস্থা, পুষ্টির চাহিদা মেটাতে দুধের অবদান, দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নানাবিধ কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করেন।

দুগ্ধ সপ্তাহের ৭ দিনব্যাপী কর্মসূচির আওতায় -

- ২রা জুন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোর মাধ্যমে দুগ্ধপণ্যকে সহজলভ্য ও অধিক গ্রহণযোগ্য করার জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধপণ্য বহুমূখীকরণের পরামর্শ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়;
- ৩রা জুন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোর মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত উন্নতমানের প্রাণিসম্পদকে পরিচিতিকরণ এবং লালন-পালনে উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়;
- ৫ই জুন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী হয়। এতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনসহ সর্বস্তরে জনগণের সম্পৃক্ততায় ব্যাপক সাড়া জাগে এবং খামারিরা অনুপ্রাণিত হয়;
- ৬ই জুন রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরামর্শ প্রদানের জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে বিনামূল্যে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ ও টিকা প্রদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়; এবং
- ৭ই জুন সপ্তাহব্যাপী দুগ্ধ সপ্তাহ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী:

প্রকল্প হতে ৪৬৬টি উপজেলায় প্রতিবছর প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণ ও খামারিগণ দেশে সৃষ্ট সংকর/উন্নত জাতের গবাদিপশু প্রত্যক্ষ করা, আধুনিক প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার ও ফলাফল এবং উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং উন্নত জাতের গবাদিপশু লালন পালনে আগ্রহী হবেন।

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২১:

এ কার্যক্রমের আওতায় ৫ জুন ২০২১ তারিখে প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৬১টি জেলার মধ্যে ৫৮টি জেলার সকল উপজেলায় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ আয়োজন করা হয়। করোনা পরিস্থিতির বাস্তবতায় সীমান্তবর্তী ৩টি জেলায় এ প্রদর্শনী পরবর্তীতে আয়োজন করা হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মাননীয় সংসদ সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপজেলা পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীগুলো উদ্বোধন, ষ্টল পরিদর্শন ও পুরষ্কার বিতরণ করেন।

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২১ উপলক্ষ্যে সারাদেশে ষ্টল স্থাপিত হয়। ষ্টলগুলোতে উন্নত জাতের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, পোষা প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও খাদ্য, পশুখাদ্য, ভেটেরিনারি প্রোডাক্টস, বিভিন্ন ধরনের প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ এর তথ্য, চিত্র ও সংবাদ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেট্রোনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।

ছবি: ঢাকায় কেন্দ্রিয়ভাবে (বামে), এবং ডানে উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ এর উদ্বোধন।

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২২:

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এ বছরও উক্ত প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী আয়োজিত এবারের প্রদর্শনীতে উন্নত জাতের এবং অধিক উৎপাদনশীল গবাদিপশুসহ বিভিন্ন প্রাণী তথা গাভী, বাছুর, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস, দুম্বা, কবুতর ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। এছাড়া প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, ঔষধ, টিকা, প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ সরঞ্জাম, মোড়কসহ পণ্য বাজারজাতকরণের স্টলও স্থাপন করা হয়।

রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরস্থ পুরাতন বাণিজ্য মেলা মাঠে কেন্দ্রিয়ভাবে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. আব্দুর রহিম।

ছবি: কেন্দ্রিয়ভাবে ঢাকায় আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (বামে), প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এ বিচারক প্যানেলের সামনে র‌্যাম্পের উপর দিয়ে গবাদিপশুর হেঁটে যাওয়া (ডানে)।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রিয় প্রদর্শনীতে ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু চেইন ভিত্তিক ১১০টি স্টল স্থাপিত হয়। বিচারক প্যানেলের সামনে র‌্যাম্পের উপর দিয়ে গবাদিপশুর হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য ছিল দেখার মতো। গুণ, মান, জাত, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, আকার, অবদান, নিরাপদতা, কর্মসংস্থান, বাজারজাতকরণ, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রভাবসহ সার্বিক বিবেচনায় ১১টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩১টি স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়।

ছবি: প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর কেন্দ্রিয় ভেন্যু, আগারগাঁও, ঢাকা (বামে), উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এ পুরস্কার বিতরণ (ডানে)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর-সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ খাতের বিজ্ঞানী-গবেষক, উদ্যোক্তা ও খামারিগণ এবং অসংখ্য দর্শক দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: ঢাকার বাইরে দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২: রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা (বামে), এবং বগুড়ার নওগাঁ উপজেলা (ডানে)।

উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত প্রদর্শনীগুলোতেও ছিল বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক স্টল এবং সর্বস্তরের উৎসুক দর্শনার্থীর উপচে পড়া ভিড়। আঞ্চলিক ও জাতীয় গণমাধ্যমগুলো প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ তুলে ধরে।

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৩:

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এ বছরও উক্ত প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। ২৮ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে দেশব্যাপী আয়োজিত এবারের প্রদর্শনীতে উন্নত জাতের এবং অধিক উৎপাদনশীল গবাদিপশুসহ বিভিন্ন প্রাণী তথা গাভী, বাছুর, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস, দুম্বা, কবুতর ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। এছাড়া প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, ঔষধ, টিকা, প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ সরঞ্জাম, মোড়কসহ পণ্য বাজারজাতকরণের স্টলও স্থাপন করা হয়।

রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরস্থ পুরাতন বাণিজ্য মেলা মাঠে কেন্দ্রিয়ভাবে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সমন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশিদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ এমদাদুল হক তালুকদার এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. আব্দুর রহিম।

ছবি: কেন্দ্রিয়ভাবে ঢাকায় আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

কম্পোনেন্ট-গ: প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু কার্যক্রমের মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এমভিসি) চালু করা:

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খামারিদের দোরগোড়ায় ভেটেরিনারি সেবা ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এলডিডিপি'র আওতায় ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বা এমভিসি চালু করার সংস্থান ছিল। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ৪৭৫টি মোবাইল ভেটেরিনারিক ক্লিনিক ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। এই এমভিসি'র মূল উদ্দেশ্য হলো দ্রুততম সময়ে খামারীদের দোরগোড়ায় জরুরি প্রাণিচিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া।

মানুষ অসুস্থ হলে যেমন এ্যাম্বুলেন্স লাগে, তেমনি পশুপাখির জন্য এই ভ্রাম্যমান প্রাণিচিকিৎসা ক্লিনিক। তবে মানুষকে সহজে বহন করে হাসপাতালে নেয়া যায়, কিন্তু অসুস্থ এবং বৃহৎ আকারের গবাদিপশুকে বহন করা দুরূহ কাজ। সেক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান প্রাণিচিকিৎসা ক্লিনিকে চেপে ডাক্তার ও চিকিৎসা যাবে রোগী তথা অসুস্থ প্রাণীর কাছে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যেন তৃষ্ণার্ত নয়, নদীই যাবে তৃষ্ণার্তের কাছে।

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকগুলো দেখতে অনেকটা সাদা রঙের জিপ গাড়ি বা ডাবল ক্যাবিন পিকআপের মতো। এর সামনের অংশ চিকিৎসক ও তার সহকারির বসার জন্য এবং পেছনের অংশ অত্যাবশ্যক চিকিৎসা সামগ্রী, ওষুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বহন করার জন্য।

ছবি: প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরুরি প্রাণিচিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো চালু হওয়া মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক।

এমভিসিগুলো জরুরি চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের টিকা ও ওষুধ প্রদানের কাজেও ব্যবহৃত হবে। প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন ভ্যালু চেইনের খামারিদের নিয়ে গঠিত প্রোডিউসার গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা, তাদের সভায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজেও এ ক্লিনিকগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এমভিসি'র মাধ্যমে একদিকে যেমন দ্রুত চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো যাবে, তেমনি আবার একসাথে অধিক সংখ্যক খামারি/খামার/প্রাণীর সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা যাবে। এর ফলে ভুল চিকিৎসা বা বিনা চিকিৎসায় গবাদিপশু মারা যাবার ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে। দেশে উন্নত জাতের গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, কবুতর, টার্কি ইত্যাদির চাষ বৃদ্ধি পাবে। খামার ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন পশুখাদ্য ব্যবহার, বিজ্ঞানসম্মত পশু পরিচর্যা, আধুনিক চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। এমনকি বাজারজাতকরণ ও বাজার চাহিদা বৃদ্ধিতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে এ ক্লিনিক ভ্যানে করে গ্রামগঞ্জ পরিদর্শনের সময় কোবো টুল বক্সের সাহায্যে গড়ে তোলা হবে প্রাণিসম্পদের তথ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ডাটাবেজ যা পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রয়োজনে, বিশেষ করে বিদেশে প্রাণিজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানিসহ নানা কাজে সহায়ক হবে।

"শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণীর পাশে ডাক্তার" এই স্লোগানকে ধারণ করে প্রথম পর্যায়ে ৬১টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রস্তুত ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের মাঝে ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রাঙ্গন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকায় একটি এমভিসি বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ২০২৪ সালে "প্রাণীর সেবা দ্বারে আনে, মোবাইল ক্লিনিকের অবদানে" স্লোগানের মাধ্যমে প্রত্যেক খামারী দ্বারে দ্বারে এই মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান চলমান রয়েছে।

ছবি: মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী (বামে), মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের চাবি হস্তান্তর (ডানে)।

বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো চালু হওয়া এ মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সেবা ও যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়। সেই সাথে এমভিসির নানা দিক তুলে ধরে একটি পূর্ণাঙ্গ অডিও-ভিজুয়াল ডকুমেন্টারীও তৈরি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১৫টি এমভিসি ক্রয় করে আওতাভুক্ত অবশিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোতে দ্রুত বিতরণ করা হবে।

সরকারী ডেইরি খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন:

রাজশাহী, বগুড়া, বরিশাল, সিলেট, ফরিদপুর এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের ৬টি ডেইরি খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ৬টি ডেইরি খামারের সংস্কার কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে।

ছবি: ওয়েট মার্কেট।

ছবি: ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ক্যাটেল শেড।

উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন:

ভেটেরিনারি সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ১৫০ টি উপজেলায় মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে ডায়াগনোস্টিক ল্যাবের যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিধি ও ডায়াগনোস্টিক কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। এ ছাড়া ল্যাবের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংগ্রহে ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ল্যাব স্থাপনের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

ফুড সেফটি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

দেশ আজ প্রাণিজাত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে। কিন্তু নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিতে এখনো আমরা পিছিয়ে আছি। এলডিডিপি'র মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, ভ্যালু চেইন পরিদর্শন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইনের ঘাটতি বিশ্লেষণ; বৃহৎ পরিসরে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন এবং বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন; খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থার বেজলাইন ডেটা তৈরি, খাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রদান; সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন উপায়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি প্রদর্শন; খাদ্যের মাইক্রোবিয়াল, রাসায়নিক এবং অবশিষ্টাংশের প্রতি নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ জোরদারকরণ; প্রাণিজ উৎসের খাদ্যমান মূল্যায়ন পরিদর্শন কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা; এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স নজরদারি, ঝুঁকি প্রশমন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

এ কার্যক্রমের আওতায় এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিষয়গুলো হচ্ছে -

- ডেইরি ভ্যালু চেইন ভিত্তিক খামারিদের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে একটি সুনির্দিষ্ট ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরি এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের (মাংস প্রক্রিয়াকরণকারী) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম চর্চাকরণ বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো হলো - ক) ডেইরি খামার উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল, খ) গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল, গ) ভেড়া ও ছাগলের খামার উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল এবং ঘ) মাংসভিত্তিক পোল্ট্রি খামার উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম চর্চাকরণ সংক্রান্ত ৪টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- কোয়ালিটি ফুড সেফটি এ্যসুরেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট এর উপর গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) এর উপর গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;
- পরামর্শ সহায়তা প্রদানের জন্য United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) কে নিয়োজিত করা হয়েছে।

যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সরবরাহ:

প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ফুড সেফটি সংশ্লিষ্ট ল্যাবের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সরবরাহের সংস্থান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিএলআরআই-এর ফুড সেফটি ল্যাবের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়েছে যা প্রাণিজাত খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এন্ট্রিমাইক্রোবিয়াল রেজিট্যান্স সার্ভিল্যান্স, রিস্ক মিটিগেশন এবং মনিটরিং অব মাইক্রোবিয়াল কেমিক্যাল এন্ড রেসিডুয়াল হ্যাজার্ডস নির্ণয়ের জন্য জাতিসংঘের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইউনিডো)-কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান আইন কানুনের গ্যাপ বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় সংশোধন, নিরাপদ খাদ্যের বেইজলাইন ডাটা সংগ্রহ, প্রাণিজ উৎসের খাদ্য পরিদর্শন কর্মসূচি প্রতিষ্ঠাকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু করেছে। ইউনিডোর উদ্যোগে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং ফুড সেফটি বিষয়ে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বেশ কয়েকটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ উঠে এসেছে।

ছবি: জাতিসংঘের ইউনিডো'র উদ্যোগে এএমআর ও ফুড সেফটি বিষয়ে ঢাকার লংবিচ হোটেলে (বামে), এবং প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত কর্মশালা (ডানে)।

প্রাণিসম্পদ বীমা চালুর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ:

এলডিডিপি'র মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত প্রাণিসম্পদ বীমা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যথা- নীতিমালা প্রণয়ন, অনলাইন ডাটাবেইজ সিস্টেম ডিজাইন এবং প্রাণী নিবন্ধন, শনাক্তকরণ, প্রাক-পরিদর্শন, টিকা প্রদান, রোগবালাই, চিকিৎসা, মৃত্যু, উৎস অনুসন্ধান (ট্রেসিবিলিটি) ইত্যাদির একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হবে। প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে একটি আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করেছে এবং প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে Inception Report প্রদান করেছে। রিপোর্টটির ওপর গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ভেলিডেশন কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

ছবি: BINLI Inception কর্মশালা।

এনভায়রনমেন্ট ও স্যোশাল সেফগার্ড কার্যক্রম:

প্রকল্পের এনভায়রনমেন্টাল এন্ড স্যোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন কম্পোনেন্টের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীদার এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা, তদারকি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এমনকি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে সংস্লিষ্ট সকলকে বিস্তারিত অবহিত ও সচেতন করা; প্রকল্পের আওতায় খামার স্থাপন, পশু জবাইখানা নির্মাণ এবং মাংসের কাঁচা বাজার স্থাপনে পরিবেশ ও সামাজিক সম্ভাব্যতা ও উপযোগিতা মুল্যায়ন করা; এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া উন্নতকরণ এবং বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism) উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার দায়বদ্ধতা রয়েছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ সেক্টরের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাসে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম, যথা - বায়ো-গ্যাস প্লান্ট স্থাপন, নবায়নযোগ্য জ্বালানী তৈরি, বায়ো-ফার্টিলাইজার উৎপাদন ইত্যাদি এলডিডিপি'র গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত 'এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ESIA)' পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পের আওতায় এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা হচ্ছে -

- প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সাধারণ জনগণসহ কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে একটি 'পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নির্দেশিকা' (Guidelines for Environment and Social Safeguards) প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত, সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি ও প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ সেক্টরে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ছক প্রস্তুত করে কেন্দ্রিয় ডাটাবেজ (CPMIS) এর সাথে সমন্বয় করা হয়েছে;
- আধুনিক পশু জবাইখানা স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত ও সম্ভাব্য স্থানসমূহের বিস্তারিত পরিবেশ ও সামাজিক সম্ভাব্যতা ও উপযোগিতা মুল্যায়নের জন্য প্রণিত ছকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত: তা চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পশু জবাইখানা এবং মাংস বিক্রয়ের স্থান নির্মাণ/সংস্কার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- জেলা পর্যায়ে ১৭টি পশু জবাইখানার এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করে ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্ট এক্সামিনেশন (আইইই) প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ২০২১ এর ডিসেম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মেট্রোপলিটন পর্যায়ে দুইটি আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্ট এক্সামিনেশন (আইইই) প্রতিবেদন প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় একটি বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism) প্রণয়ন করা হয়েছে;
- জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দদের বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার চেয়ে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ফরম ও নিবন্ধন বই চূড়ান্ত করত: নিয়মিত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়সমূহে সংশ্লিষ্ট ফরম ও নিবন্ধন বহি (রেজিষ্টার) সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; এবং
- ESIA-এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম আরম্ভ করেছে।

স্যোশাল ও জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম:

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সকল কর্মকান্ডে জেন্ডারভিত্তিক অসমতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে "স্যোশাল ও জেন্ডার উন্নয়ন" বিষয়টি বিশেষভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা সকল কম্পোনেন্টের অধীনে জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে জড়িত নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনবে। সেই সাথে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রেও মূখ্য ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটির প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের সক্রিয় অন্তর্ভূক্তি রয়েছে ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের সকল কাজে জড়িত নারীদের সিদ্ধান্ত নেয়ার জায়গায় যে দুর্বলতা বা সুযোগের অভাব রয়েছে তা কমিয়ে আনতে হবে। এর ফলে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পাবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সমান অংশগ্রহণের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মোট সুফলভোগীর অর্ধেক (৫০%) নারী সদস্য রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে নারী উদ্যোক্তা, দুগ্ধ উৎপাদক দল/কৃষক মাঠ স্কুল দল, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণকারী, সোনালী মুরগি পালনকারী, ছাগল/ভেড়া পালনকারী এবং দেশি মুরগি পালনকারী। এছাড়াও প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে অনগ্রসর যুবসমাজ, অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষ বা প্রতিবন্ধীদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে।

প্রকল্পের কার্যক্রমে জেন্ডারের সমতা বিধানে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো- নারীদের সম্পদে মালিকানা, ক্রয়-বিক্রয়, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মার্কেটে প্রবেশাধিকার, সেবা, প্রযুক্তি, আর্থিক সুবিধাদিতে যুতসই প্রবেশাধিকার; কমিউনিটিতে অন্তর্ভূক্তি এবং অন্যান্য প্রোডিউসার গ্রুপে অংশগ্রহণ ও সকল কাজে সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা অর্জন; আইনগত (বৈধ) ও আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা এবং কারিগরী সহায়তা সমভাবে প্রাপ্তির সুযোগ ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্টে নারীর অংশগ্রহণ, ভূমিকা ও সামাজিক কাজে অন্তর্ভূক্তি চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

জেন্ডার মেইনষ্ট্রিমিংয়ের পাশাপাশি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাপনা, নারীবান্ধব সুবিধাদি প্রদান, প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, কর্মী, শ্রমিক এবং সর্বোপরি সকলের জন্য কর্মোপযোগী পরিবেশ তৈরির নিশ্চয়তা প্রদানে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট শুরু থেকেই বদ্ধপরিকর। প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কার্যক্রমের অগ্রগতি -

- প্রকল্প দলিল অনুযায়ী জেন্ডার এ্যাকশন প্লান তৈরি করা হয়েছে;
- জেন্ডার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে (রোলআউট ট্রেনিংসহ);
- সামাজিক কার্যক্রমে জেন্ডারভিত্তিক "অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল" এবং 'জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা'র বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্টিংয়ের ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে;
- স্যোশাল ও জেন্ডার ইস্যুর আলোকে বিস্তারিত "বেইজলাইন সার্ভে প্রশ্নপত্র" ও রেজাল্ট বেইজড মনিটরিংয়ের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে;

ছবি: প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত নারী সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ।

'অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল' (GRM) ও 'জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা' (GBV) বিষয়ে উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও পরিচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ ও রিপোর্টিংয়ের জন্য 'সোশ্যাল ও জেন্ডার' সংশ্লিষ্ট মনিটরিং ফরমেট তৈরি করা হয়েছে; এবং
- ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্লান কার্যক্রমের আওতায় প্রণোদনাপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের জেন্ডারভিত্তিক 'কেইস ষ্টাডি' প্রণয়ন করা হয়েছে।

এক নজরে এলডিডিপিতে নারীর সম্পৃক্ততা:

ক্ষেত্র	মোট	নারী	নারী সম্পৃক্তার হার
ক) ষ্টাফিং			
১) পিএমইউ	৪৩	১২	২৮%
২) এলইও	৪৬৫	১৪৯	৩২%
৩) এলএফএ	৯৩০	৩০৫	৩৩%
৪) এলএসপি	৪২০০	১৪২৫	৩৪%
৫) প্রতিবন্ধী সাপোর্ট স্টাফ	০১	-	-
খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ			
১) অফিসার	১৭১০	৩৫০	২০.৪৬%
২) ফিল্ড ষ্টাফ	২৩৬২	২৭৭	১২%
৩) এলএসপি	১৩২০	৩১৭	২৪%
৪) জিআরএম প্রশিক্ষণ (ভার্চুয়াল)	৫৯	২	১.৬৯%
৫) জেন্ডার প্রশিক্ষণ (ভার্চুয়াল)	২০	৯	৪৫%
গ) ডিওয়ার্মিং প্রোগ্রাম (পরিবার)	২৭৮৭৭১	১১৩৩৯৩	৪০.৬৭%
ঘ) সিইআরসি (জরুরি প্রণোদনা)	৪০১৯৬৭	৬৮১৫৩	১৭%

বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism):

এলডিডিপি প্রকল্পে বিরোধ/অভিযোগ বলতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে যে কোন সমস্যা, উদ্বেগ, জটিলতা বা দাবিকে বুঝায় যা কোন ঝুঁকিগ্রস্থ এবং প্রাণিসম্পদ নির্ভর জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তি হতে আসতে পারে। বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তির সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগ্রস্থ ও প্রাণিসম্পদ নির্ভর জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তির সহজে বোধগম্য ভাষা এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রকল্পের সকল পর্যায়ে বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।

উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটগুলোতে বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকারে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটিগুলোকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব কমিটি নিয়মিত কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে।

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ:

দেশের অভ্যন্তরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও প্রকল্পের প্রায় ২০০০ জন কর্মকর্তা, ৩০০০ জন কর্মচারী, ৪২০০ জন এলএসপি, ১৪৪০০জন মাংস প্রক্রিয়াকারী ও ২৬০০০০ জন সুবিধাভোগী খামারিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৫০০ জন স্কুল শিক্ষক ও অবিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩৪ ধরণের বিভিন্ন মেয়াদের দেশের অভ্যান্তরে প্রশিক্ষণের সংস্থান প্রকল্পে রাখা হয়েছে। এছাড়া 'ফুড সেফটি হ্যাজার্ড আইডেন্টিফিকেশন' এর উপর ৩০০ জন কর্মকর্তার স্বল্পকালীন ০৭ দিন মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে।

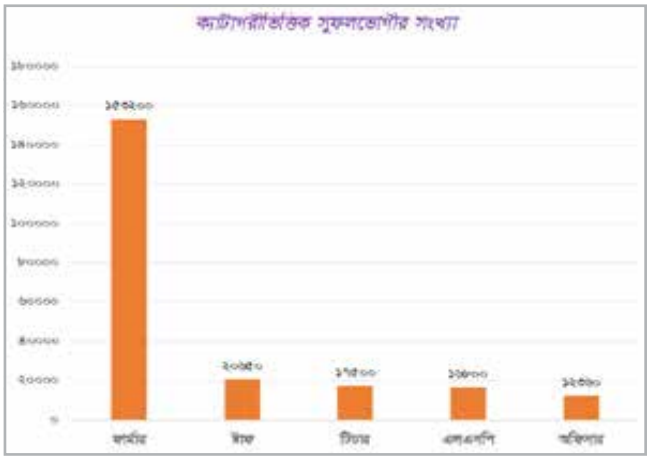

ছবি: দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অগ্রগতি:

প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ২টি, কর্মচারীদের ১টি এবং এলএসপিদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে আগষ্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে পূর্বে স্থগিতকৃত ৪টি প্রশিক্ষণ পুনরায় চালু করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে ভেটেরিনারিয়ানদের প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২১ এর মার্চে আবার কোভিড-১৯ পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে এপ্রিল ২০২১ হতে চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুনরায় স্থগিত করা হয়। পরবর্তিতে কোভিড পরিস্থিতির আবার উন্নতি হওয়ায় জুন ২০২১ হতে পুনরায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো চালু করা হয়।

ছবি: প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: আব্দুর রহিম এলএসপিদের পঞ্চম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপণী অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরণ করেন (বামে), এবং প্রকল্পের সিটিসি ড. মো: গোলাম রব্বানী এলএসপিদের প্রশিক্ষণে বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন (ডানে)।

নিম্নের সারণীতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অগ্রগতির তথ্য উল্লেখ করা হলো।

(ক) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি (জন)	নারী (জন)
১	এলএফএফএস ও অন্যান্য সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)	৯২৫	৮৭৫	১৫৪
২	ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)	৯২৫	২০০	৪৪
৩	গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭২০	৬৯৫	১৩৬
৪	এএমআর এন্ড সার্ভিলেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫০০	১৮২৫	৪০০
৫	হার্ড প্রোডাকশান এন্ড হেলথ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০০	১১১০	২৪৯
৬	ফুড সেফটি হ্যাজার্ড আইডেন্টিফিকেশন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	২০০	১৯৭	৪৮
৭	ফুড সেফটি মোডালিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০০	১৮০	১১
	মোট	৫৬৭০	৫০৮২	১০৪২

(খ) ষ্টাফ প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি (জন)	নারী (জন)
১	এলএফএফএস ও অন্যান্য সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)	৯৫০	৯০০	১১৫
২	গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭২০	৭২০	৮৫
৩	ডিএলএস সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০০০	৩২৬২	২৭১
৪	ডিএলএস কর্মচারীদের অফিস ডেকোরাম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭২০	৭২০	২৪
৫	ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ			
৬	জেন্ডার সমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ			
	মোট	**৫৩৯০**	**৫৬০২**	**৪৯৫**

গ) এলএসপি প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি (জন)	নারী (জন)
১	এলএসপিদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	৪২০০	৪০৮০	১২১০
২	এলএফএফএস ও অন্যান্য সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	৪২০০	৪১০০	১৪৯৭
৩	ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪২০০	৪১১০	১৪৫৯
৪	জেন্ডার সমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪২০০	৪১৬১	২১৬৭
	মোট	**১২৬০০**	**১৬৪৫১**	**৬৩৩৩**

ঘ) খামারী প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি (জন)	নারী (জন)
১	ম্যানেজমেন্ট অব ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড মেটাবোলিক ডিজিজেস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১৭০০	১১৭০০	৩৮৯৪
২	হাঁস-মুরগির সাধারণ রোগ বালাই প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫২৫০	৫২৫০	৩২২৮
৩	গবাদিপশুর কৃমি দমন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৮৩০০	৪৮৩০০	১৫৩৪৪
৪	ডেইরি খামার ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ প্রদর্শণ	৩৭২৮০	৩৭২৮০	১০৫৪০
৫	ছাগল-ভেড়া খামার ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ প্রদর্শণ	১৮৪৬০	১৮৪৬০	১৫৬০৯
৬	গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ প্রদর্শণ	১৮৪৬০	১৮৪৬০	৮৪৬০
৭	পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ প্রদর্শণ	১৮৪৬০	১৮৪৬০	১৮৪৬০
৮	লীড খামারীদের পিজি ও এফএফএস পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩৯০৩	১১০২৫	৪৫৫৮
৯	ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক খামারী প্রশিক্ষণ	১৮০০০০	৩৭২৬১	২০৪৯৩
	মোট	**৩৫১৮১৩**	**২০৬১৯৬**	**১০০৫৮৬**

ঘ) অন্যান্য প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি (জন)	নারী (জন)
১	ফুড সেফটি হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক মাংস প্রক্রিয়াকরণকারীদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	১৩৯৮০	১৩৯৮০	০
২	পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক স্কুল শিক্ষক ও অবিভাবক প্রশিক্ষণ	৭৫০০	৭২৭৫	৭৮০
	মোট	**২১৪৮০**	**২১২৫৫**	**৭৮০**

লাইভস্টক ফার্মাস ফিল্ড স্কুল (এলএফএফএস) স্থাপন ও পরিচালনা:

পিজি (প্রোডিউসার গ্রুপ) খামারিদের উন্নত প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষণ ও অনুশীলনের লক্ষ্যে প্রতিটি পিজিতে ১টি করে মোট ৬৫০০টি লাইভস্টক ফার্মাস ফিল্ড স্কুল (এলএফএফএস) স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৫৫০০টি এলএফএফএস স্থাপন ও পরিচালনা করা হয়েছে। এলএফএফএস পরিচালনার জন্য এফএও একটি সহজ, পরিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট এলএফএফএস পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেছে। পাঠ্যক্রমটিতে ৬টি প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত মডিউল (অধ্যায়) ও সেশন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভ্যালুচেইনগুলির মধ্যে রয়েছে: ডেইরি ভ্যালু চেইন, বীফ ভ্যালু চেইন, ছাগল-ভেড়া ভ্যালু চেইন, দেশি মুরগি ভ্যালু চেইন, দেশি হাঁস ভ্যাল চেইন এবং বিশেষায়িত গৃহপালিত পাখি (কবুতর, কোয়েল, তিতির, টার্কি) ভ্যালু চেইন। এলএফএফএস উৎপাদনকারী দলের (পিজি) খামারিদের একত্রিত করে এবং তাদেরকে হাতে কলমে ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করবে যা গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

এলএফএফএস পাঠ্যক্রমের আলোকে মোট ২৪টি এলএফএফএস দিবস নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি মাসে একটি করে এলএফএফএস দিবস অনুষ্ঠিত হবে। এলএফএফএস কার্যক্রম জানুয়ারী,২০২৩ থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর,২০২৪ পর্যন্ত চলমান থাকবে। ডিসেম্বর, ২৩ পর্যন্ত ৫৫০০টি পিজিতে মোট ১২টি এলএফএফএস দিবসে ৬টি ভ্যালু চেইন-এ মোট ৭২ টি সাধারণ সেশন এবং ১২২টি কারিগরী সেশন পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

ক্রম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণার্থী ক্যাটাগরি	মন্তব্য
১	বিসিএস লাইভস্টক একাডেমী, সাভার, ঢাকা	কর্মকর্তা	আবাসিক
২	ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ	ফিল্ড ষ্টাফ	
৩	ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, আলমডাংগা, চুয়াডাংগা	লীড খামারী	
৪	ইন্সটিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজী, গাইবান্ধা	ষ্টাফ/এলএসপি/ লীড খামারী	
৫	সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, ঝিনাইদহ	কর্মকর্তা	
৬	গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ	কর্মকর্তা	
৭	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	কর্মকর্তা/ষ্টাফ/এলএসপি	
৮	বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, কুমিল্লা	এলএসপি/ লীড খামারী	
৯	কেন্দ্রীয় বানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সাভার	এলএসপি/ লীড খামারী	
১০	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	এলএসপি/ লীড খামারী	
১১	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া	এলএসপি	
১২	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	এলএসপি	
১৩	শেখ কামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টুংগিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এলএসপি/ষ্টাফ	
১৪	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	এলএসপি	
১৫	বঙ্গবন্ধু একাডেমী ফর পোভার্টি এলিভিয়েশান এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	এলএসপি	
১৬	গাজীপুর ন্যাশনাল লাইভস্টক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, গাজীপুর	ফিল্ড ষ্টাফ	
১৭	টিএমএসএস	এলএসপি/লীড খামারী	
১৮	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	ষ্টাফ	
১৯	ব্রাক লার্নিং সেন্টার	ষ্টাফ	
২০	এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ	ষ্টাফ	

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মডিউল, ম্যানুয়াল ও সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়নঃ

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ মডিউল, ম্যানুয়াল, বুকলেট, লিফলেট ও ডকুমেন্টগুলি তৈরি করা হয়েছে।

১. লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ মডিউল
২. ডিএলএস সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
৩. কর্মকর্তাদের জন্য ডেইরি প্রাণীর উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
৪. কর্মকর্তাদের জন্য এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স ও সার্ভিলেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
৫. মাংস প্রক্রিয়াকরণকারীদের জন্য ফুড সেফটি হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
৬. কর্মকর্তাদের জন্য ফুড সেফটি হ্যাজার্ড আইডেন্টিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৭. কর্মকর্তাদের জন্য ফুড সেফটি মোডালিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৮. কর্মকর্তাদের জন্য ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৯. কর্মকর্তাদের জন্য এফএফএস ও অন্যান্য সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
১০. এলডিডিপি'র কৃষকদের জন্য 'ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
১১. এলডিডিপি'র এলএসপিদের জন্য 'ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
১২. খামারীদের জন্য ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক
১৩. কর্মকর্তাদের জন্য ''ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক রোগ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
১৪. সাব-টেকনিক্যাল স্টাফদের জন্য ''ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক রোগ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ বুকলেট
১৫. কর্মচারীদের জন্য ''অফিস ডেকোরাম'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
১৬. এলএসপিদের জন্য এফএফএস ও অন্যান্য সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
১৭. খামারিদের জন্য ''নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম খামার ব্যবস্থাপনা'' বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ মডিউল
১৮. খামারিদের জন্য ''গাভীর ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক রোগ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ফোল্ডার
১৯. খামারিদের জন্য ''গবাদিপশুর কৃমিদমন'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ফোল্ডার
২০. খামারিদের জন্য ''হাঁস-মুরগির সাধারণ রোগ প্রতিরোধ'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ফোল্ডার
২১. খামারিদের জন্য ''দেশী মুরগি পালন'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ফোল্ডার

ছবি: এলডিডিপির প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার ও কতিপয় মডিউলের কভার ফটো।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অগ্রগতি:

প্রকল্পের আওতায় ডেইরি প্রোডাকশন ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের উপর এ পর্যন্ত ২২টি ব্যাচে মাঠ পর্যায়ের ১৯৭ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকির কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ স্থগিত করা হয়। শীঘ্রই অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাণিসম্পদ খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে ৩০টি এমএস (দেশে ১০টি, বিদেশে ২০টি), ১৮টি পিএইচডি (দেশে ৮টি, বিদেশে ১০টি) ও ৬০টি বৈদেশিক রেসিডেন্সি/ডিপ্লোমা ফেলোশীপের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উন্নয়নে ২২টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
- উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মোট ১০টি ব্রড এবং ৩২টি সাব-ব্রড থিমেটিক এরিয়া চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিষয়, প্রার্থী ও প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের কার্যক্রম সকল ধাপ অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- দেশের অভ্যন্তরে ৮ টি এবং বিদেশে ২ টি সহ মোট ১০ টি পিএইচডি চলমান রয়েছে। এ ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ৩ টি এমএস কোর্সও চলমান রয়েছে।
- ২২ টি গবেষা ও ইনোভেশন কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এমএস কোর্সে ১৭ জন এবং পিএইচডি কোর্সে ২০ জন ফেলো কর্মরত রয়েছে ।

প্রকল্পের আওতায় ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্ল্যান (EAP)

ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্ল্যান (EAP): কনটিনজেন্সি ইমার্জেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC) নামে এলডিডিপি'র একটি পৃথক সাব-কম্পোনেন্ট আছে। মূলত: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত জরুরি দুর্যোগ/সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ও বাজার ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক থেকে এ কম্পোনেন্টের আওতায় অর্থ-সংস্থান রাখা হয়েছে। CERC তহবিলগুলি সরকারকে দ্রুত দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে।

৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। পরবর্তীতে সরকার ৫ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা করে এবং সকল নাগরিককে ঘরে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত খামারিরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খামারের উৎপাদিত পণ্য (দুধ, ডিম, মুরগি) পরিবহন ও বাজারজাতকরণ মারাত্মকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে পশুপাখির উৎপাদন উপকরণ যেমন - মুরগির বাচ্চা, পশুখাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি সরবরাহ প্রক্রিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদিকে পোল্ট্রি খাদ্যের মূল্য প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে উৎপাদিত পোল্ট্রির মূল্য প্রায় ৬০% হ্রাস পায়।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১৯ সালে দুধ উৎপাদনের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা ১০.৪৭ মে. টনের বিপরীতে ১০.২২ মে. টন উৎপাদিত হয়। অনুরূপভাবে ২০২০ সালের উৎপাদন প্রবনতা প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম পরিলক্ষিত হয়। একই সময় দেখা যায়, দুধের মূল্য ৪.৪% হ্রাস পায়, অথচ দানাদার পশুখাদ্যের মূল্য ৭.২% বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র খামারিগণ অসহায় হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারিদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে এ খাতের উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত সরকার প্রাণিসম্পদ এবং ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্ল্যান (ইএপি) প্রস্তুত করা হয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত Contingency Emergency Response Component (CERC) সক্রিয় করা হয়।

CERC পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ:

- করোনা ভাইরাস প্রাণিসম্পদ এবং প্রাণিজাত পণ্যের মাধ্যমে মানুষে ছড়ায় না - এ বিষয়ে ভোক্তা, জনসাধারণ, উৎপাদনকারী, বিক্রেতা এবং পরিবহন সেক্টরসহ দেশবাসীকে সচেতন করা;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রাণিসম্পদের সেবা প্রদানে নিয়োজিত সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিমিত্ত Personal Protection Equipment সরবরাহ করা;
- করোনাকালে খামার ও খামারিদের পশুপাখির নিরাপদ চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সরবরাহ করা;
- করোনা সংকটকালে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা এবং করোনা উত্তরকালে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য খামারিদের আর্থিক প্রণোদনা বা সহায়তা প্রদান করা;
- দুধ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ক্রিম, চিজ, ঘি, বাটার তৈরির লক্ষ্যে ক্রিম পৃথকীকরণ যন্ত্র সরবরাহ করা;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহে টিকা ও ঔষধ সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেটর সরবরাহ করা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে দুধ এবং ডিম বিক্রয় নিরবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ভাড়ায় পরিবহন/ভ্যানের সংস্থান করা।

CERC-এ অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা:

ক্রম	EAP কার্যক্রম	সুবিধাভোগীর ধরণ	ইউনিট	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	CERC এর মাধ্যমে কভারেজ (%)
১.	গণমাধ্যমে প্রচার	দেশব্যাপী	-	-	৬১ জেলা, ৪৬৬ উপজেলা
২.	স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	ষ্টাফ	-	CERC-এর EAP কার্যক্রমে নিযুক্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল ষ্টাফ
৩.	মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক	ডিএলএস/উপজেলা	জেলা	৬১	প্রতিটি জেলার সদর উপজেলা
৪.	পোল্ট্রি উৎপাদনকারীদের ব্যবসা চলমান রাখার লক্ষ্যে আর্থিক প্রনোদনা প্রদান	পোল্ট্রি ফার্মারস	পরিবার	২,০০,০০০	মোট পোল্ট্রি খামারির ৯২%
৫.	ডেইরি উৎপাদনকারীদের ব্যবসা চলমান রাখার লক্ষ্যে আর্থিক প্রনোদনা প্রদান	ডেইরি ফার্মারস	পরিবার	৪,২০,০০০	মোট ডেইরি খামারির ২৪%
৬.	ক্রিম সেপারেটর মেশিন সরবরাহ	ডেইরি ফার্মারস/ ভিএমসিসি	সংখ্যা	১,৫০০	প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ৩টি
৭.	ফ্রিজার সরবরাহ	ডিএলএস/উপজেলা	অফিস/ সংখ্যা	৫৩০	প্রতি বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় সরবরাহ
৮.	EAP বাস্তবায়নের ফিল্ড ম্যানুয়াল তৈরি	পিএমইউ/ডিএ-লএস	-	-	-

EAP এর আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রণোদনা প্রদান:

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলনা। তবে এলডিডিপিতে আপদকালীন ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য একটা বিশেষ ফান্ড ধরা ছিলো। সেখান থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের জরুরি ভিত্তিতে প্রণোদনা বা আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের মাধ্যমে লাইভস্টক এক্সটেনশন কর্মকর্তা এবং এলএসপিদের সহায়তায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয় KoBo Toolbox এবং অর্থ বিতরণের সুবিধার্থে পিএমইউ, অগ্রণী ব্যাংক এবং বিকাশ ও নগদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দ্রুততার সাথে খামারি নির্বাচন করে ইএপি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্তরূপে ২টি কমিটি গঠন করা হয়:

ছবি: রেন্টাল ভেইকেল সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয়ে খামারিদের সহায়তা প্রদান।

উপজেলা সুফলভোগী নির্বাচন ও বাস্তবায়ন কমিটি (ইউবিএসআইসি):

উপজেলা পর্যায়ে গঠিত এ কমিটিতে পাঁচ জন করে সদস্য ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও, চেয়ারম্যান), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ইউএলও, সদস্য-সচিব), এবং সদস্য হিসেবে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ভেটেরিনারি সার্জন (ভিএস)/প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (এলইও)। মাঠ পর্যায়ে স্বচ্ছভাবে ইএপি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল এই কমিটির। কমিটি দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খাতের ক্ষতিগ্রস্থদের বাছাই করে এবং নগদ অর্থ বিতরণের জন্য তালিকা প্রণয়ন করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উক্ত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নির্ধারিত মানদন্ডের আলোকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগী নির্বাচন করে প্রায় ৬.২ লক্ষ খামারির তালিকা পিএমইউতে প্রেরণ করে।

সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিডিসিসি):

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দেশব্যাপী প্রণোদনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকির জন্য কেন্দ্রিয় পর্যায়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করেন। অধিদপ্তরের পরিচালক, প্রশাসন (চেয়ারম্যান), এলডিডিপির সিটিসি (সদস্য-সচিব) এবং পরিচালক সম্প্রসারণ, সহকারী পরিচালক (খামার) ও সংশ্লিষ্ট ডিপিডি, এলডিডিপি কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রিয় এ কমিটির মূল কাজ ছিল উপজেলাসমূহ থেকে প্রস্তাবিত খামারি/সুফলভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষাপূর্বক চূড়ান্ত করা। সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদণ্ড হিসেবে পিএমইউ কর্তৃক পাঁচটি ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হয় এবং প্রত্যেকটি ক্যাটাগরির তিনটি করে উপ-ক্যাটাগরি রাখা হয়। সুবিধাভোগীর তালিকা চূড়ান্তকরণে পিএমইউ কেন্দ্রিয় কমিটিকে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করে। এভাবে ইউবিএসআইসি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা যাচাই-বাছাই করার পর সিডিসিসি তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ডিজি, ডিএলএস বরাবর সুপারিশ করে পাঠায়।

ছবি: ইএপি এর আওতায় খামারিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (বামে), পিএমইউতে অনলাইনে খামারির তথ্য যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া (ডানে)।

সুফলভোগী যাচাই প্রক্রিয়া:

পিএমইউ প্রথমে ৭৫,১০০ জন খামারির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সুবিধাভোগীদের তথ্য যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রত্যেক পরিচালক, ডিএলও ও ইউএলও ১০ জন করে সুবিধাভোগী এবং এলইও ও প্রাণিসম্পদ মাঠ সহকারী (এলএফএ) ৫০ জন করে সুবিধাভোগীর নমুনা ক্রস-চেক করেন। এই ক্রস-চেকিং কাজটি কোবো টুলবক্স এবং এর ওপেন ডেটা কিট (ওডিকে) অ্যাপের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও ছবি ধারণপূর্বক পরিচালিত হয়।

এর পূর্বে পিএমইউ-এর সকল মনিটরিং অফিসার (এমও) এবং প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ)-এর কর্মীদের কোবো টুলবক্স ব্যবহার পদ্ধতি এবং যাচাইকরণ ফর্ম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যাচাই-বাছাই কালে সুবিধাভোগীদের তথ্যের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি পাওয়া যায়। ফলাফলগুলি জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত মিটিংয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সম্মুখে উপস্থাপন করা হলে সেগুলি শতভাগ ক্রস-চেক করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

এদিকে সুবিধাভোগীদের সঠিক এনআইডি সনাক্ত করে প্রণোদনার অর্থ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিকাশ এবং নগদ নির্বাচন কমিশন/পরিচয়পত্রের জাতীয় ডাটা বেজের সাথে ডাটা সেটকে প্রমাণীকরণ করে। সুনির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরটি ঐ সুবিধাভোগীর এনআইডি নম্বর দিয়ে সক্রিয় করা হয়েছে কি না তাও পরীক্ষা করা হয়। যে অ্যাকাউন্ট নম্বরটি সুবিধাভোগীর নিজস্ব এনআইডি নম্বর দিয়ে সক্রিয় করা হয়নি সেগুলো বিকাশ এবং নগদ চিহ্নিত করে এবং পরামর্শের জন্য পিএমইউতে পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক সুবিধাভোগীদের বিকাশ এবং নগদ অ্যাকাউন্ট তাদের নিজস্ব এনআইডিতে নিবন্ধিত নয়। বেশিরভাগই স্বামী/স্ত্রী বা ছেলে/মেয়ের এনআইডি দিয়ে সক্রিয় করা। মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে এসব মামুলী অমিল আমলে না নিয়ে নির্বাচিত খামারিদের মধ্যে প্রণোদনার অর্থ বিতরণ করা হয়।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি:

প্রণোদনার অর্থ বিতরণের সুবিধার্থে পিএমইউ, অগ্রণী ব্যাংক এবং বিকাশ ও নগদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে প্রমাণীকরণ, বিতরণ, রিপোর্টিং ইত্যাদি শর্তাবলী অন্তর্ভূক্ত ছিল। তদনুসারে ইউবিএসআইসি, সিডিসিসি এবং পিআইইউ দ্বারা শতভাগ ক্রস-চেক করা সুবিধাভোগীদের তালিক এনআইডির সাথে মিলিয়ে চূড়ান্ত করার পরে প্রণোদনার অর্থ বিতরণের কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়।

ইএপি বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির (জেমস্ কোবো টুলবক্স) ব্যবহার:

GEMS KoBo Toolbox একটি অনলাইন বেইজড ওপেন সোর্স সফটওয়ার যার মাধ্যমে খামারিদের খামারের জিও লোকেশনসহ আনুষাঙ্গিক তথ্য, ছবি, স্বাক্ষর ইত্যাদি সংগ্রহ করে সার্ভারের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে সার্ভার থেকে এক্সেল সিটে নিয়ে তা সুবিধামতো যাচাই বাছাই ও সংরক্ষণ করা যায়।

ছবি: ODK এ্যাপস এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের অনলাইন তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি।

বিশ্বব্যাংক GEMS KoBo Toolbox ব্যবহারের উপর ২০২০ সালের জুনে ২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এতে ২০ জন মনিটরিং অফিসার এবং ২ জন ডিপিডি অংশ নেয়। ইমার্জেন্সি এ্যাকশান প্লানের আওতায় সুবিধাভোগীদের নমুনা ক্রস চেকিং সমীক্ষা পরিচালনার জন্য আরো ১,৭৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে শতভাগ সুফলভোগী যাচাই করার জন্য ডিএলও, ইউএলও, এলইও, এমও, এলএফএ এবং এলএসপিসহ মোট ৭০০১ জনকে GEMS KoBo Toolbox এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে সুফলভোগী যাচাই বাছাই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়।

প্রণোদনা প্রদানে খামারির ক্যাটাগরি নির্বাচন:

ক্রম	ক্যাটাগরি	প্রাণির সংখ্যা
১	ডেইরি ক্যাটাগরি-১	২-৫টি গাভী
২	ডেইরি ক্যাটাগরি-২	৬-৯টি গাভী
৩	ডেইরি ক্যাটাগরি-৩	১০-২০টি গাভী
৪	ব্রয়লার ক্যাটাগরি-১	৫০০-১০০০টি
৫	ব্রয়লার ক্যাটাগরি-২	১০০১-২০০০টি
৬	ব্রয়লার ক্যাটাগরি-৩	২০০১ থেকে তদুর্ধ
৭	লেয়ার ক্যাটাগরি-১	২০০-৫০০টি
৮	লেয়ার ক্যাটাগরি-২	৫০১-১০০০টি
৯	লেয়ার ক্যাটাগরি-৩	১০০১ থেকে তদুর্ধ
১০	সোনালী ক্যাটাগরি-১	১০০-৫০০টি
১১	সোনালী ক্যাটাগরি-২	৫০১-১০০০টি
১২	সোনালী ক্যাটাগরি-৩	১০০১ থেকে তদুর্ধ
১৩	হাঁস ক্যাটাগরি-১	১০০-৩০০টি
১৪	হাঁস ক্যাটাগরি-২	৩০১-৫০০টি
১৫	হাঁস ক্যাটাগরি-৩	৫০১ থেকে তদুর্ধ

খামারিদের নিকট নগদ অর্থ প্রেরণ: নির্বাচিত খামারিদের নিকট নগদ অর্থ সহায়তা প্রেরণের লক্ষ্যে পিএমইউতে সুবিধাভোগীর এনআইডি এবং একাউন্ট নম্বর (বিকাশ, নগদ ও ব্যাংক) নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর অর্থ প্রেরণের লক্ষ্যে বিকাশ, নগদ এবং অগ্রণী ব্যাংকের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক শর্তানুযায়ী অর্থ ছাড় করা হয়।

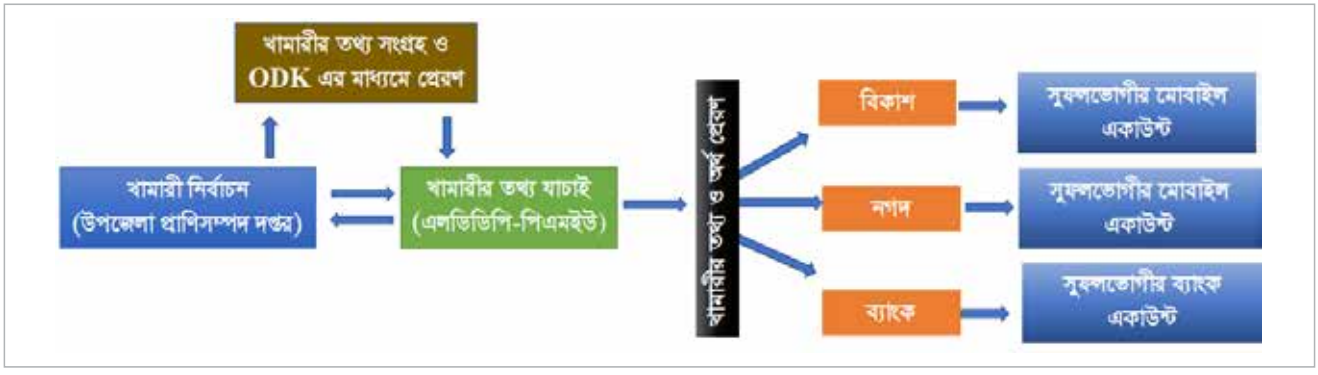

ছবি: ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় সুফলভোগীদের নগদ অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি।

প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ: প্রেরিত প্রণোদনার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সুফলভোগীরা ঠিক মতো পেয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতিতে টেলিফোন এবং মোবাইল ফোনে নির্বাচিত সুফলভোগীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এ ছাড়া এজগ পদ্ধতির মাধ্যমে কেউ অর্থ না পেয়ে থাকলে বা কোন অভিযোগ থাকলে সে সম্পর্কে তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাধান করা হয়। নির্বাচিত খামারির নিকট নগদ অর্থ প্রেরণের লক্ষ্যে পিএমইউতে সুবিধাভোগীর এনআইডি এবং একাউন্ট নম্বর নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর অর্থ প্রেরণের লক্ষ্যে বিকাশ, নগদ এবং অগ্রণী ব্যাংকের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক শর্তানুযায়ী অর্থ ছাড় করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি ১৭ ও ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণোদনার অর্থ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

ছবি: ঢাকায় আয়োজিত ইএপি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

EAP-এর আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরণের চিত্রঃ

ক্যাটাগরি	প্রাণির সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা (জন)	বিতরণকৃত অর্থ (কোটি টাকা)
ডেইরি	২-৫ টি	৩৩০৮৪৩	
	৬-৯ টি	৭০২৯৬	১০৫.৪৪৪
	১০-২০টি	১৬০৭০	৩২.১৪
পোল্ট্রি (ব্রয়লার)	৫০০-১০০০ টি	৪৬১৯৭	৫১.৯৭১৬২৫
	১০০১-২০০০ টি	২৬৩৬৫	৪৪.৪৯০৯৩৭৫
	২০০১টি থেকে তদুর্ধ	১২৮৫৭	২৮.৯২৮২৫
পোল্ট্রি (লেয়ার)	২০০-৫০০ টি	১৭৩৮৮	১৯.৫৬১৫
	৫০১-১০০০ টি	১৮৩৫৩	৩০.৯৭০৬৮৭৫
	১০০১টি থেকে তদুর্ধ	১১৩৩৩	২৫.৪৯৯২৫
পোল্ট্রি (সোনালী)	১০০-৫০০ টি	১৮০৮৪	৮.১৩৭৮
	৫০১-১০০০ টি	১১৪৫২	৭.৭৩০১
	১০০০টি থেকে তদুর্ধ	৮০০৭	৭.২০৬৩
পোল্ট্রি (হাঁস)	১০০-৩০০ টি	৪৯৫৭	১.৬৭২৯৮৭৫
	৩০১-৫০০ টি	২৯২৪	১.৯৭৩৭
	৫০১টি থেকে তদুর্ধ	২১২৩	২.৩৮৮৩৭৫
মোট	-	**৫,৯৭,২৪৯জন**	**৬৯৮,৯৫,৮৫,১২৫ টাকা**

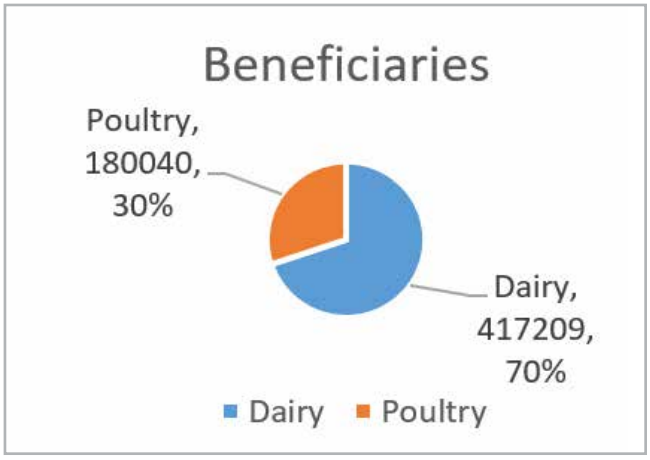

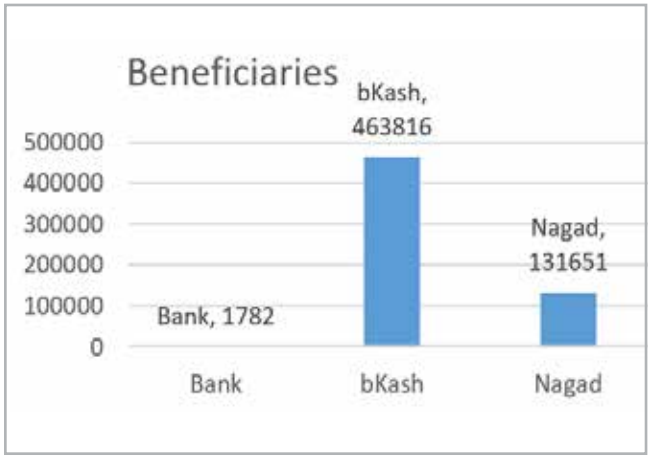

ছবি: আর্থিক প্রণোদণাপ্রাপ্ত ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারের হার (বামে), এবং প্রণোদণা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ব্যাংক, বিকাশ ও নগদের তুলনামূলক চিত্র (ডানে)।

EAP-এর আওতায় খামারভিত্তিক এবং জেন্ডারভিত্তিক প্রণোদনার তথ্য:

ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় মোট ৫,৯৭,২৪৯ জন খামারিকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ খামারি ৪,৮৭,৫৭৪ জন, নারী খামারি ১,০৯,৬৪৯ জন এবং ট্রান্সজেন্ডার ছিলেন ২৬ জন। অন্যভাবে বললে মোট ৪,১৭,২০৯টি ডেইরি খামার এবং ১,৮০,০৪০টি পোল্ট্রি খামার উক্ত প্রণোদনার আওতায় আসে। এর মধ্যে পুরুষ খামারি ৮১.৬৪% এবং নারী খামারি ১৮.৩৬%।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ডেইরি খামারিদের মাঝে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন সরবরাহ:

ইমার্জেন্সি এ্যাকশান প্ল্যানের আওতায় করোনা সংকটকালে এবং করোনা উত্তরকালে দুগ্ধ পেশায় নিয়োজিত খামারিদের দুধ বাজারজাতকরণের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রায় ১৫০০টি মেশিন খামারি এবং সংগঠন/সমিতির মাঝে বিতরণ করা হবে।

এ কার্যক্রমের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিনগুলো সংগ্রহ করা হয় এবং জুলাই ২০২১ হতে বিতরণ শুরু হয়। ইতোমধ্যে ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলায় উক্ত বিতরণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে।

ছবি: মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন (বামে), ক্ষুদ্র খামারিদের মাঝে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন বিতরণ।

CERC এর আওতায় একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। ভিন্ন ধরনের এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা একাউন্ট ও খোলা হয়।

CERC এর আওতায় EAP বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি একাউন্ট খোলা হয়। উক্ত কাজের জন্য মোট বরাদ্দ দেয়া হয় ৮১৭২১.৮৫ লক্ষ টাকা। EAP অনুযায়ী সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে মোট ব্যয় হয় ৭৫২৮৪.৫৫ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট প্রায় ৬৪৩৭.৩০ লক্ষ টাকা সফলভাবে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে ফেরৎ দেয়া হয় এবং একাউন্টটি ক্লোজ করা হয়।

প্রণোদনাপ্রাপ্ত খামারির ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

করোনা যুদ্ধে নাজমার জীবন, জীবিকা ও তার খামার - একটি কেস স্টাডি

নাজমার স্বামীকে বাঁচানো গেল না কিছুতেই। করোনার কারালগ্রাসে মাত্র সপ্তাহ খানেকের অসুখেই হারিয়ে গেল সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিটি। এক মেয়ে আর দুই ছেলেকে নিয়ে আচমকা দিশেহারা হয়ে পড়েন নাজমা বেগম। বয়স তার চল্লিশের কোঠায়। বাড়ি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দিঘীরপাড় এলাকার খালপাড়া গ্রামে।

নাজমার স্বামী আলেক শেখ আর্থিকভাবে খুব একটা স্বচ্ছল ছিলেন না বটে, কিন্তু খুব পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। আর ছিলেন সহজ, সরল ও বিনয়ী। আলেক শেখ বছর দশেক আগে দেশি জাতের ২টা গাভী দিয়ে স্বল্প পরিসরে একটা খামার শুরু করেন। পাশাপাশি অন্য মানুষের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদও করতেন। নাজমা বেগম সংসারের কাজের পাশাপাশি এবং ছেলেমেয়েরা তাদের পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে আলেক শেখের কাজে সহযোগিতা করতো। বেশ ভালোই চলছিল তাদের ক্ষুদ্র খামারটি। সময়ের ব্যবধানে সবার শ্রমে-ঘামে আস্তে আস্তে খামারটি বড় হতে থাকে। গরুর সংখ্যা বেড়ে দুই থেকে চার, চার থেকে ছয় হয়। কেনা হয় আরো একটি সংকর জাতের উন্নত মানের গাভী। স্বচ্ছলতা আসেনি তখনো ঠিকই, তবে সংসারের অভাব একটু একটু করে বিদায় নিতে শুরু করেছে।

কিন্তু হঠাৎ আসা করোনা মহামারি শুধু আলেক শেখের জীবনই কেড়ে নেয়নি, তার প্রিয় খামারটিকেও তছনছ করে দিয়ে যায়। একদিকে নিজেদের খাবারের অভাব দেখা দেয়, অন্যদিকে গরুগুলোর খাবারেও সংকট সৃষ্টি হয়। সেই সাথে দুধ বিক্রিতেও নেমে আসে স্থবিরতা। বিপন্ন নাজমার কাছে এ যেন বোঝার উপর শাকের আঁটি। স্বামী মারা যাবার পরের সে অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "করোনার জন্য আমি দুধ বেচপার পারি নাই, মাইনষেরে দিয়া দিছি, ফালাইছি। গরুগুলার জন্যি খাবার কিনবার পারিনাই, খুব অভাবে চলছি। খাওয়া দিবার না পাইরা একটা গাভী বেইচ্চা দিছি। ভাবছিলাম আরো বেইচ্চা ফালামু"।

ঠিক এমন সময় নাজমা বেগমের বাড়িতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) থেকে একজন কর্মকর্তা গিয়ে হাজির হন। পরিবার ও খামারের খোঁজখবর নেন। খামারটি সচল রাখার জন্য সরকার থেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। কর্মকর্তাটি নাজমার নাম ঠিকানার পাশাপাশি বিকাশ একাউন্ট নাম্বারও নিয়ে যান।

এর সপ্তাহ দেড়েক পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে নাজমার বিকাশ নাম্বরে ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা পৌঁছে যায়। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি তিনি। বিকাশ এজেন্টের কাছ থেকে নগদ টাকা হাতে পাওয়ার পর বেশ খানিকটা স্বস্তি নেমে আসে নাজমার পরিবারে। তারা বুঝতে পারেন, খামার চালু রাখার জন্য সদাশয় সরকার এ আর্থিক প্রনোদনা দিয়েছে। তাদের

ছেলেমেয়েরাও বুঝতে পারে যে, তারা আর একা নয়। প্রণোদনার টাকা পাওয়ার পর নাজমাকে আর গরু বিক্রি করতে হয়নি। উল্টো খামারের গরুগুলোর জন্য পর্যাপ্ত খাবারের ব্যাবস্থা করতে পেরেছেন, বর্ষা মৌসুমে গরুর ঘর মেরামত করতে পেরেছেন এবং কিছুদিন পর নতুন একটা বকনা গরু ও কিনেছেন।

আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য খামারিদের মতো করোনার কারণে ঘর থেকে বেড় হতে না পারা নাজমা বেগমও এলডিডিপি'র সহযোগিতায় ঘরে বসে ন্যায্য মূল্যে দুধ বিক্রির সুবিধা পেয়েছেন। প্রকল্পটির মাধ্যমে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে গরুর ক্ষুরা রোগের ওষুধসহ কৃমিনাশক এবং অন্যান্য টিকাও পেয়েছেন। সাথে পেয়েছেন খামার ব্যবস্থাপনা, প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করাসহ নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ।
নাজমার মনোবল ফিরে এসেছে। দক্ষ হাতে সংসার ও খামারের হাল ধরে রেখেছেন তিনি। গরুগুলোর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হয়েছে, দুধ উৎপাদনও বেড়েছে। এখন তিনি স্বপ্ন দেখছেন উন্নত জাতের গরু কেনার, খামারটি আরো বড় করার।

করোনাকালীন সময়ে ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের বিশেষ উদ্যোগ:

করোনা মহামারী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত করেছে প্রাণিসম্পদ খাতকে। ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে লকডাউনের কারণে খামারের উৎপাদিত দুধ, ডিম ও মাংস বাজারে বিক্রি করতে না পারায় বা কম মূল্যে পণ্য বিক্রির ফলে ভীষণ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে এ খাতের খামারিরা। অনেক ক্ষুদ্র খামারি তাদের খামার বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে বাজারে দুধ, ডিম, মাংসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় এবং করোনা ভীতির কারণে সাধারণ জনগণ প্রাণিজ আমিষ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে সীমিত আকারে খামারিদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রিতে সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়।

৫ এপ্রিল ২০২১ থেকে সরকার পুনরায় সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করে। এ পরিস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় খামারিদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে খামারি ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের যৌথ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করে। এ কার্যক্রম সফল করতে এলডিডিপি ইএপি-এর আওতায় প্রতিটি উপজেলায় ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কেন্দ্র চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন ভাড়ায় নিয়োজিত করে। এতে করে অসংখ্য খামারি ও ভোক্তা উভয়েই বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়িত এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ২২,৭০৯টি টিমের মাধ্যমে সারা দেশে ৬০,৬৫,৪০৩ লিটার দুধ, ৩,৪৫,৭৩৫২৫টি ডিম, ৩,২৫,০৪১ কেজি মাংস এবং ১৯,১০,২৬৭ কেজি মুরগি খামারিদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ভোক্তাসাধারণের নিকট সরাসরি পৌঁছানো হয় যার মূল্য প্রায় ১৫৬.৩৯ কোটি টাকা।

ছবি: লকডাউন কালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এলডিডিপির দেশব্যাপী ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম

রমজানে সুলভমূল্যে ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ঃ

করোনাকালে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ে সহযোগিতা প্রদানে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে রমজান মাসে গরু, খাসি ও মুরগির মাংস এবং দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মাসব্যাপী ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিপণন ব্যবস্থা চালু করে। এতে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিলও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

এ উপলক্ষ্যে খামারবাড়িতে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর চত্বরে রমজানের পূর্বেই একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: আব্দুর রহিম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সেক্টরের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: রমজান মাস জুড়ে সুলভমূল্যে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিপণনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সুলভমূল্যে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়।

১লা রমজান থেকে শুরু করে ২৮ রমজান পর্যন্ত এ ভ্রাম্যমাণ বিপণন ব্যবস্থা রাজধানী ঢাকার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে সচিবালয় সংলগ্ন আব্দুল গণি রোড, খামারবাড়ী গোল চত্বর, জাপান গার্ডেন সিটি, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, মতিঝিলের আরামবাগ, বাড্ডার নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী এবং যাত্রাবাড়ী এলাকায় এ বিপণন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়।

প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়ীতে (কুল ভ্যান) করে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার প্রতি কেজি ২০০ টাকা এবং ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রয় করা হয়। প্রতিটি সেল পয়েন্টে প্রতিদিন অসংখ্য নারী-পুরুষ সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সুলভ মূল্যে এসব পণ্য আগ্রহের সাথে সংগ্রহ করে।

ছবি: ভ্রাম্যমাণ গাড়ীতে (কুল ভ্যান) করে ভলেন্টিয়ারদের মাধ্যমে মাসব্যাপী ভ্রামমাণ দুধ, ডিম ও মাংস বিপণন (বামে), সুশৃঙ্খলভাবে রাজধানীবাসী সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস ক্রয় করছেন (ডানে)।

রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজেই প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে সে লক্ষ্যে সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের এ ভ্রাম্যমাণ কার্যক্রম সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণেও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। এ প্রেক্ষাপটে এলডিডিপি আগামীতে আরো বৃহৎ পরিসরে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের এ ভ্রাম্যমাণ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

প্রকল্পের ইএপি'র আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার কার্যক্রম:

করোনা প্রাদুর্ভাবে শুরু থেকেই জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্লানের আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং করোনা প্রতিরোধে দুধ, মাংস ও ডিমের গুরুত্বের উপর ৪টি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন/ডকুমেন্টারী তৈরি করে বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচার করা হয়। এছাড়া খামার ব্যবস্থাপনার উপর ২টি এবং এলডিডিপি ও ইএপি কার্যক্রমের উপর ১টি ভিডিও ডকুমেন্টরী তৈরি করা হয়। এগুলো এলডিডিপির ওয়েব সাইট, ফেসবুক এবং ইউটিউবে এখনো পাওয়া যাচ্ছে।

করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি):

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>১) করোনা প্রতিরোধে প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব বিষয়ক টিভিসি</td><td>২) করোনা প্রতিরোধে খামারিদের করনীয় বিষয়ক টিভিসি</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>৩) করোনা প্রতিরোধে দুধ, মাংস ও ডিমের গুরুত্ব বিষয়ে টিভিসি</td><td>৪) করোনা প্রতিরোধে নিয়মিত দুধ, মাংস ও ডিম খাওয়া বিষয়ক টিভিসি</td></tr>
</table>

করোনা প্রতিরোধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের

মাননীয় মন্ত্রীর ভিডিও বার্তা

কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে আরোপিত লকডাউন কালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে খামারিদের তথা দেশবাসীর পাশে থাকার এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সব ধরনের সেবা প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন। করোনা প্রতিরোধে মাননীয় মন্ত্রী এক বিশেষ ভিডিও বার্তায় বলেন:

ছবি: করোনা প্রতিরোধে মাননীয় মন্ত্রী ভিডিওর মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন হবার আহ্বান জানাচ্ছেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আতংক নয়, সতর্ক হউন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাবারের তালিকায় নিয়মিত দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস রাখুন।

মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদনে জড়িত যারা, উৎপাদন অব্যাহত রাখুন।

সরকার সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে।

শ ম রেজাউর করিম এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রচারে:

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস)

কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU):

প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে একজন চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, পাঁচ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক, তিন জন সহকারি প্রকৌশলী এবং ২০ জন মনিটরিং কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) গঠনের সংস্থান ডিপিপিতে রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২ নং ভবনের ৭ম ও ৮ম তলায় পিএমইউ স্থাপন করা হয়েছে এবং একজন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) সহ সকল পদে জনবল নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প ইউনিটকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক এ পর্যন্ত ১৯ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি আউটসোর্সিংয়ের ভিত্তিতে ১৪টি পদের বিপরীতে ১৪ জন সাপোর্ট স্টাফও নিযুক্ত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU):

বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান দপ্তরগুলো এলডিডিপি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) হিসেবে কাজ করছে। প্রতিটি উপজেলায় প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োজিত একজন করে মোট ৪৬৬ জন এলইও, দুইজন করে মোট ৯৩০ জন এলএফএ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন করে মোট ৪২০০ জন এলএসপি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত আছেন। পাশাপাশি প্রকল্পের কর্মকর্তা, ফিল্ড মনিটরিং অফিসার, সহকারি প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শক ফার্মগুলো প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান করছে।

প্রোজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC):

প্রোজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) প্রকল্পের বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পিএসসি গঠিত হয়েছে। পিএসসি'র সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পিআইসি'র সুপারিশমালা পর্যালোচনা এবং চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা সমাধানে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। বছরে কমপক্ষে দুইবার পিএসসি'র সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত আছে। এ পর্যন্ত উক্ত কমিটির তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধি এবং স্টেকহোল্ডাদের সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠিত হয়েছে। প্রতি ৩ মাস অন্তর পিআইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন জটিলতা দেখা দিলে এ কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। শুরু থেকেই নিয়মিত পিআইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:

সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ জনবল নিয়োগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এলডিডিপি'র ডিপিপি অনুযায়ী পিএমইউ পর্যায়ে একজন প্রকল্প পরিচালক, একজন চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, ৫ জন ডিপিডি, ২৬ জন কনসালট্যান্ট, ৩ জন

একাউট্যান্ট, ৩ জন অফিস এসিসট্যান্ট, ৩ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২ জন পারসোনাল এসিসট্যান্ট, ৩ জন অফিস এসিসট্যান্ট, ৫ জন অফিস সহায়ক এবং ৮ জন ড্রাইভার নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে ২০ জন মনিটরিং অফিসার, উপজেলা পর্যায়ে ৪৬৬ জন এলইও, ৯৩০ জন এলএফএ ও ৩৬০ জন ড্রাইভার (এমভিসি চালক) এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪,২০০ জন এলএসপি (স্বেচ্ছাসেবী) সহ প্রকল্পের অধীনে সর্বমোট ৬,০৩৫ জনকে নিয়োজিত করার সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ করার জন্য সর্বপ্রথমে জনবল নিয়োগে হাত দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত জনবল নিয়োগের অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রকল্প পরিচালক (পিডি): প্রকল্পের ডিপিপিতে ৩য় গ্রেডের একজন কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের ৩ মাস পর অতিরিক্ত দায়িত্বে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের একজন যুগ্ম সচিবকে প্রেষণে প্রকল্পের পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়।

খ) চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর (সিটিসি): প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১টি চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর (সিটিসি) পদে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৪র্থ গ্রেড প্রাপ্ত একজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

গ) উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি): প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ৫টি উপ-প্রকল্প পরিচালক পদে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৬ষ্ঠ গ্রেডের ৪ জন এবং এলজিইডি থেকে ১জন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়।

ঘ) মনিটরিং অফিসার (এমও): প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য অনুমোদিত মোট ২০ জন মনিটরিং অফিসারের সকল পদে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ সকল এমও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নিয়োজিত থেকে কার্য সম্পাদন করছেন।

ঙ) সহকারি প্রকৌশলী: প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ৩ জন সহকারি প্রকৌশলীর নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রকৌশলীগণ সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

চ) লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার (এলইও): মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার প্রতিটি উপজেলায় ১ জন করে মোট ৪৬৬ জন লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার (এলইও) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং এলইওগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নিয়োজিত থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন।

ছ) লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট (এলএফএ): মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলার প্রতিটিতে ২ জন করে মোট ৯৩০ জন লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট (এলএফএ) নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এলএফএগণ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নিয়োজিত রয়েছেন।

উল্লেখ্য, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আউটসোর্সিংয়ের ভিত্তিতে প্রকল্পে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য পাথমার্ক এসোসিয়েটস লিমিটেডকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উল্লিখিত মনিটরিং অফিসার (২০ জন), সহকারি প্রকৌশলী (৩ জন) এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৪৬৬ জন) অর্থাৎ N, O ও P নাম্বারে বর্ণিত তিনটি পদে মোট ৪৮৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করে।

জ) অফিস ষ্টাফ: প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৬ জন অফিস সহকারি-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ৫ জন অফিস সহায়ক, ৩ জন হিসাবরক্ষক, ২ জন ব্যক্তিগত সহকারি, ৩ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ৮ জন ড্রাইভার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ সকল ষ্টাফ পিএমইউতে কর্মরত রয়েছেন।

ছবি: প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কনসালটেন্টবৃন্দ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

অপর একটি দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষ্ণা সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেড উল্লিখিত ৩ জন হিসাবরক্ষক, ২ জন ব্যক্তিগত সহকারি, ৯৩০ জন এলএফএ, ৬ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর, ৫ জন অফিস সহায়ক, ৩ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ৮ জন ড্রাইভার নিয়োগ দেয়।

ঝ) লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি): প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ৪৬৬টি উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪,২০০ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে প্রধান এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে প্রত্যেক উপজেলার জন্য আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলোতে ইউএনও-এর প্রতিনিধি, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। নির্বাচিত এলএসপিগণ প্রাণিসম্পদ খামারি ও উদ্যোক্তাদের সাথে প্রকল্প তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঝে সেতুবন্ধন রচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

ঞ) ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ: প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিএমইউকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের এ লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপিতে ৯জন পরামর্শকের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৭জন পরামর্শক কর্মরত আছেন। বাকী ২জনের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

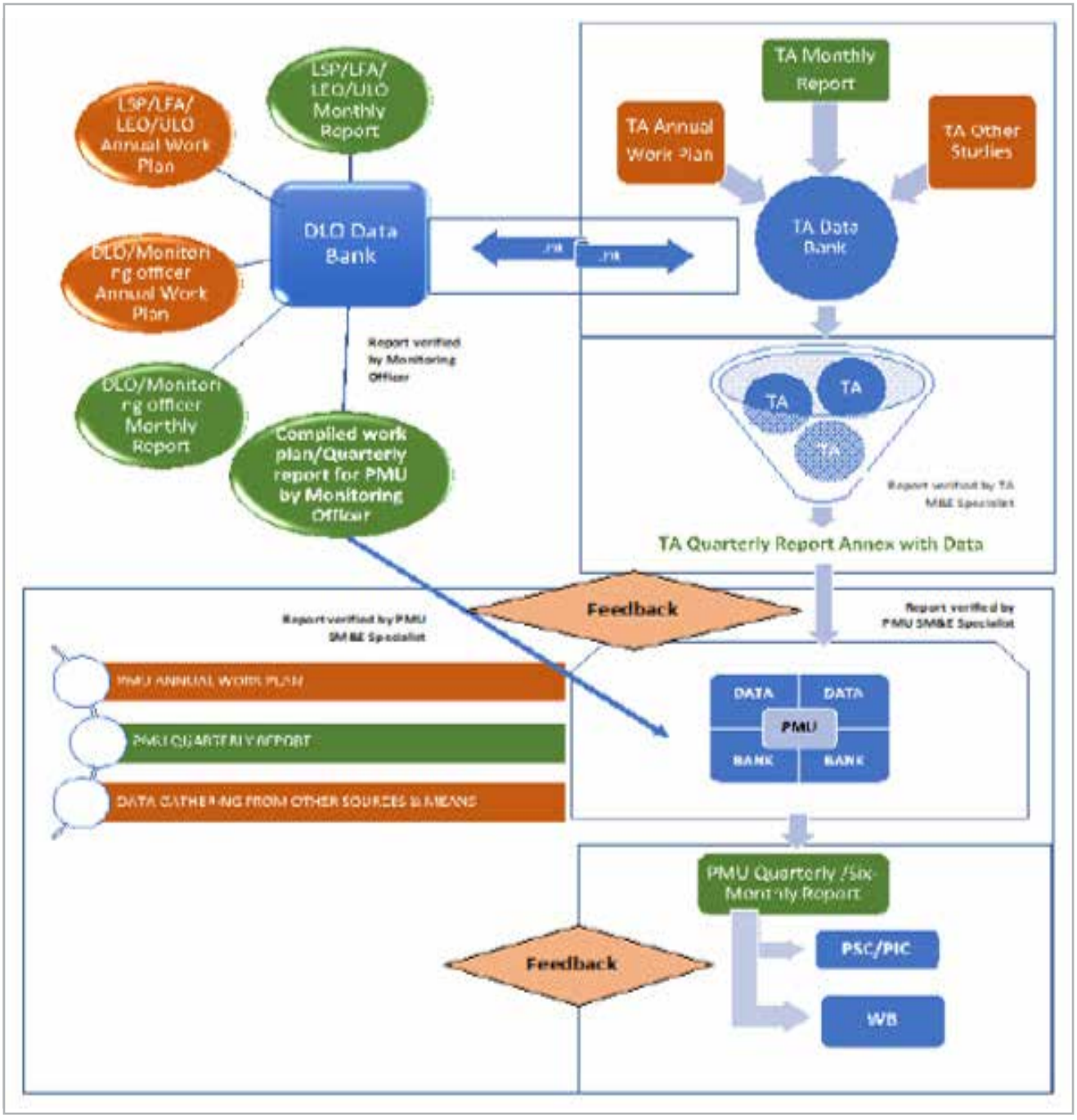

ছবি: সিপিএমআইএস সফটওয়্যারের আওতায় এলডিডিপি'র ডাটা ও রিপোর্ট প্রবাহের চিত্র।

প্রকল্পের আওতায় ৬১টি জেলাভুক্ত সকল খামারিদের তথ্য লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) ও লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট (এলএফএ) দের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় এবং তা উক্ত সিপিএমআইএস-এ এন্ট্রি করা হয়। প্রাণিসম্পদের সকল খামারিদের তথ্য বা ডাটাবেইজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এ স্থাপিত ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে সিপিএমআইএস-এর মাধ্যমে সংরক্ষিত আছে। প্রকল্পের ক্রয় ও নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্যাদিও উক্ত সিপিএমআইএস-এর প্রকিউরমেন্ট মডিউল অংশে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া এইচআর মডিউল অংশে প্রকল্পে নিয়োজিত এলএসপি, এলএফএ এবং এমওদের দৈনিক হাজিরা সিপিএমআইএস-এর মাধ্যমে নিয়মিত গ্রহণ করা হচ্ছে।

একাউন্টিং সফটওয়্যার-এর সাহায্যে প্রকল্পের আওতায় সকল কস্টসেন্টারে পিএমইউ থেকে বাজেট প্রেরণ এবং এর সাহায্যেই পিআইইউ হতে বিলভাউচার ও ব্যয় বিবরণী গ্রহণ এবং হিসাব-নিকাশ সমন্বয় করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের একাউন্ট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় অন্যান্য রিপোর্টও উক্ত সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রণয়ন করা হয়।

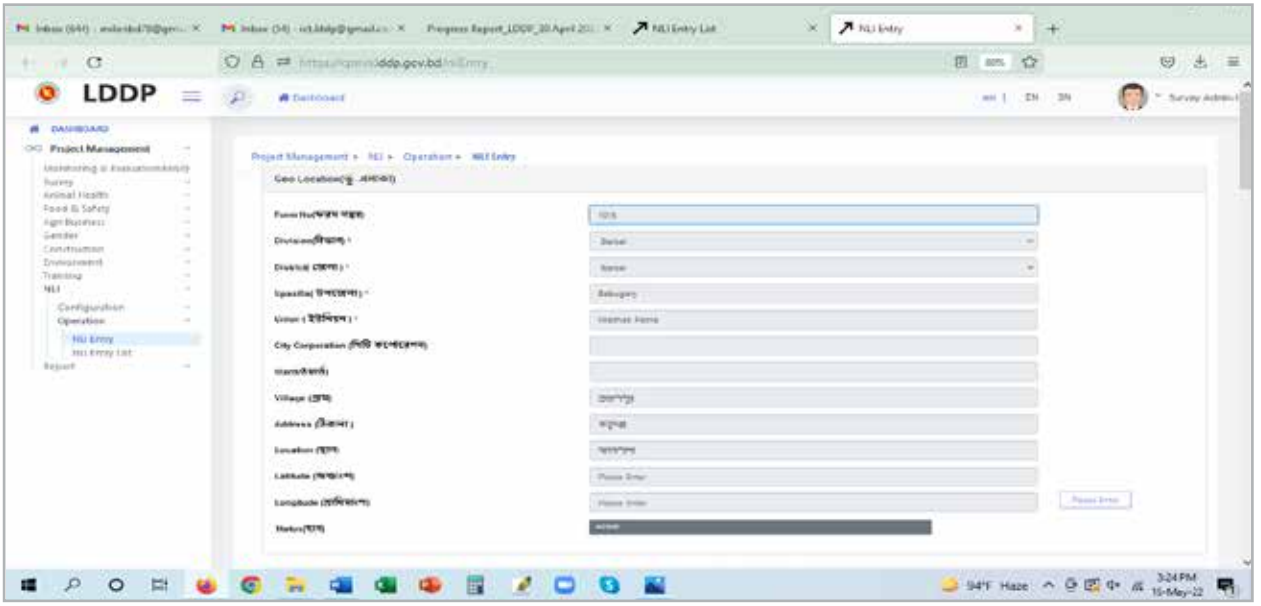

ছবি: প্রকল্পের সিপিএমআইএস-এ খামারিদের তথ্য এন্ট্রি করার ফর্ম।

ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ:

প্রকল্পের আওতায় সকল প্রকার পূর্ত কাজের ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, বিওকিউ, প্রাক্কলন, টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি ও নির্মাণ কাজ তদারকি করার জন্য একটি ফার্ম নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। নেদারল্যান্ডের আরবিকে এবং বাংলাদেশের ক্রান্তি এসোসিয়েটস লিমিটেড জয়েন ভেঞ্চার কোম্পানি হিসেবে ২০২১ এর মে মাসে উক্ত কাজ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো - (১) উপজেলা পর্যায়ে ১৭০টি Wet Market এর অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন; (২) জেলা পর্যায়ে ১৮টি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন পশু জবাইখানা নির্মাণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা, (৩) মেট্রোপলিটন এলাকায় (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী) তিনটি উন্নতমানের ও বৃহৎ আকারের পশু জবাইখানা নির্মাণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা, এবং (৪) জেলা পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন।

নিয়োজিত ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম উপজেলা পর্যায়ের মাংসের কাঁচা বাজার এবং জেলা পর্যায়ের আধুনিক কসাইখানাগুলোতে পশু জবাই করার পদ্ধতি উন্নত করার সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ ও যাচাই করবে। এ পদ্ধতি উন্নত করার পাশাপাশি কসাইদের জন্য পশু জবাইয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং কসাইদের জীবনমানের উপর এর প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। একই সঙ্গে ভোক্তাসাধারণের জন্য উন্নত ও নিরাপদ প্রাণিজপণ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া প্রডিউসার অর্গানাইজেশন ও ভিএমসিসি'র মাধ্যমে ডেইরি হাব ও প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করা এবং এগুলোর সাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ আকারে খামারি/উৎপাদনকারীদের সংযুক্ত করার কৌশল প্রণয়ন করার দায়িত্বও ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের। সেই সাথে জেলা পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা প্রদান করবে।

- ইতোমধ্যে খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে স্লটার হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড় পত্র পাওয়া গেছে তবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে স্লটার হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেন সাতে মেট্রো স্লটার হাউজ নির্মাণের বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের নিকট হতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও প্ল্যান না পাওয়ার কারণে অদ্যাবধি ৩টি মেট্রো স্লটার হাউজের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।
- জেলা পর্যায়ে ১৮টি আধুনিক স্লটার হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি জেলার জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। বাকি

৭টির জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বিভিন্ন পৌরসভা থেকে স্লটার স্লাব নির্মানের জন্য প্রস্তাবিত বাজার/স্থান পরিদর্শনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪০টি কাঁচা বাজারের মধ্যে ১১০টি উপজেলাতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৮৫টি উপজেলাতে কাজ চলমান রয়েছে এবং ২০টি উপজেলার জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৯টি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ৩টি নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে, ৫টিতে চলমান এবং বাকি ১টির টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এগ্রিবিজনেস ফার্ম নিয়োগ:

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের এগ্রিবিজনেস প্ল্যানিং, টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কেটিং অ্যাডভাইজ এবং ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার গ্রান্ট, সাব-গ্রান্ট, ম্যাচিং গ্রান্টের আওতাভুক্ত কার্যক্রমগুলো কিভাবে পরিচালিত হবে এবং খামারি, উৎপাদনকারী গ্রুপ (পিজি), ব্যক্তি উদ্যোক্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তা পর্যায়ে ব্যবসা পরিকল্পনা কিরূপ হবে সে বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ব্যবসা পরিকল্পনা গ্রহণে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রতি জার্মানীর AFC Agriculture and Finance Consultants ফার্মকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যার বাংলাদেশ কাউন্টার পার্ট হিসেবে কাজ করছে Services and Solutions International Ltd. (SSIL)।

এগ্রিবিজনেস ফার্মের পরামর্শ সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন, গবাদিপশুর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবাদিপশুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। বিস্তারিত কার্যাবলীর তালিকা নিম্নরূপ:

- পশুখাদ্য এবং ঘাস সংরক্ষণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা;
- পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গুণগতমান উন্নত করতে ক্ষুদ্র আকারের ১০০টি ফিড মিলকে সহায়তা প্রদান করা;
- উদ্যোক্তা পর্যায়ে ৭৬০টি টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) কারখানা স্থাপন ও বিভিন্ন প্রকার পশুখাদ্য যেমন - রাফেজ, সাইলেজ, কনসেন্ট্রেন্ট, মিনারেল/ভিটামিন ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ;
- বাজারে প্রচলিত খাবার ও ঘাস উৎপাদনে নিয়োজিত ৩২টি খামারকে সহযোগিতা প্রদান;
- ২০টি জেলায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন যার মাধ্যমে দুগ্ধ সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে;
- ৪৬৬টি উপজেলায় ক্ষুদ্র আকারে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন। এর মাধ্যমে বড় আকারের দুগ্ধ খামারি বা ডেইরি হাব এবং মিষ্টির দোকানগুলোর দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দুগ্ধপণ্যে বৈচিত্র্য (পনির, দই ইত্যাদি তৈরি) আনার লক্ষ্যে ১০টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র স্থাপন;
- দুগ্ধ সংগ্রহের অংশ হিসেবে ১,০০০টি ভ্রাম্যমাণ দুগ্ধদোহন মেশিন ক্রয় ও সরবরাহ;
- জলবায়ু সহিষ্ণু জ্বালানি হিসেবে গোবর ব্যবস্থাপনা খাতে নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপকভাবে ভ্যালু চেইন এ্যানালাইসিসের মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগসমূহ কাজে লাগানো এবং এর বিপরীতে প্রতিবন্ধকতা খুঁজে বেড় করা। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্যে গোষ্ঠীগত নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আধুনিকীকরণ এবং বিপণন কৌশল প্রস্তুতকরত: এই শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক এবং স্থায়ী উন্নতি সাধন করা;
- গবাদিপশুর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা, ব্যবহারের ধরণ, সরবরাহকারী ও প্রক্রিয়াকারীগণ, বাজার ও আমদানি প্রক্রিয়া, বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর ও প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন এবং বিপণন ব্যবস্থা, ভোক্তার সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাজার বিশ্লেষণ করা; এবং
- প্রাণিসম্পদ শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য ডেইরি হাব এবং অন্যান্য প্রাণিসম্পদ ব্যবসা (গরুর মাংস, ছাগল এবং হাঁস-মুরগি) বিকাশের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা।

উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। নয়টি ক্যাটাগরিতে ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় খামারি ও উদ্যোক্তাদের বিশেষ সহায়াতা প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আটটি ক্যাটাগরিতে সহায়াতা প্রদানের জন্য আগ্রহী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিজনেস প্রস্তাবনা আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। এগ্রিবিজনেস ফার্মের মাধ্যমে উল্লিখিত কাজগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রাণিসম্পদ সেক্টরে উন্নত ও যুগোপযোগী ব্যবসা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে উৎপাদক, খামারি ও উদ্যোক্তাগণ যেমন উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণ সুবিধা পাবেন, তেমনি প্রক্রিয়াকারী/ব্যবসায়ীগণও পণ্য বহুমূখীকরণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা প্রসারিত করতে পারবেন। আর এ সবের ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে সাধারণ ভোক্তাগণ।

FAO-কে নিযুক্তকরণ:

জাতিসংঘের ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) এলডিপিপি'র সাথে নানাবিধ কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তিকৃত তিনটি প্যাকেজের অধীনে উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো:

- প্রডিউসার অর্গানাইজেশনগুলোর ম্যাপিং, প্রকল্প বেইজলাইন সার্ভে, প্রকল্প এলাকায় প্রাণিসম্পদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা এবং খামারের ঝুঁকি নিরুপণ ও বিশ্লেষণ;
- প্রকল্পের আওতায় প্রোডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন ও মোবিলাইজেশন;
- প্রাণিসম্পদ কৃষক মাঠ স্কুল (LFFS) এর কারিকুলাম প্রণয়ন, এক্সটেনশন ম্যানুয়াল তৈরি, এ্যানিম্যাল ব্রিডিং, আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন (AI), হ্যাচারি আইন এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা তৈরি।

এফএও ইতোমধ্যে প্যাকেজ এসডি-৬৫ এর আওতায় পিজি ম্যাপিং, বেজলাইন সার্ভে-ফিল্ড স্টাডি এবং জাতীয় ঝুঁকি বিশ্লেষণ-ফিল্ড স্টাডি সম্পন্ন করেছে। প্যাকেজ এসডি-৭৬ এর আওতায় ৫,২৯৪টি প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন ও মোবিলাইজ করা হয়েছে। এসব পিজি'র ক্যারেকটারাইজেশনও ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্যাকেজ এসডি-৭৭ এর আওতায় খসড়া এলএফএসএস কারিকুলাম তৈরি করেছে ও লাইভস্টক এক্সটেনশন ম্যানুয়াল প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

UNIDO-কে নিয়োজিতকরণ:

প্রকল্পের আওতায় ফুড সেফটি আইনের গ্যাপ এনালাইসিস এবং বিদ্যমান ভ্যালু চেইনে ভিত্তিক আইনের বর্তমান অবস্থা জরিপ ও যুগোপযোগী খসড়া তৈরির সংস্থান রয়েছে। জাতিসংঘের United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) এর মাধ্যমে উক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করার জন্য প্যাকেজ এসডি-৭৪ ও ৭৫ এর আওতায় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় UNIDO দেশের পশুখাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা পূর্বক গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকিপূর্ণতা যাচাই, তদারকি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডিএলএস-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্স সার্ভিলেন্স (AMR Surveillance), ঝুঁকি নিরসন প্রোগ্রাম পরিচালনা ও মাইক্রোবিয়াল কেমিক্যাল ও রেসিডুয়ালজনিত সমস্যার উপর নিয়মিত নজরদারি ও তদারকির দায়িত্ব পালন করছে।

ESIA Firm নিয়োগ:

প্রকল্পের সকল প্রকার নির্মাণ কাজের সাইটের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করে সামাজিক ও পরিবেশগত উপযোগিতা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন তৈরিসহ আনুষাঙ্গিক কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি এনভায়রনমেন্টাল এন্ড স্যোসাল ইমপ্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ESIA) ফার্ম নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য Environmental and Resource Analysis Centre Limited Ges Maxwell Stamp Limited যৌথভাবে দায়িত পালন করছে।

আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগঃ

আউটসোর্সিংয়ের ভিত্তিতে প্রকল্পে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পাথমার্ক এসোসিয়েটস লিমিটেডকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উল্লিখিত মনিটরিং অফিসার (২০ জন), সহকারি প্রকৌশলী (৩ জন) এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৪৬৫ জন) অর্থাৎ তিন ধরণের পদে মোট ৪৮৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করেছে। এছাড়া অপর একটি দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষ্ণা সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেড ৩ জন হিসাবরক্ষক, ২ জন ব্যক্তিগত সহকারি, ৯৩০ জন এলএফএ, ৬ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর, ৫ জন অফিস সহায়ক, ৩ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ৮ জন ড্রাইভার নিয়োগ দিয়েছে।

প্রকল্পের পিএমইউ-এর অবকাঠামো নির্মাণঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের প্রকল্প ব্যবস্থপনা ইউনিট (পিএমইউ) নির্মাণ ও উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভবন নং-২ এর ৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ করে ফ্লোর দু'টিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) স্থাপন ও পরিচালনা করা হচ্ছে। পিএমইউ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩৫টি সুসজ্জিত কক্ষ, দুইটি আধুনিক সুযোগ সম্বলিত কনফারেন্স রুম, একটি লিফট ও একটি পাওয়ার সাব-ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। সেইসাথে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার ও লজিস্টিকস।

ছবি: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের পিএমইউ (বামে) এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত কনফারেন্স কক্ষ (ডানে)।

ছবি: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে স্থাপিত আধুনিক সাব-স্টেশন (বামে) এবং ২ নং ভবনের উর্ধমুখী সম্প্রসারিত ফ্লোর (ডানে)।

প্রকল্প বাস্তবায়নে যানবাহন সংগ্রহঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের পিএমইউ এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের যানবাহন সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে দুইটি পাজেরো জীপ, পাঁচটি ডাবল কেবিন পিকআপ, একটি মাইক্রোবাস এবং ৪৮৮টি মোটর সাইকেল ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে। জীপ, মাইক্রোবাস এবং পিকআপগুলো পিএমইউ-এর কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া দেশের ৪৬৬টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ৪৬৫ জন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ২০ জন মনিটরিং অফিসার এবং তিন জন সহকারি প্রকৌশলীকে একটি করে মোট ৪৮৮টি মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে।

ছবি: প্রকল্পের এলইওদের মাঝে মোটর সাইকেল সরবরাহ (বামে) এবং মোহনপুর উপজেলায় এলইও কর্তৃক খামার পরিদর্শন (ডানে)।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১০,৫৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বড় অংশকে বিভিন্ন বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে এবং ১৯৭ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের হালনাগাদ তথ্য নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	এলএসপিদের ২১ দিনের বেসিক প্রশিক্ষণ	৪২০০	সম্পন্ন
২	সাব-টেকনিক্যাল স্টাফ (এলএফএ)-দের ৫ দিনের প্রশিক্ষণ	৩১৪২	সম্পন্ন
৩	কর্মকর্তাদের ৫ দিনব্যাপী এএমআর ও সার্ভিল্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭৩৩	সম্পন্ন
৪	কর্মকর্তাদের ৩ দিনব্যাপী ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ ও মেটাবোলিক ডিজিজ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮০	সম্পন্ন
৫	ব্যবসা পরিকল্পনা বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার তৈরির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	২০০	সম্পন্ন
৬	কর্মকর্তাদের ৫ দিনব্যাপী হার্ড প্রোডাকশন ও হেলথ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১১০	সম্পন্ন
৭	কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও সফর	১৯৭	সম্পন্ন

Grants Manual প্রণয়ন:

প্রকল্পের গ্রান্ট ম্যানুয়াল তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি মূলত: তিনটি ভাগে বিভক্ত - গ্রান্ট, সাব-গ্রান্ট এবং ম্যাচিং গ্রান্ট।

গ্রান্ট: গ্রান্ট হলো খামারিদের জন্য অনুদান যা এলডিডিপি তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সুবিধাভোগী খামারি ও খামারিদের সংগঠন (Farmer's Organization) সমূহকে সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে। এর আওতায় খামারি ও সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন প্রযুক্তি জ্ঞান, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন সামগ্রী, টিকা, ওষুধ, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান এবং এলএসপি নিয়োজিতকরণের সংস্থান রয়েছে। এ অনুদান প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণ, প্রদার্শনী, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে খামারি ও তাদের সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সাব গ্রান্ট: প্রকল্পের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো বাজার ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা, প্রাণিসম্পদ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং মূল্য সংযোজন উন্নয়নসহ প্রাণিসম্পদ ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণে সাব-গ্রান্ট প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করা। উন্নত জলবায়ু, স্মার্ট উৎপাদন কৌশল অনুশীলন, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য জটিল ও জলবায়ু সহনশীল পাবলিক অবকাঠামো (পশুজবাইখানা, ওয়েট মার্কেট) নির্মাণ, ভোক্তা সচেতনতা সৃষ্টি, পুষ্টি উন্নয়ন এবং পশুসম্পদ বীমার ক্ষেত্রে এ গ্রান্টের আওতায় সহায়তা প্রদানের সংস্থান রয়েছে।

ম্যাচিং গ্রান্ট: এটি হলো একটি আংশিক অনুদান। ডিএলএস থেকে পিএমইউ এবং পিআইইউ-এর মাধ্যমে প্রডিউসার অর্গানাইজেশন, প্রাণিসম্পদ ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদরকে প্রাণিসম্পদ ও পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও মূল্য সংযোজনের মতো সৃজনশীল কাজের জন্য মোট প্রয়োজনীয় অর্থের আংশিক অনুদান প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এ অনুদানের অধীনে উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র আকারের ফিড মিল, রাফেজ বেইলিং, TMR উদ্যোক্তা, ডেইরি হাব প্রতিষ্ঠার জন্য ডেইরি প্রসেসিং কোম্পানি, VMCC, দুধ প্রক্রিয়াকরণ, গবাদিপশুর সার ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি। এ রকম নয়টি খাতে সম্পৃক্ত খামারি ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতকে এগিয়ে নেয়া হবে যেখানে প্রকল্প ও উপকারভোগীদের মাঝে একটি উইন উইন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম:

এলডিডিপি প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো - প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো প্রকল্প দলিল অনুযায়ী যথাসময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করা। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোর ফলাফল সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন সূচক এবং তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে যা নিয়মিত অনুসরণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

- প্রকল্পের রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ফলাফলসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে ফিল্ড ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে যা পিএমইউ ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
- প্রকল্পের শুরু থেকে সকল সুবিধাভোগীর নির্ভুল প্রোফাইল প্রস্তুত করার লক্ষ্যে GEMS KoBo Toolbox/MIS ব্যবহার করা হচ্ছে। একইসাথে সুবিধাভোগীদের বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক তৈরি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে জোরদার এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি আইটি ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে যা একটি আধুনিক Computerized Project Management Information System (CPMIS) তৈরি করছে। এর মাধ্যমে অনলাইন প্রক্রিয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হচ্ছে যা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও ফিডব্যাক পেতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে; এবং
- এলডিডিপি প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে যা নির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

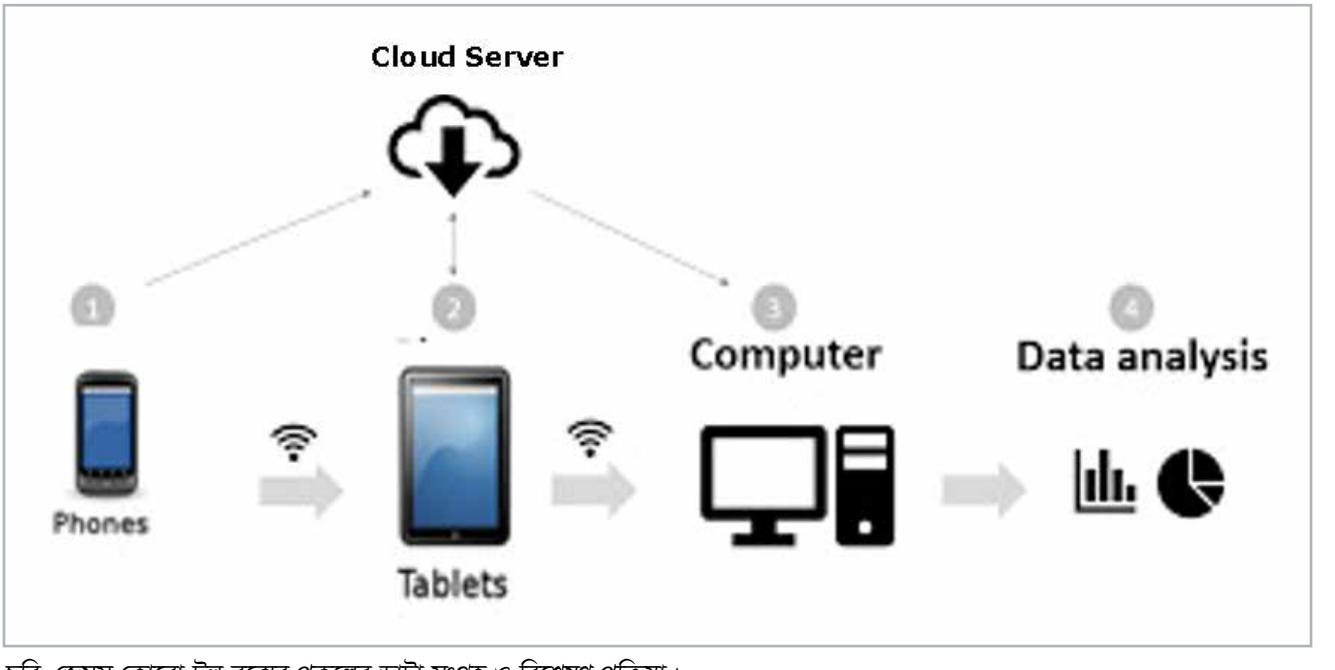

ছবি: জেমস কোবো টুল বক্সের প্রকল্পের ডাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া।

ম্যানুয়াল এবং গাইডলাইন:

প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত প্রজেক্ট ডকুমেন্ট, ম্যানুয়াল এবং গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে:

ক) এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
খ) পেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান
গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল
ঘ) গ্রান্টস্ ম্যানুয়াল
ঙ) গ্রিভেন্স রিড্রেস ম্যানেজমেন্ট (জিআরএম) গাইডলাইন
চ) কনটিনজেন্সি ইমার্জেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (সিইআরসি) ম্যানুয়াল
ছ) ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্ল্যান (ইএপি) বাস্তবায়নের ফিল্ড ম্যানুয়াল
জ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফিল্ড ম্যানুয়াল
ঝ) এলডিডিপি'র উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা গাইডলাইন
ঞ) বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা
ট) প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন ও সেবা প্রদান নির্দেশিকা

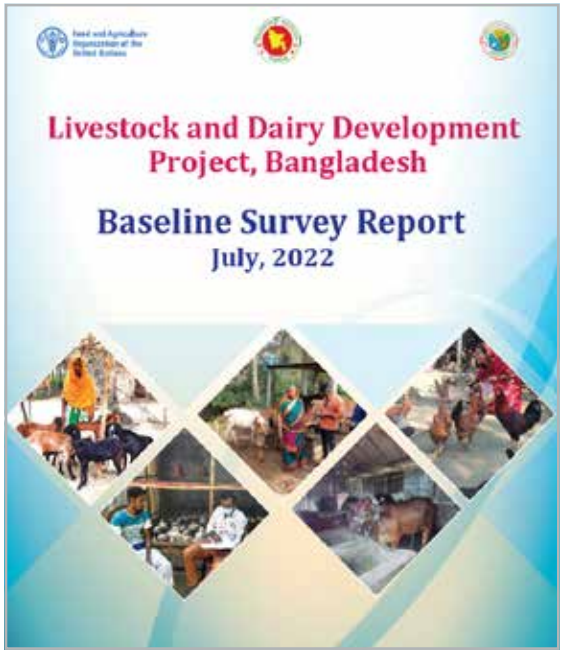

ছবি: প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের সুবিধার্থে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রজেক্ট ডকুমেন্ট, ম্যানুয়াল এবং গাইডলাইনের কিছু ছবি।

কম্পিউটারাইজড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিপিএমআইএস) ও একাউন্টিং সফটওয়্যার তৈরিঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এবং সাব-কম্পোনেন্ট এর অধীনে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে তার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি কম্পিউটার বেইজড একাউন্টিং সফটওয়্যার এবং একটি সিপিএমআইএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়াও এমআইএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা, রিপোর্টিং, এনালাইসিস ইত্যাদি করা হচ্ছে।

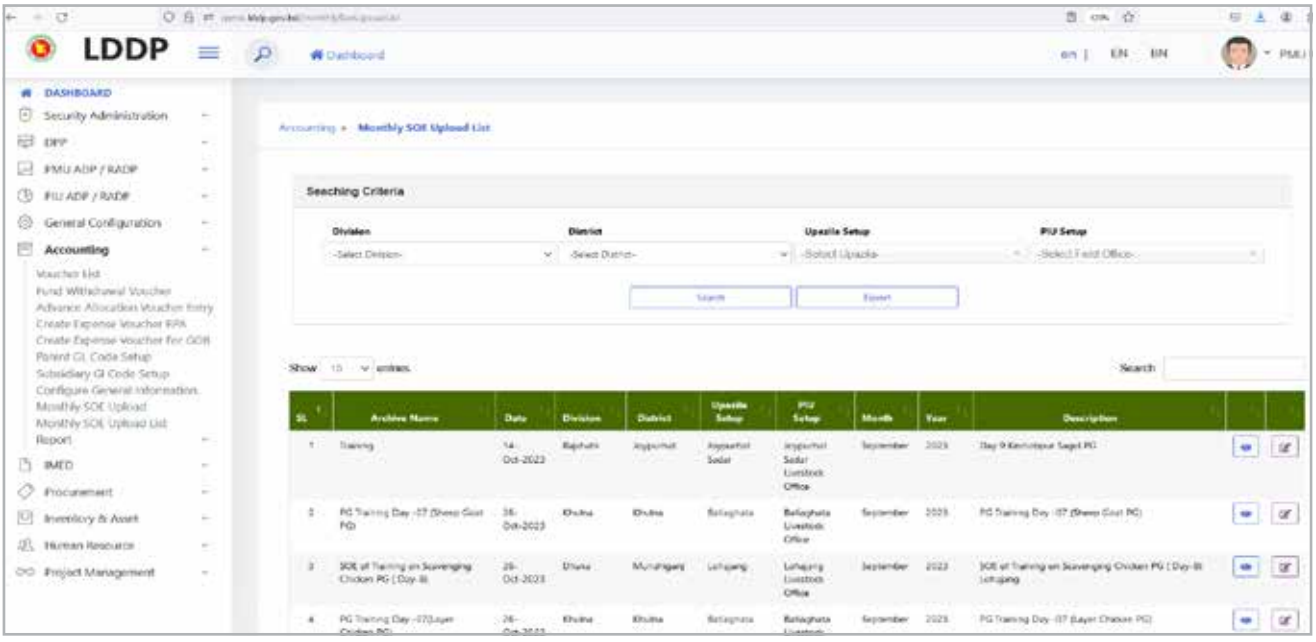

ছবি: এলডিডিপি প্রকল্পের ডাটা ও রিপোর্ট প্রবাহের চিত্র।

প্রকল্পের ওয়েব সাইট তৈরিঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের একটি স্বতন্ত্র ওয়েব পোর্টাল চালু এবং পরিচালনার সংস্থান প্রকল্পের ডিডিপিতে রয়েছে। ইতোমধ্যে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। পোর্টালের ঠিকানা: lddp.portal.gov.bd। ওয়েব পোর্টালটিতে প্রকল্পের বিবরণ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, অগ্রগতি, খবরাখবর, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য, বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য, বিজ্ঞপ্তি, প্রশিক্ষণের তথ্য ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ছবি: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের ওয়েব পোর্টাল (বামে) এবং এতে প্রকাশিত সর্বশেষ খবরের শিরোনাম (ডানে)।

প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম পর্যালোচনা:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ২০১৯ এর মার্চে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) স্থাপনের পর থেকে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে সিটিসি, ডিপিডি, পরামর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত পর্যলোচনা ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা, দিকনির্দেশনা ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া পিএমইউ থেকে বিভিন্ন সময়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠান ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ছবি: প্রকল্প পরিচালকের সভাপতিত্বে কর্মকর্তা ও পরামর্শকদের নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচন ও সমন্বয় সভা।

লজিস্টিকস সরবরাহ:

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্মচারী ও এলএসপিদের বিভিন্ন লজিস্টিকস যেমন- বাইসাইকেল, ট্যাব, সিম কার্ড, ব্যাগ, কিট বক্স, ছাতা, থার্মোফ্লাক্স ইত্যাদি সরবরাহের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট (এলএফএ) এবং লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি)-দের মাঝে বাইসাইকেল, ট্যাব, সিমকার্ড, কিট বক্স, ব্যাগ, ছাতা, থার্মোফ্লাক্স ও অন্যান্য উপকরণ ডিপিপি-এর সংস্থান অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে।

ছবি: প্রকল্পের এলএফএ ও এলএসপিদের মাঝে বাইসাইকেল, ট্যাব, কিট বক্সসহ অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়।

এলএসপিগণ প্রকল্প তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও খামারিদের মধ্যে সেতুবন্ধন নির্মাণ করছেন এবং লজিস্টিকগুলো ব্যবহার করে তারা মাঠ পর্যায়ে দৈনন্দিন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন যার সুফল প্রকল্পের আওতাভুক্ত খামারি, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে শুরু করেছে। KoBo Toolbox ব্যবহার করে শুরুতেই তারা খামরিদের হাউজহোল্ড ডাটা সংগ্রহ করে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপ করতে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। পিজি গঠন ও মোবিলাইজেশন, টিকা, ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও প্রণোদনা বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাদের সহায়ক ভূমিকা ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রসংশিত হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের Database তৈরিঃ

Household Survey Data:

২০১৯ এর শেষের দিকে প্রকল্পভুক্ত এলাকার প্রায় ৮১ লক্ষ খামারির বিভিন্ন রকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে খামারিদের ব্যক্তিগত তথ্য, খামারে গাভী/ষাড়/বলদ/বকনার সংখ্যা, ছাগল, ভেড়া, মহিষের সংখ্যা, দুধ উৎপাদনের পরিমাণ, মুরগির সংখ্যা, ডিম উৎপাদন, কবুতর, কোয়েল, টার্কি/তিতিরের সংখ্যা, ঘাস চাষের বিবরণ, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদির তথ্য রয়েছে। কম্পিউটারাইজড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিপিএমআইএস)-এ লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি), লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট (এলএফএ) দের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে কোবো টুলবক্সের সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে। এভাবে প্রকল্পের আওতায় খামারি, প্রাণি ও পাখির তথ্যবহুল **Household Survey Database** তৈরি করা হয়েছে।

Cash Transfer Beneficiary Data:

করোনাকালে ৬ লক্ষ ২০ হাজার খামারিকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার খামারির মধ্যে নগদ প্রনোদনা প্রদান করা হয়। জেমস্ কোবো টুলবক্সের মাধ্যমে উক্ত খামারিদের ব্যক্তিগত তথ্য, খামারে গাভী/পোল্ট্রির সংখ্যা, খামারের ছবি, খামারির ছবি, এনআইডি, মোবাইল ফোন নম্বর, অর্থ প্রেরণের মাধ্যম (বিকাশ, নগদ বা ব্যাংক একাউন্ট নম্বর), ট্রানজেকশন আইডি ইত্যাদির তথ্য লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি), লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট (এলএফএ) দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। উক্ত তথ্যাদি এলডিডিপি'র "প্রটেক্টেড ওপেনসোর্স ক্লাউড সার্ভারে" সংরক্ষণ করা হয়েছে।

Vaccination and De-worming Data:

এলডিডিপি'র **Vaccination and De-worming** কার্যক্রমের আওতায় খামারিদের গবাদিপশুর **Vaccination** দেওয়া হয় এবং কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ করা হয়। উক্ত খামারি, তাদের গবাদিপশু ও প্রদেয় ঔষধের তথ্য তৎক্ষণাত জেমস্ কোবো টুলবক্সের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারে জমা করা হয়। এভাবে **Vaccination and De-worming** কার্যক্রমের আওতায় সকল খামারি, গবাদিপশু ও ঔষধের তথ্যদি সম্বলিত একটি **Database** তৈরি করা হয়েছে।

PG Beneficiary Profile:

প্রকল্পের আওতায় প্রোডিউসার গ্রুপ/উৎপাদনকারী দল (পিজি) গঠন এবং সুবিধাভোগী স্বতন্ত্র খামারি নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভ্যালুচেইন ভিত্তিক ১ লক্ষ ৯১ হাজার খামারির ছবি, খামারের ছবি, এনআইডি, মোবাইল ফোন নম্বর, প্রাণির সংখ্যা ইত্যাদির তথ্য জেমস্ কোবো টুলবক্স-এর মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। সুফলভোগী খামারিদের মাঝে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, উপকরণ, প্রযুক্তি, সেবা ইত্যাদি সরবরাহ করতে এই ডাটাবেজ বা খামারিদের প্রোফাইল বিশেষ সহায়ক হচ্ছে। এভাবে **PG Beneficiacr** এবং স্বতন্ত্র খামারিদের তথ্য সম্বলিত একটি বৃহৎ **Database** তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম:

প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ডিপিপিতে নির্মাণ/সংস্কার, পণ্য সংগ্রহ এবং ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। এসব ক্রয় কার্যক্রমের বিপরীতে ডিপিপিতে বরাদ্দের সংস্থান নিম্নরূপ:

ক্রমিক	ক্রয় কার্যক্রম	ডিপিপির সংস্থান (লক্ষ টাকা)
১.	নির্মাণ কাজ	৯৫০৮২.৮৫
২.	পণ্য ক্রয়	৯৫৮২৭.৮৫
৩.	সেবা ক্রয়	৪৬৪৩২.৬৪
	মোট	**২৩৭৫৭৫.০০**

প্রকল্পের আরম্ভ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় কার্যক্রমের বছরভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	ক্রয় কার্যক্রম	২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১		২০২১-২০২২		২০২২-২০২৩	
		প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য
১.	নির্মাণকাজ	২	১২৩১.৮৯	১৫	৫৫৮৮.৫২	০	০	৭	৩৮৮.০৪	২৭	১৫২২৯.৪১
২.	পণ্য ক্রয়	৪	১৮৭.০৮	১১	২৭৫৫.৭১	১৯	২০৫৫৮.৪৩	১০	২৬৬৭.৭৮	৫৪	৪৬৩৫০.৫০
৩.	সেবা ক্রয়	৩	৬৪৫২.৯৩	৬	৭৩৪.২৮	২৮	৮১২৯.০৫	০৩	৪৯৭৪.৭৫	০৫	১১২২.০০
	মোট	৯	৭৮৭১.৯০	৩২	৯০৭৮.৫১	৪৭	২৮৬৮৭.৪৮	১৯	৮০৩০.৫৭	৮৬	৬২৭০১.৯১

ক্রমিক	ক্রয় কার্যক্রম	২০২৩-২০২৪		মোট	
		প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য
১.	নির্মাণকাজ	০৩	৪৪৩২.৩৪	৫৪	২৬৮৭০.২
২.	পণ্য ক্রয়	১৩	৩৯৮৮৩.৫৫	১১১	১১২৪০৩.১
৩.	সেবা ক্রয়	০৯	১৬৫২.৭৫	৫৪	২৩০৬৫.৮
মোট		২৫	৪৫৯৬৮.৬৪	২১৮	১৬২৩৩৯.০

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৮৯৯২.৪৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৪৫৫৮৫.১৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৯৩৪০৭.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৫১৯০৭.৭৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ২২৯৮২.১৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২২৮৯২৫.৬২ লক্ষ টাকা) যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৮.৮৫%।

নিম্নের ছকে বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরা হলো।

আয় এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি:

অর্থ বছর	আয় এ এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			আয় এডিপি অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)			অগ্রগতি হার
	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট আয় এ এডিপি অনুযায়ী	
২০১৮-২০১৯ (জানুয়ারি-জুন ২০১৯)	২৬৭.০০	১৪৪৮.০০	১৭১৫.০০	২২২.৭৫	৯২০.১৫	১১৪২.৯০	৬৬.৬৪%
২০১৯-২০২০	৩৭০০.০০	১০০০০.০০	১৩৭০০.০০	৩৫৫১.০৫	৮৭০৬.৪১	১২২৫৭.৪৬	৮৯.৪৭%
২০২০-২০২১	৪৬৫০.০০	১০১৭০০.০০	১০৬৩৫০.০০	৪৪৮৬.৭৭	৮৭৭৩২.২৬	৯২২১৯.০৩	৮৬.৭২%
২০২১-২০২২	৫৫০৩.০০	৩৬০০০.০০	৪১৫০৩.০০	৫৪৮৬.৭৬	৩৪১০৭.৮৫	৩৯৫৯৪.৬১	৯৫.৪০%
২০২২-২০২৩	৫৯৪৮.৩০	৬৪৬০০.০০	৭০৫৪৮.৩০	৫৮৮৪.৮২	৫২৪৫৮.৯৬	৫৮৩৪৩.৭৭	৮২.৭০%
২০২৩-২০২৪ (জুলাই/২৩-ডিসেম্বর/২৩)	৭০০০.০০	১০৩৫০১.০০	১১০৫০১.০০	৩৩৫০.০০	৪৫০০০.০০	৪৮৩৫০.০০	৪৩.৭৫%
মোট	**২৭০৬৮.৩০**	**৩১৭২৪৯.০০**	**৩৪৪৩১৭.৩০**	**২২৯৮২.১৫**	**২২৮৯২৫.৬৩**	**২৫১৯০৭.৭৭**	**৭১.৪৭ %**

** উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায় যে আয় এডিপি মোতাবেক অগ্রগতির হার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬৬.৬৪%, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮৯.৪৭%, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৮৬.৭২% এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৯৫.৪০%, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৮২.৭০% এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত (ছয় মাসের) অগ্রগতির হার ৪৩.৭৫%।*

প্রকল্প বাস্তবায়ন র‍্যাঙ্কিংয়ে সাম্প্রতিক অগ্রগতি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির র‍্যাঙ্কিং একধাপ এগিয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংকের ৮ম ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশনে (আইএসএম) এই অগ্রগতির ঘোষণা আসে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত র‍্যাপ আপ বৈঠকে মিশনের সদস্যগণ এলডিডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি মডারেটলি স্যাটিসফেক্টরি র‍্যাঙ্কিংয়ে উত্তরণের তথ্য জানান। এ সময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. এমদাদুল তালুকদার এবং মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংক প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন আয়োজন করে থাকে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের ৮ম ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন ১৮-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে প্রকল্পের কনফারেন্স কক্ষে ৮টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, চিফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ এবং পরামর্শকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীগণও উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে এলডিডিপির র‍্যাঙ্কিং অগ্রগতির তথ্য জানাচ্ছেন বিশ্বব্যাংকের টিটিএল ক্রিশ্চিয়ান বার্জার (বামে) এবং ৬ষ্ঠ মিশনের সভা (ডানে)।

বিশ্বব্যাংকের পক্ষে মিশনে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র এগ্রিকালচার স্পেসালিস্ট ও এলডিডিপি'র টাস্ক টিম লিডার মিঃ আমাডু বা তাকে সহযোগিতা করেন এগ্রিকালচার স্পেশালিস্ট মিস সামিনা ইয়াসমীন অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ। সরাসরি অনুষ্ঠিতএ মিশনে ভাচুয়ালী বেশ কয়েক জন দেশী-বিদেশী কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ মিশনের মিটিংগুলোতে ডিজিটালি যুক্ত হন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবার পাশাপাশি সরেজমিনে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ফিল্ড ভিজিটেও যান।

প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর মিশনের শুরুতেই সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সেশনগুলোতে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও সাব-কম্পোনেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব খাতের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তাদেরকে সহযোগিতা করেন সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দ এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রকল্প পরিচালক মিশনেযুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতির এ ধারা

অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতা কামনা আহ্বান জনান। তিনি বলেন, র‍্যাঙ্কিং অগ্রগতির মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। আগামী মিশনে সকল কম্পোনেন্টে স্যাটিসফেক্টরি র‍্যাঙ্ক অর্জন করতে চাই। সে লক্ষ্যে তিনি সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে একযোগে কাজ করার অনুরোধ করেন।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের অধীনে যে সব কার্যক্রমের উল্লেখ আছে ইতোমধ্যেই তার অনেক খানি বাস্তবায়িত হয়েছে। বেশ কিছু কাজ সম্পাদন করা এখনো বাকি। এ লক্ষ্যে নতুন করে সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কম্পোনেন্ট ভিত্তিক নিকট ভবিষ্যতে বাস্তাবায়িতব্য কাজের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কম্পোনেন্ট-কঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল কাজ

- নতুন ১০০০ পিজি গঠন ও নতুন ১০০০ FFS স্থাপন;
- FFS এর জন্য চেয়ার, টেবিল বিতরণ;
- এ বছরের মধ্যে সকল ডেমো ফার্ম স্থাপন;
- গবাদিপশুর জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসস্থল নির্মাণ;
- ম্যানুয়ের ম্যানেজমেন্ট উন্নতকরণ;
- পিজি সদস্যদের উপকরণ সহায়তা প্রদান;
- খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পাত্র, বালতি ইত্যাদি সরবরাহ;

কম্পোনেন্ট-খঃ বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কাজ

- ৩ টি সিটি কর্পোরেশন অধিনে ৩টি আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ এর লক্ষে দরপত্র আহবান:
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পশু জবাইখানা নির্মাণ কাজ বেগবান করা;
- অবশিষ্ট ১১৫টি উপজেলার জন্য মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয়;
- বিসিএস ট্রেনিং একাডেমির ভবন নির্মাণ।

কম্পোনেন্ট-গঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কাজ

- জেলা ভেটেরিনারি হসপিটাল (ডিভিএইচ) এবং ফিল্ড ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি (এফডিআইএল) সমূহের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- BINLI- এর কার্যক্রম শুরু করা;
- উপজেলা পর্যায়ে ১৫০ টি ভেটেরিনারী হাসপাতালে মিনি ডায়াগনষ্টিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা:
- জেলা পর্যায়ে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমনেশন (এআই) সেন্টার নির্মাণ;

কম্পোনেন্ট-ঘঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য কাজ

- Process Monitoring Firm নিয়োগ;
- প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন কর।

প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পের শুরুতেই কোভিড-১৯ মহামারি আঘাত হানে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় এবং বেশ কিছু সময়ের অপচয় হয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্মগুলো নিয়োগে অপ্রত্যাশিত সময়ক্ষেপণ হয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া প্রকল্পের কম্পোনেন্ট গ-এর অধীনে "কনটিনজেন্সি ইমার্জেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC)" নামে একটি অন্যরকম সাব-কম্পোনেন্ট আছে। মূলত: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত জরুরি দুর্যোগ/সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ও বাজার ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক থেকে এ কম্পোনেন্টের আওতায় অর্থ-সংস্থান রাখা ছিলো। CERC তহবিল মূলত: সরকারকে দ্রুত দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু এর অধীনে কী কী কাজ হবে, কিভাবে হবে বা কোন কাজে কত ব্যয় করতে হবে তার উল্লেখ থাকে না। উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এসব কাজ করতে হয় এবং পরবর্তীতে সে মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে নিতে হয়।

দেশে করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে এবং ৫ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করে। প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত খামারিরা ব্যাপকভাবে চাপে পড়ে। খামারের উৎপাদিত পণ্য (দুধ, ডিম মাংস) পরিবহন ও বাজারজাতকরণ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে পশুপাখির উৎপাদন উপকরণ যেমন -মুরগির বাচ্চা, পশুখাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি সরবরাহ প্রক্রিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদিকে পোল্ট্রি খাদ্যের মূল্য প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে উৎপাদিত পোল্ট্রির মূল্য প্রায় ৬০% হ্রাস পায়। এ প্রেক্ষাপটে এলডিডিপি তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খামারিদের পাশে দাঁড়ায়। রেন্টাল ভেইকেল সার্ভিসের মাধ্যমে খামারিদের প্রাণিজাত পণ্য বিক্রয়ে সহযোগিতা দেয়া হয়। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের উৎপাদন ও ব্যবসা চালিয়ে নেবার জন্য প্রদান করা হয় বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা।

বর্ণিত বাস্তবতা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন ও সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে Project Rivision এর জন্য বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে বিশেষ মিশন পরিচালনা করা হয়। পিএমইউ এবং মিশন যৌথভাবে কাজ করে Cost Table চূড়ান্ত করে। সংশোধনী প্রস্তাব বিশ্বব্যাংকের সম্মতির জন্য নির্দিষ্ট ছকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয় ও ইআরডি মারফত বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। বিশ্বব্যাংক থেকে সম্মতি পাওয়ার পর RDPP প্রণয়নপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। একনেক হতে অনুমোদনের পর গত ২০, ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক:- প্রকল্পের ফলাফল বা আউটকাম নির্ধারণের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক সূচকসমূহ

The Project Development Objective (PDO) is to improve productivity, market access, and resilience of small - holder farmers and agro-entrepreneurs operating in selected livestock value chains in target areas.

PDO Level Results Indicators	Unit of Mea-sure	Base-line	Target Values						
			Y-1 2019	Y-2: 2020	Y-3: 2021	Y-4: 2022	Y-5: 2023	Y-6: 2024	Y-7: 2025
PDO Indicator -1: Farmers adopting improved agricultural technology (Direct beneficiaries) (CRI)	#	0.00	0.00	0.00	33,000	83,000	149,000	232,000	331,000
PDO Indicator-1. a: Farmers adopting improved agricultural technology - Female (CRI)	#	0.00	0.00	0.00	11,500	29,000	52,000	81,000	116,000
PDO Indicator-2: Increased productivity of targeted species by direct beneficiaries									
2.a Dairy Cattle	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	00.00	20.00
2.b Beef fattening	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	15.00
2.c Small ruminant fattening	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	00.00	15.00
2.d Sonali Poultry	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	00.00	12.00
PDO Indicator-3: Increase in market access reflected in incremental sales (aggregated over all targeted value-chains) in real-value in the project areas (Market Access)	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	30.00
3.a: Sales increase among Female producers). Increase for female producers	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.00
Risk management and resilience									
PDO Indicator-4: Farmers and value chain actors have adopted practices to improve resilience to selected risks	(#)	0.00	0.00	0.00	15,000	37,000	67,000	105,000	150,000
PDO Indicator-5: Farmers and value chain actors implement food safety measures)	(#)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	65,000	98,000	130,000
PDO Indicator-6: Number of farmers who benefitted from cash transfer schemes and/or marketing services to enhance farm resilience at the time of COVID19	(#)	0.00	0.00	0.00	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000
PDO Indicator-6.a: Number of female beneficiaries (25%)	(#)	0.00	0.00	0.00	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000

INTERMEDIATE RESULTS: COMPONENT-A

Intermediate Result-A: Productivity Improvement

Intermediary Result Indicators	Unit of Mea-sure	Base-line	Target Values						
			Y-1 2019	Y-2: 2020	Y-3: 2021	Y-4: 2022	Y-5: 2023	Y-6: 2024	Y-7: 2025
IR Indicator -7: Producer organization facilitated and operational	#	0.00	0.00	0.00	800	1400	3,900	5,500	5,500
IR Indicator -7a: Producer organization facilitated and operational – led by females	#	0.00	0.00	0.00	200	400	1,100	1,650	1,650
IR Indicator -8: Farmers have received business development skills training	#	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000	25,000	36,000	36,000
IR Indicator -8a: Farmers have received business development skills training – females	#	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500	12,500	18,000	18,000
IR Indicator-9: Farmers have access to livestock CSA technologies and practices	#	0.00	0.00	0.00	20,000	50,000	120,000	160,000	200,000
IR Indicator-9.1a: Farmers have access to livestock CSA technologies and practices-Female	#	0.00	0.00	0.00	10,000	25,000	60,000	80,000	100,000
IR Indicator-10: Reduced GHG emission per unit of milk produced per farmer in project areas	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
IR Indicator-10.a: Reduced GHG emission per unit of milk produced per farmer in project areas (female farmer)	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

INTERMEDIATE RESULTS: COMPONENT-B

Intermediate Result-B: Market Linkages and Value-Chain Development

Intermediary Result Indicators	Unit of Mea-sure	Base-line	Target Values						
			Y-1 2019	Y-2: 2020	Y-3: 2021	Y-4: 2022	Y-5: 2023	Y-6: 2024	Y-7: 2025
IR Indicator -11: PPs/ sub-projects established and financed and operational	#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800	1,600	2,000
IR Indicator -12: Slaughtering Facilities /milk processing / cooling facilities renovated and made climate smart	#	0.00	0.00	0.00	0.00	100	300	400	500
IR Indicator -13: Systems and devices for renewable energy production and energy efficiency gains established	#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	600.00	700.00
IR Indicator – 14: Schools under School Milk Program (Government primary school co-education- boys & girls)	#	0.00	0.00	0.00	0.00	100	200.00	300.00	300.00

INTERMEDIATE RESULTS: COMPONENT-C

Intermediate Result-C: Improving Risk Management and Climate Resilience of Livestock Production Systems

Intermediary Result Indicators	Unit of Mea-sure	Base-line	Target Values						
			Y-1 2019	Y-2: 2020	Y-3: 2021	Y-4: 2022	Y-5: 2023	Y-6: 2024	Y-7: 2025
IR Indicator -15: DLS and project staff adopting skills learned during training on animal health, food safety, nutrition, and new technologies	%	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
IR Indicator -15.a: DLS and project staff adopting skills learned during training on animal health, food safety, nutrition, and new technologies - Females	%	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
IR Indicator -16: Government staff graduating from MSCs, PhDs, and certificates/ diploma program supported by the project	#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90	90	140
IR Indicator -16.a: Government staff graduating from MSCs, PhDs, and certificates/diploma program supported by the project - female	#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16	16	35
IR Indicator – 17: Number of tests of food and feed samples carried out at laboratory facilities	#	0.00	0.00	0.00	0.00	250	450	700	1,000
IR Indicator – 18: Stakeholders (persons) reached with food safety & nutrition information through training, exhibitions, mobile apps, SMS, and video-based tools	#	0.00	0.00	0.00	200,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
IR Indicator 19: Cattle included in the pilot animal identification and recording system (Dairy cattle only)	#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	30,000	50,000
IR Indicator 20: Farmers satisfied by the emergency activities provided by the project	%	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
IR Indicator 20.a: Farmers satisfied by the emergency activities provided by the project- females	%	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
IR Indicator 21: Number of farmers with access to animal health services	#	0.00	0.00	0.00	50,000	250,000	450,000	700,000	1,000,000
IR Indicator 21.a Number of farmers with access to animal health services - Female	#	0.00	0.00	0.00	17,000	87,000	157,000	245,000	350,000

INTERMEDIATE RESULTS: COMPONENT - D

Intermediate Result Component D: Management and Monitoring and Evaluation

Intermediary Result Indicators	Unit of Mea-sure	Base-line	Target Values						
			Y-1 2019	Y-2: 2020	Y-3: 2021	Y-4: 2022	Y-5: 2023	Y-6: 2024	Y-7: 2025
IR Indicator 22: Targeted livestock producers satisfied with the livestock services received from the project	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
IR Indicator 22.a: Targeted livestock producers satisfied with the livestock services received from the project - females	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
IR Indicator 23: Proportion of overall project staff and implementers (LEOs, LFAs and LSPs) trained adopting skills on gender household approach	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	90.00
IR Indicator 23.a: Proportion of overall project staff and implementers (LEOs, LFAs and LSPs) trained adopting skills on gender household approach-females	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	90.00
IR Indicator – 24: Farmers reached with agricultural assets or services (CRI)	#	0.00	0.00	0.00	680,000	1,000,000	1,350,000	1,800,000	2,000,000
IR Indicator – 24.a: Farmers reached with agricultural assets or services - Females (CRI)	#	0.00	0.00	0.00	200,000	300,000	400,000	530,000	600,000

প্রবন্ধ

দুধ উৎপাদনে আমাদের অভিযাত্রা ও একজন ভার্গিস

ডঃ মোঃ গোলাম রব্বানী

দুধ একটি সম্পূর্ণ ও আদর্শ খাবার। আমরা যতগুলো পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পাই তার মধ্যে দুধের উপকারিতা সবচেয়ে বেশি। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, আমিষ, ভিটামিন ও খনিজের চাহিদা পূরণে এর বিকল্প নেই। দুধে এল-ট্রিপটোফেন নামক এমাইনো এসিড থাকে বিধায় দুধ পান করলে স্নায়ু শান্ত হয় এবং ঘুমও ভালো হয়। দুধ থেকে তৈরি দধি প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে যা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক কাপ দুধে প্রায় ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি, ৮-১০ মিলিগ্রাম মানসম্মত ফ্যাট, ৮-১০ মিলিগ্রাম উন্নত প্রোটিন, ১৩-১৫ মিলিগ্রাম শর্করা, ২৪-২৫ মিলিগ্রাম ঝুঁকিবিহীন কোলেস্টেরল, ৯৮-১০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস এবং অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে। আবার দামেও সস্তা এবং পাওয়াও যায় সহজে। করোনা ভাইরাসের এই মহামারিকালে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুধ ও দুধজাতীয় খাবারের সমতুল্য আর কী হতে পারে!

আজ থেকে প্রায় সত্তুর বছর আগে দুধের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও সহজলভ্যতার বিষয়টি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা ভারতীয় এক যুবক। তিনি ডক্টর ভার্গিস কুরিয়েন। তাঁর নিষ্ঠা, গবেষণা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশটি একসময় পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর দুধ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা লাভ করে।

ভারতের "মিল্কম্যান" খ্যাত ডক্টর ভার্গিস কুরিয়েন ১৯২১ সালের ২৬ নভেম্বর কোজিকোডের একটি সমৃদ্ধ খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা পুতেনপাড়কল কুরিয়েন ছিলেন ব্রিটিশ কোচিনের সিভিল সার্জন। ভার্গিস কুরিয়েন মাদ্রাজের লয়োলা কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিস্টিংশনসহ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

পড়াশোনা শেষে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং সরকারি চাকরি নিয়ে ১৯৪৯ সালের ১৩ই মে গুজরাটের কয়রা জেলার আনন্দ অঞ্চলে যান। সেখানে দেখতে পান যে, 'পেস্টনজি এডুলজি' নামে পরিচিত চতুর ব্যবসায়ীদের দ্বারা দুধ উৎপাদনকারী কৃষকরা ভীষণভাবে শোষিত হচ্ছেন। এই 'পেস্টনজি এডুলজি' নামক প্রতিষ্ঠানটি সে সময় পোলসন মাখন বাজারজাত করতো। কৃষকদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে তাদের নেতা ত্রিভূবনদাস প্যাটেল তখন কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে পেস্টনজির শোষণের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। ত্রিভূবনদাস প্যাটেলের ব্যক্তিত্ব দ্বারা ড. কুরিয়েন বিমোহিত হন এবং সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্যাটেলের সাথে যোগ দেন। তাঁরা যৌথভাবে কয়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়ন লিমিটেড (কেডিসিএমপিইউএল) নামে নিবন্ধন নিয়ে ডেইরি খামারিদের ভাগ্যোন্নয়নের আন্দোলন শুরু করেন, যা পরবর্তীকালে 'আমূল' নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি পায়। আর এভাবেই ভারত বিশ্বসেরা দুধ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা লাভের অভিযাত্রা শুরু করে।

আহমেদাবাদ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে আনন্দ শহর অবস্থিত। ১৯৩০ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত 'পোলসন ডেইরি' গ্রাহকদের কাছে দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ করতো। কিন্তু যেসব খামারি পোলসন ডেইরির নিকট দুধ বিক্রি করতো, তাদের অন্য কারো নিকট দুধ বিক্রির অনুমতি ছিল না। এ কারণে খামারিরা দুধের ভাল দাম পাচ্ছিলেন না এবং নানাভাবে শোষিত হচ্ছিলেন। ভারতের জাতীয় নেতা সরদার ত্রিভূবন প্যাটেল শোষিত খামারিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাথে পেয়েছিলেন ড. কুরিয়েনকে। প্রাথমিকভাবে দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বিন্যাস ছাড়াই সমবায় নেটওয়ার্ক তৈরি করেন এবং এ সমবায় সমিতিটি মাত্র ২৪৭ লিটার দুধ দিয়ে উন্নয়ন যাত্রা শুরু করে।

ড. কুরিয়েন মি: প্যাটেলকে সাথে নিয়ে যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে সমবায়ীদের ভূমিকা ছিল খামারিদের নিকট থেকে দুধ সংগ্রহ করা এবং দুধের গুণমান অনুযায়ী যথাযথ মূল্য প্রদান করা। ড. কুরিয়েন কয়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ

উৎপাদনকারী ইউনিয়ন লিমিটেডকে একটি অনন্য নাম দিতে চেয়েছিলেন যা সহজেই উচ্চারণ করা যায় এবং ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারে।

'আমূল' নামটি নির্বাচন করা হয়। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ অমূল্য। শব্দটি অপরিবর্তনীয় শ্রেষ্ঠত্বকে বুঝায়। পাশাপাশি আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবেও আমূল নামটি বিবেচনা করা যায়। ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে এই আমূল গুজরাট অঞ্চলে সাফল্যের অনন্য গল্পে রূপ নেয়।

১৯৬৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমূলের আওতায় দুগ্ধবতী গাভীর ফিডিং পদ্ধতির নতুন প্রযুক্তি উদ্বোধনের জন্য। দিন শেষে তার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আনন্দে পৌঁছে সমবায়ী খামারীদের সাফল্যের চিত্র দেখে বিষয়টি আরো ভালভাবে বোঝার জন্য তিনি থেকে গিয়েছিলেন। আমূলের খামারিদের সাথে দুধের আদ্যপান্ত নিয়ে করা শ্যুটিং দেখে এবং খামারিদের সাথে মতবিনিময় করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে ড. কুরিয়েনের ভূমিকা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দিল্লীতে ফিরে শাস্ত্রীজী ড. কুরিয়েনকে তার ডেইরি মডেল বা আনন্দ প্যাটার্নটিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে অনুরোধ জানান।

ড. কুরিয়েন এ পর্যায়ে শুরু করেন "অপারেশন ফ্লাড" বা শ্বেত বিপ্লব। সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৬৫ সালে গুজরাটে ভারতের জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. কুরিয়েন এনডিডিবি'র দায়িত্ব নেন এবং আনন্দ প্যাটার্ন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এই সম্প্রসারণের ফলে সারাদেশে দুধের সরবরাহ দ্রুত বাড়তে থাকে। একই সাথে গুড়ো দুধ তৈরি, দুগ্ধপণ্য বহুমূখীকরণ, পশুপুষ্টি, পশুস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবস্থার উন্নয়নেও হাত দেন। ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও আমূলের পণ্য ব্রান্ড হিসেবে বিক্রি করার জন্য আমূলের অধীনে একটি পৃথক বিপণন ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। সাফল্যের দীর্ঘ্য পথপরিক্রমায় আমূল বর্তমানে দেড় কোটি ডেইরি খামারিকে নিয়ে সে দেশে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪৬টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি পরিচালনা করছে এবং ভারত সমগ্র বিশ্বে বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদায় আসীন হয়েছে।

দুগ্ধখাতকে একটি প্রাণবন্ত ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত করার জন্য "অপারেশন ফ্লাড" সে দেশে একটি শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করেছিল। দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ভারতের পথকে প্রশস্ত করেছিল। মূল চ্যালেঞ্জ ছিল অপারেশন ফ্লাডের আওতায় তৈরি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একে আরও শক্তিশালী করা; ভারতের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেইরি সেক্টরকে দুগ্ধ সমবায় আন্দোলনের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার পথে নিয়ে যাওয়া। প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি ৪টি মূল বিষয়ে নজর নিবদ্ধ করে, যথা- সমবায় ব্যবসা জোরদার করা, উৎপাদন বৃদ্ধি করা, গুণমান নিশ্চিত করা এবং একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক তৈরি করা। দুগ্ধ বোর্ড বা এনডিডিবি দেশের সকল খামারির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি সহজ করেছিল এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করেছিল।

ভারতের এই শ্বেত বিপ্লব বা দুধ বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশও এগিয়ে যেতে পারে। আশার কথা, গত এক দশকে আমরা দেশে দুধ উৎপাদন তথা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অনেক পথ এগিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অগ্রযাত্রার পথে নির্ভিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

কৃষিপ্রধান জনবহুল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যা সমাধান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা ধরে রাখা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্মৃতিশক্তি বিকশিত একটি মেধাবী জাতি গঠনের জন্য অনন্য এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হলো প্রাণিসম্পদ খাত। ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৪৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮০ শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৩.১০ ভাগ। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৫০,৩০১ কোটি টাকা, (সূত্র: বিবিএস ২০২০-২১)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান, অর্থাৎ প্রতি বছর প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপি বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের জন্য এটি একটি ফ্লাগশিপ প্রোজেক্ট, যেখানে মোট বিনিয়োগ প্রায় ৪২৮০ কোটি টাকা। এ জন্যে সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা গ্রহণ করেছে, যা দেশের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়নে এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ। জানুয়ারি ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে এক বছরের মাথায় করোনা মহামারির কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও বর্তমানে এটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ তথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, পোল্ট্রির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরণের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী দ্বারা খামারিদের দক্ষতা উন্নয়ন, দুধ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ বৃদ্ধি, পণ্য বহুমূখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজাত আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফুড চেইনের সকল পর্যায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দুধ-মাংস উৎপাদনকারী, পরিবহণকারী, ব্যবসায়ী, কারিগর, ভোক্তা ইত্যাদি স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি, এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ম্যাচিং গ্রান্ট পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার স্থাপন, আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব স্থাপন, পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রোপলিটন পর্যায়ে ৩টি এবং জেলা পর্যায়ে ২০টি পশু জবাইখানা নির্মাণ, উপজেলা/গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে ১৯২টি স্লটার স্লাব/মাংসের বাজার উন্নয়ন, গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবহার করে বিকল্প জ্বালানী/বায়োগ্যাস ও বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক দেয় ভেটেরিনারি সেবা আরও বেগবান করা ও মানোন্নয়নের জন্য ডায়াগনোস্টিক ল্যাব ও ভেটেরিনারি হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সরবরাহ ও পরিচালনা, ভোক্তা সৃষ্টি ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাইলট আকারে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা, প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থায় উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তথা ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তির সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির মতো সময়োপযোগী ও বহুমাত্রিক কার্যক্রম রয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকায় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সেবা খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (৪২০০ জন), উপজেলা পর্যায়ে লাইভস্টক ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট (৯৩০ জন) এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৪৬৫ জন) প্রকল্প থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে, যা প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে সিভিল ওয়ার্কসের জন্য ৩ জন সহকারি প্রকৌশলী এবং একটি ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০ জন মনিটরিং অফিসার ও সিনিয়র এমএন্ডই বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী মনিটরিং সেল কাজ করছে। ভ্যালু চেইন ও বিজনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিবিজনেস ফার্ম নিযুক্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম ও বিধিবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে জাতিসংঘের FAO এবং ফুড সেফটি কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)-কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পভূক্ত ৪৬৬টি উপজেলায় ৪টি ভিন্ন ভিন্ন ভেলুচেইন বিশেষকরে (ক) ডেইরি ভ্যালু চেইন, (খ) বীফ ফ্যাটেনিং ভ্যালু চেইন, (গ) জাবরকাটা ছোট প্রাণি অর্থাৎ ছাগল/ভেড়া ভ্যালু চেইন এবং (ঘ) দেশী হাস-মুরগি ভ্যালু চেইনের আওতায় গড়পড়তায় ৩০ জন খামারিকে সংগঠিত করার মাধ্যমে একটি করে প্রোডিউসার গ্রুপ বা পিজি গঠন করা হচ্ছে। এ রকম মোট পিজি হবে ৬৫০০টি। এসব পিজিভিত্তিক একটি করে প্রাণিসম্পদ ফার্মার্স ফিল্ড স্কুলও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং এই ফিল্ড স্কুল কেন্দ্রিক খামারিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রযুক্তি হস্তান্তর, উপকরণ সরবরাহ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, খামারের হাইজিন উন্নয়ন ও ফুড সেফটি উন্নয়ন করা হচ্ছে।

দেশে বর্তমানে চার কোটির অধিক গবাদিপশু আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল ও দেশের প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্যসেবা চালিয়ে নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। এখনও এ দেশে এমন অনেক পরিবার আছে, একটি গাভীই যাদের জীবিকার অবলম্বন। সময়োচিত প্রাণিচিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় তাদের কেউ কেউ কখনো কখনো হয়তো আংশিক বা পুরোপরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য সরকার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে যাচ্ছে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক। এটি শুধু উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের জন্য একটি দ্রুত গতির বাহনই নয়, বরং ভ্রাম্যমাণ একটি ভেটেরিনারি ক্লিনিক, যেখানে থাকছে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি। এমনকি শল্য চিকিৎসা

সরঞ্জাম ও থাকবে এ বাহনে। থাকবে পোর্টেবল আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন, ম্যাস্টাইটিস ডিটেক্টর, এস্ট্রাস ডিটেক্টর, সার্জিক্যাল কিটবক্স, ম্যানিপুলাটিভ ডেলিভারি যন্ত্রপাতি, পোস্টমর্টেম সেট, স্টমাক টিউব, এনিমেল রেস্ট্রেইনিং আইটেম, গামবুট, অ্যাপ্রোণ, স্যালাইন স্ট্যান্ড ইত্যাদি। ফলে অসুস্থ পশুকে এখন থেকে আর কষ্টকরে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করানো নয় বরং অসুস্থ পশুর কাছেই চলে যাবে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা। প্রাণিসম্পদ খাতে হবে নবযুগের সূচনা, ভেটেরিনারি সেবা যাবে প্রান্তিক খামারীদের দোরগোড়ায়।

আবহমানকাল থেকে দেশের ডেইরি সেক্টরের উন্নয়নে ডেইরি কো-অপারেটিভস্ মডেল কাজ করে আসছে। প্রযুক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়ন মডেলেও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সমবায় মডেলের সাথে আরও বাড়তি সুবিধাদি যুক্ত করে ডেইরি উন্নয়নে 'ডেইরি হাব মডেল' আজ অধিক গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর। প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ে খামারিদের নিয়ে সংগঠিত পিজিসমূহে নিবিড় সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে এসব পণ্য স্থানীয়ভাবে স্থাপিত ভিলেজ মিল্ক কালেশন সেন্টার বা ভিএমসিসি'র সাথে যুক্ত করা হবে। যেসব গ্রামে বা পিজিসমূহে দুধের উৎপাদন বেশি ও তার নিকটবর্তী যোগাযোগ ভালো এমন পয়েন্টে সরকার প্রদত্ত ম্যাচিং গ্রান্ট পদ্ধতির আওতায় উদ্যোক্তা/ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এসব ভিএমসিসি স্থাপিত ও পরিচালিত হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন গ্রহণযোগ্য ডাটাবেজ। একদিনে এই ডাটাবেজ রচিত হয় না এবং তা সৃষ্টির জন্য চাই প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের নিকট থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানে রূপান্তর করা। এ লক্ষ্যে এলডিডিপি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খামার, খামারি ও প্রাণিসম্পদের বিস্তারিত ডাটাবেজ তৈরির ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হবে। এসব ডাটাবেজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, ব্যবসা পরিকল্পনা, ইন্সুরেন্স ইত্যাদি বিষয়ে বহুবিধ সুবিধার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে খামার ও পশু নিবন্ধন, সকল খামার, খামারি ও পশুর ডাটাবেজ তৈরি ও তার আইনী ভিত্তি রচনা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর ও খামার যান্ত্রিকীকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে উৎপাদন খরচ কমাতে পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন এবং পশুরোগ প্রতিরোধী গুরুত্বপূর্ণ সব টীকা উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও টীকা প্রদান কার্যক্রমে জোর দেয়া হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ খাত প্রাইভেট সেক্টর পরিবেষ্টিত একটি খাত। তাই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ উন্নয়ন ও তৎপরিচালিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভেটেরিনারি ড্রাগের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার রোধে এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট রেকর্ড কিপিংয়ের আওতায় এনে সত্যিকারের উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

লেখক: ডঃ মোঃ গোলাম রব্বানী

প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

ইমেইল: grabbi2004@yahoo.com

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে কর্মরত

কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তা/পরামর্শক	পদবী	মোবাইল নং	ই-মেইল নং
	মো: আব্দুর রহিম	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	০১৭১১-৩৪২৯৮৮	rahimmoi@yahoo.com
	ড. মো. গোলাম রব্বানী	চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর	০১৭৩১-২৪৩৬৫৪	grabbi2004@yahoo.com
	মোহাম্মদ শাহ্ আলম বিশ্বাস	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১১৭০৫৩১৮	shahalom.dls@gmail.com
	ডা. হিরন্ময় বিশ্বাস	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১৫-২৭৫৫০৯	hiranmoy70@gmail.com
	ড. মোহাম্মদ শাকিফ-উল-আজম	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১২০০৫২৩৯	shakif78@gmail.com
	ইঞ্জি: পার্থ প্রদীপ সরকার	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৯১১-৫৭৭৮৮৭	ppsarkar86@yahoo.com
	কল্যাণ কুমার ফৌজদার	ট্রেনিং এন্ড এক্সটেনশন এক্সপার্ট	০১৭১৮-৮৯১৫০৭	kalyanf@ymail.com
	পুলকেশ মন্ডল	পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ	০১৭১১-০৪৭০৬৮	pulak76@gmail.com
	শেখ মাহবুব আহম্মেদ	আইসিটি এক্সপার্ট	০১৭১১-৪৬৬৬৩০	ict.lddp@gmail.com
	সরকার মোঃ খায়রুল আলম	সিনিয়র ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	০১৯১৩-৭৫৭৬২৬	sarkarkhair@gmail.com
	সোনিয়া মাওলা	জুনিয়র ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	০১৭২৭-৩৪৬৩২৭	soniamowla@yahoo.com
	ইঞ্জি: মুনির সিদ্দিকী	সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	০১৮১৯-২৮৪৩০৮	munir.siddiquee@gmail.com
	শেখ শরিফুল ইসলাম	জুনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	০১৭৬২-৬২৫৫৩৪	sks571610@gmail.com
	ইঞ্জি: খোকন আহমেদ	সহকারী প্রকৌশলী	০১৫২১-৩৯৮৯৬৬	khokon.ahmed1992@gmail.com
	ইঞ্জি: শ্যাম কুমার ঘোষ	সহকারী প্রকৌশলী	০১৬৮৮-৪২৪২৮২	shamkumarbdsb82@gmail.com
	ইঞ্জি: মোঃ মোমিনুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী	০১৯৬৭-৩৫৭৭৯১	Alamnure091@gmail.com
	মোঃ মাহামুদুল হাসান	মনিটরিং অফিসার	০১৭২২-১৮৭০৩১	chanchal0806@gmail.com
	মোঃ বাইজিদ হাসান	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪০-৬০০৪৫৬	bayezidhassan1983@gmail.com
	মির্জা দিলরুবা জাহান	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪২-৮৯১৩৭৩	sumamirza9@gmail.com
	ফারজানা আক্তার	মনিটরিং অফিসার	০১৮৩৯-৫৬৫৮০১	farzanashikdar35@gmail.com
	আতিকুর রহমান	মনিটরিং অফিসার	০১৭২৯-৭০৪০৭২	ra1315750@gmail.com
	মোঃ আতিকুল ইসলাম	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪৯-২৪২৩৬৯	abiplob64@gmail.com
	প্রিয়াংকা সাহা তুলি	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪৫-৯৮৭৩৯১	tuli2308@gmail.com
	রাজিব কুমার রায়	মনিটরিং অফিসার	০১৭১৬-৯২০৯৪০	kbd.rajib@gmail.com
	মোঃ নওয়াজিস খান তারিক	মনিটরিং অফিসার	০১৭১৮-৮৩১৮৯৬	mnkhan.tariq@gmail.com
	ইরানী মন্ডল	মনিটরিং অফিসার	০১৭৫৯-৩৮৪৩৯৭	iranimondal017@gmail.com
	মো: মোনিম তালুকদার	মনিটরিং অফিসার	০১৭৩৯-৫১৬১৬১	munimtalukder3503@gmail.com
	মো: রাজিব মোল্লা	মনিটরিং অফিসার	০১৫১৫-৬৯০৭৮১	rm237750@gmail.com

	উম্মে হাবিবা	মনিটরিং অফিসার	০১৬৩৬-৪৪০৯৫৫	ummehabiba03101996@gmail.com
	সাররিনা মোরশেদ	মনিটরিং অফিসার	০১৭১১-৪৪৩৯২৭	Sabrinamorshed91@gmail.com
	মোঃ রাজু আহমেদ	মনিটরিং অফিসার	০১৭৬৭-১৫৮১৬৫	raju84213@gmail.com
	বিনতা রানী রয়	মনিটরিং অফিসার	০১৩২৮-৮৩৫৬৯৬	binata8496@gmail.com
	শাহনাজ পারভীন	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪২-১৩৩২৫৭	shahnaj19926@gmail.com
	মালা গুহ	মনিটরিং অফিসার	০১৭৭৮-৬২৬৮৬৮	Malaguha282@gmail.com
	মোঃ রাসেল মিয়া	মনিটরিং অফিসার	০১৭১২-৪০৭২৯৬	Rajinto10@gmail.com
	মোঃ মাহামুদুল হাসান মেহেদী	মনিটরিং অফিসার	০১৭৭৪-৬১৯০৬১	mah55bd@gmail.com

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অদ্যাক্ষর সমষ্টি (Acronyms)

Acronyms	Full Name	Acronyms	Full Name
AG	Agri Business	**MVC**	Mobile Veterinary Clinic
ASF	Animal Source Food	**M & E**	Monitoring and Evaluation
CPMIS	Computerized Project Management Information System	**NCC**	National Consultation Committee
CSA	Climate Smart Agriculture	**NDDB**	National Dairy Development Board
DDB	Dairy Development Board	**PAD**	Project Appraisal Document
DH	Dairy Hub	**PEC**	Project Evaluation Committee
DPP	Development Project Proposal	**PG**	Producer Group
ESM	Environmental & Social Management	**PIC**	Project Implementation Committee
ERD	Economic Relations Division	**PIM**	Project Implementation Manual
FAO	Food and Agriculture Organization	**PIU**	Project Implementation Unit
FFS	Farmers Field School	**PMU**	Project Management Unit
FOs	Farmer Organizations	**PO**	Producer Organization
GHG	Green House Gas	**PPE**	Personal Protection Equipment
GRM	Grievance Redress Mechanism	**PPP**	Public Private Partnership
HACCAP	Hazard Analysis and Critical Control Point	**PPR**	Public Procurement Rule
HH	House Hold	**PPs**	Project Proposals
HRM	Humane Resource Management	**SIA**	Social Impact Assesment
IPs	Implementing Partners	**SME**	Small & Medium Enterprise
ISM	Implementation Support Mission	**TA**	Technical Assistance
LEO	Livestock Extension Officer	**TOR**	Terms of Reference
LFA	Livestock Field Assistant	**UNIDO**	United Nations Industrial Development Organization
LIPP	Livestock Insurance Pilot Program	**VC**	Value Chain
LSP	Local Service Provider	**VMCC**	Village Milk Collection Centre
MCC	Milk Chilling Centre	**WB**	World Bank
MG	Matching Grant		

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্র

ছবি: বিভাগীয় মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, বরিশাল।

ছবি: বিভাগীয় মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, চট্টগ্রাম।

ছবি: বিভাগীয় মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, ঢাকা।

ছবি: বিভাগীয় মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, রাজশাহী।

ছবি: জার্নালিস্ট ফেলোশীপ প্রোগ্রামের আওতায় নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৩।

ছবি: জার্নালিস্ট ফেলোশীপ প্রোগ্রামের আওতায় নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৩।

ছবি: জার্নালিস্ট ফেলোশীপ প্রোগ্রামের আওতায় নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৩।

ছবি: পুরস্কার গ্রহণ করছেন ইত্তেফাক এর জনাব রায়হান মুন্না।

ছবি: বিভাগীয় মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, খুলনা।

ছবি: বিভাগীয় মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, ময়মনসিংহ।

ছবি: পিজি সংগঠিতকরণ ও এলএফএফএস পরিচালনা বিষয়ক মতবিনিময় কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি।

ছবি: মেট্রো স্লটার হাউজ নির্মাণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন জনাব খায়রুজ্জামান লিটন, মাননীয় মেয়র, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

ছবি: দেশের সর্ব দক্ষিনের টেকনাফের "সাবরাং দেশী মুরগির পিজি" কার্যক্রম পরিদর্শন।

ছবি: জেলা স্লটার হাউজ নির্মাণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন মেয়র, লালমনিরহাট পৌরসভা।

ছবি: মেট্রো স্লটার হাউজ নির্মাণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

ছবি: জার্নালিস্ট ফেলোশীপ প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-২০২২।

ছবি: সচিব মহোদয় কর্তৃক চিজ তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন।

ছবি: শাহজাদপুরে বড়াল নদীর চরে গরুর বাথান।

ছবি: শাহজাদপুরে বড়াল নদীর চরে গরুর বাথান।

ছবি: শাহজাদপুরে বড়াল নদীর চরে গরুর বাথান।

ছবি: রেশমবাড়ি শাহজাদপুরে দুধ সংগ্রহ কার্যক্রম।

ছবি: ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট কাউ শেড।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকাঃ

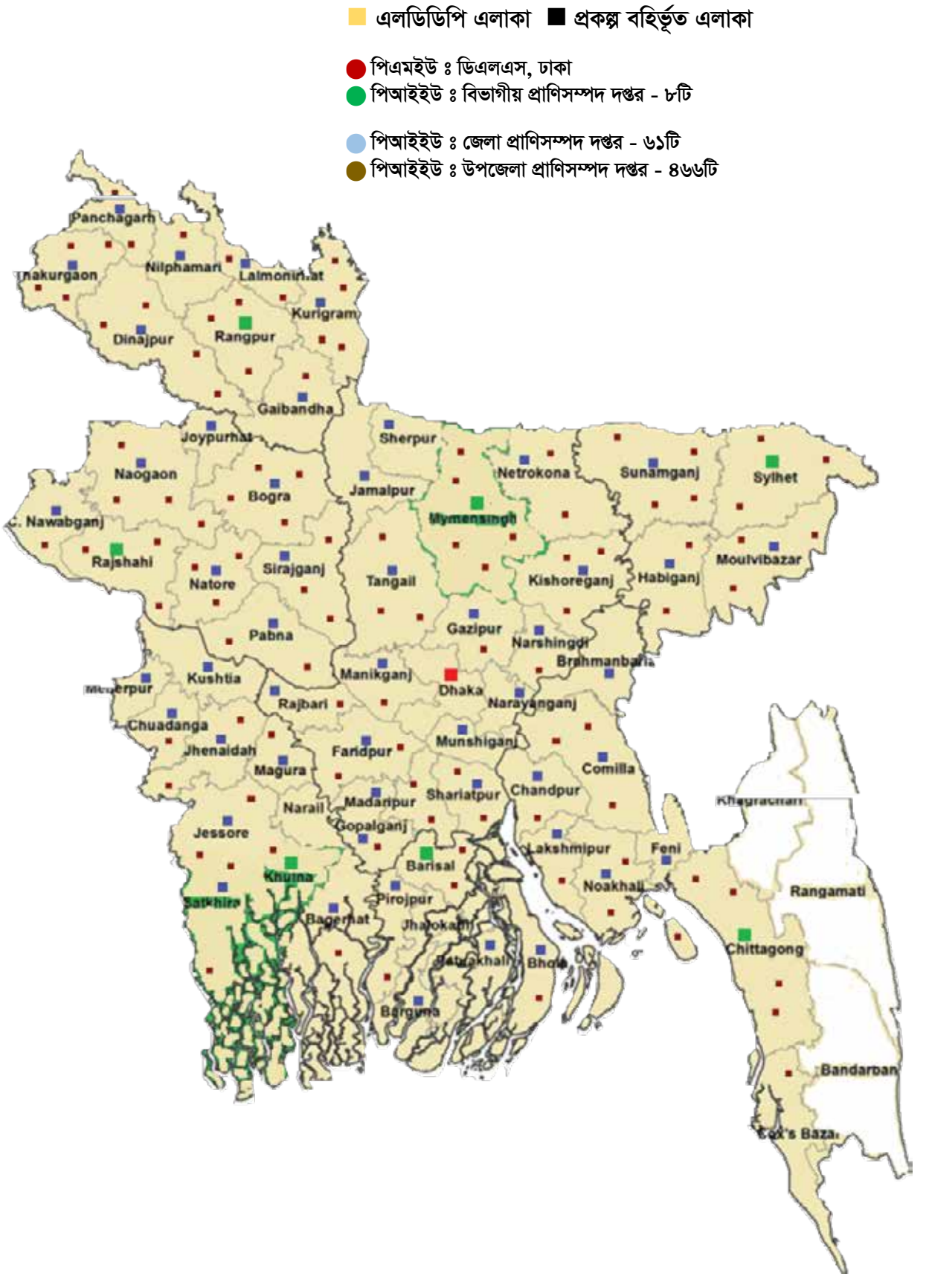

শেখ হাসিনার উপহার
প্রাণীর পাশেই ডাক্তার

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক:
প্রাণি চিকিৎসায়
নতুন যুগের সূচনা

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে
ফোন করলেই
ক্লিনিকসহ ভেটেরিনারি ডাক্তার
পৌঁছে যাবেন
খামারিদের দোরগোড়ায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ

আপনি জানেন কি?

শিশুর মেধা বিকাশে খুবই প্রয়োজনীয় ল্যাকটোজ একমাত্র দুধেই পাওয়া যায়।

দুধ একটি আদর্শ খাবার। এর মধ্যে আছে শরীরের জন্য দরকারী শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ ও পানি। শরীরের বৃদ্ধি ঘটানো, শক্তি যোগানো ও মেধা বিকাশে দুধের সমতুল্য পৃথিবীতে আর কোন খাদ্য নেই।

- সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর তরল দুধ বিতরণ করছে।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে নিয়মিত দুধ পান করানো হচ্ছে।
- পূর্বে অনেক শিক্ষার্থী দুধ পান করত না, এখন তারা নিয়মিত হাসিমুখে দুধ পান করছে। ফলে তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ত্বরান্বিত হচ্ছে শারিরীক ও মানসিক বিকাশ।
- প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুধ পান করানোর এ পাইলট কর্মসূচীর ফলে ইতোমধ্যেই শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, কমে এসেছে ঝরে পড়ার প্রবণতা।
- শতভাগ নিরাপদ ইউএইচটি/পাস্তুরাইজ তরল দুধ পান করে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন আগের চেয়ে পড়ালেখায় অনেক বেশি উৎসাহী, মনযোগী ও মেধা বিকাশে যত্নবান।

শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশে
সব শিশু দুধ পাবে অনায়াসে।

LDDP

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

WORLD BANK GROUP

LDDP

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ ভবন-২ (৭ম ও ৮ম তলা)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০২-৫৮১৫৪৯১৩, ইমেইল: lddp@dls.gov.bd